ধৃতং প্রেম্না

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

অষ্টাদশ খণ্ড

ওঁ

ধৃতং প্রেম্না

অষ্টাদশ খণ্ড

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৯

—ঃ নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য ঃ—
— ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ —

অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯বি, স্বরূপানন্দ স্ট্রীট, লাক্সা, বারাণসী-২২১০১০

ধর্ম্মার্থ শুল্ক— আশি টাকা [মাশুলাদি স্বতন্ত্র]

মুদ্রণ-সংখ্যা ১,০০০ (এক হাজার) [2022]
প্রকাশক—অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ স্ট্রীট,
লাক্সা, বারাণসী-২২১০১০,
দূরভাষ : (০৫৪২) ২৪৫২৩৭৬

প্রিণ্টার :—
অযাচক আশ্রম প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
ডি ৪৬/১৯ এ, স্বরূপানন্দ স্ট্রীট,
লাক্সা, বারাণসী-২২১০১০

ISBN—978-93-94394-06-3

: পুস্তক সমূহের প্রাপ্তিস্থান :

অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ স্ট্রীট, লাক্সা, বারাণসী-২২১০১০, (উত্তর প্রদেশ)

গুরুধাম
পি,২৩৮, স্বামী স্বরূপানন্দ সরণী, কাঁকুড়গাছি,
কলকাতা-৭০০০৫৪ ● দূরভাষ-২৩২০-৮৪৫৫/৩৭৯০

অযাচক আশ্রম
"নগেশ ভবন", ৯৯, রামকৃষ্ণ রোড, শিলিগুড়ি, দার্জ্জিলিং

অযাচক আশ্রম
২০বি, লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা (পশ্চিম)
দূরভাষ : (০৩৮১)২৩২৮৩০৫

অযাচক আশ্রম
পোঃ চন্দ্রপুর, ধর্মনগর, ত্রিপুরা (উত্তর)

অযাচক আশ্রম
রাধামাধব রোড, শিলচর-৭৮৮০০১, দূরভাষ : (০৩৮৪২) ২২০২১২

অযাচক আশ্রম
নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড, কাহিলিপাড়া কলোনী,
গৌহাটি-৭৮১০১৮, আসাম, ● দূরভাষ- (০৩৬১) ২৪৭৩৩২০

দি মালটিভারসিটি
পোঃ—পুপুন্‌কী আশ্রম, জেলা—বোকারো, ঝাড়খণ্ড, পিনকোড : ৮২৭০১৩
ডাকে নিতে হইলে ২৫% অগ্রিম মূল্যসহ বারাণসীতেই পত্র দিবেন।

অষ্টাদশ খণ্ডের নিবেদন

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের সমসাময়িক পত্রাবলি (যাহা ১৩৬৫ হইতে ১৩৭১ সালের "প্রতিধ্বনি"তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে) তাহাই সঙ্গে সঙ্গে পুস্তকাকারেও প্রচারিত হইয়াছে। ইহা তাহার অষ্টাদশ খণ্ড। কাজের প্রয়োজনে একই পত্রের অনুলিপি করিবার শ্রম বাঁচাইবার জন্য এই সকল পত্র "প্রতিধ্বনি"তে প্রকাশিত হইয়াছিল। "প্রতিধ্বনি"তে প্রকাশের পরে দেখা গেল, এই পত্রগুলি সর্ব্বসাধারণের পক্ষেও সুলভ্য করা আবশ্যক। সেই কারণেই "ধৃতং প্রেম্না" পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। আমরা অতীব আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, "ধৃতং প্রেম্না" প্রথম হইতে সপ্তদশ খণ্ড প্রকাশিত হইবার পর জনসাধারণের মধ্য হইতে বহু সজ্জন ব্যক্তি পত্রগুলির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া পত্র দিয়াছেন। তাঁহারা লিখিয়াছেন যে, পত্রগুলি পাঠ করিয়া জীবনের বহু সমস্যার সমাধান তাঁহারা পাইতেছেন। তাই আজ আনন্দভরা প্রাণ নিয়া "ধৃতং প্রেম্না" অষ্টাদশ খণ্ড প্রকাশিত হইতে চলিল। নিবেদনমিতি।

পৌষ, ১৩৭১ বাংলা।

বিনীত

অযাচক আশ্রম
স্বরূপানন্দ স্ট্রীট,
লাক্সা, বারাণসী

ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
ব্রহ্মচারী স্নেহময়

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

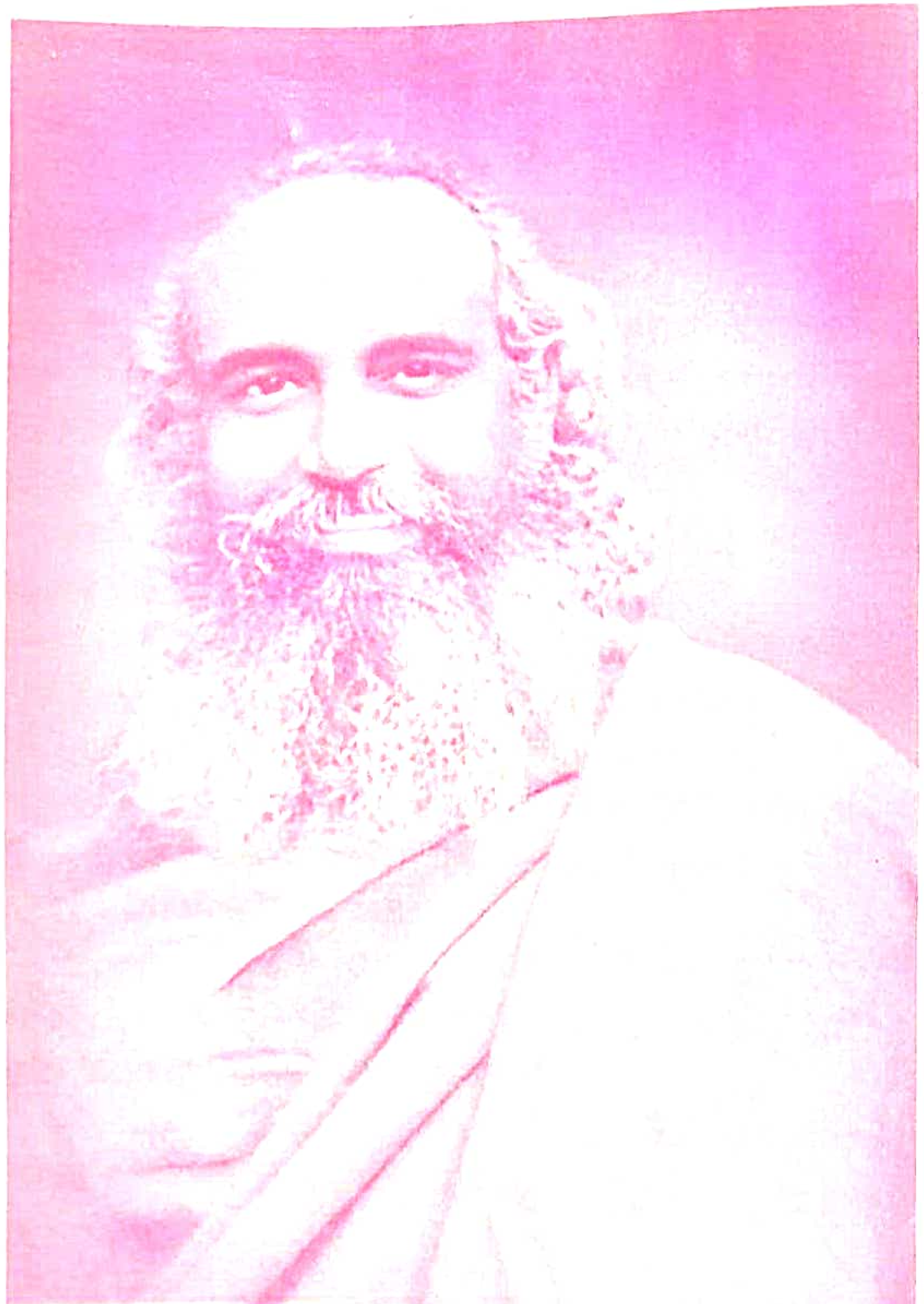
ধৃতং প্রেম্না অষ্টাদশ খণ্ড প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় পৌষ, ১৩৭১ বাংলা সালে। দীর্ঘ ছাপ্পান্ন বৎসর পর ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে পারিয়া আমরা আনন্দিত। আশাকরি, সজ্জন পাঠকবর্গের নিকট ইহা পূর্ব্বের ন্যায় সমাদৃত হইবে। অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের পত্রাবলী সম্বলিত এই "ধৃতং প্রেম্না" পুস্তক অখণ্ডগণের নিকট পবিত্র গ্রন্থ স্বরূপ, যাহাতে অখণ্ডগণের বহু সমস্যার সমাধান নিহিত রহিয়াছে।

কেবলমাত্র অখণ্ডগণ নহেন, "ধৃতং প্রেম্না" প্রথম হইতে সপ্তদশ খণ্ড প্রকাশিত হইবার পর জনসাধারণের মধ্য হইতে বহু সজ্জন ব্যক্তি পত্রগুলির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবকে পত্র দিয়াছিলেন। তাঁহারা লিখিয়াছিলেন যে, পত্রগুলি পাঠ করিয়া জীবনের বহু সমস্যার সমাধান তাঁহারা পাইয়াছেন। পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীবাবামণির সুমহান আদর্শ এই পুস্তকে তাঁহার লিখিত পত্রাবলীতে অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে বর্ণিত যাহা মানবজীবনে কর্ম্মের সঠিক দিশা প্রদর্শন করে।

পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীবাবামণির অপার করুণা ও আশীর্ব্বাদে আজ "ধৃতং প্রেম্না" অষ্টাদশ খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে পারিয়া আমি নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। ইতি—

বিনীত নিবেদক
তপন ব্রহ্মচারী

অযাচক আশ্রম
স্বরূপানন্দ স্ট্রীট,
লাক্সা, বারাণসী



অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

ওঁ

ধৃতং প্রেম্না

(অষ্টাদশ খণ্ড)

—ঃ*ঃ—

(১)

হরিওঁ — জোরহাট

২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের পত্র আমাকে বিচলিত করে, কিন্তু তোমরা নিজেরা সবল না হইলে আমি তোমাদের কোনও সাহায্য করিতে পারি না। অপরের দীক্ষিত শিষ্যকে নিজে পুনরায় মন্ত্র দিয়া দীক্ষাদান করিতে স্বতঃই আমার মন কুণ্ঠিত।

প্রথম কথাটীই হইতেছে এই যে, নূতন সম্প্রদায় গড়িয়া অন্য দশটী সম্প্রদায়ের সহিত লড়াই দিবার জন্য একটা বাহিনী আমি গড়িয়া তুলিতেছি না। আমি সর্ব্বসম্প্রদায়ের মিলন-মঞ্চের খোঁজে রহিয়াছি। জগতে হাজার হাজার সম্প্রদায় ছিল এবং হইবে।

আমাদের নিজেদের উপলব্ধির সহিত কোনও সংগ্রামে না আসিয়া অথবা তাহাদের নিজস্ব উপলব্ধির সহিত কোনও সংগ্রাম না ঘটাইয়া কি করিয়া তাহাদের অধিকাংশকে আমাদের সহিত একত্র বসাইতে পারি, আমার লক্ষ্য সেই দিকে। আমি যদি ভিন্ন গুরুর দীক্ষিত শিষ্যদিগকে নিজে পুনরায় দীক্ষা দিয়া নিজ শিষ্যগণমধ্যে পরিণত করিতে থাকি, তাহা হইলে সকলকে লইয়া মিলিত হইবার সুখস্বপ্ন কদাচ বাস্তবে রূপ নিবে কি না সন্দেহ।

অন্য দিকও আছে। গুরুদেবের অনাচার, কদর্য্য জীবন, কুৎসিত অভ্যাস, অসংযম, অসততা, মিথ্যানুরাগ এবং নিন্দনীয় আচরণ দর্শনে এখন যাহারা ক্ষণিকের জন্য খুবই ন্যক্কার অনুভব করিতেছে, আমার নিকটে পুনরায় দীক্ষাটী গ্রহণের পরে যদি সেই অনাদর্শ গুরুদেবটীরই প্রতি সঙ্গোপনে পোষিত কোনও প্রবল প্রেমাকর্ষণ অনুভব করিতে থাকে, তবে তখন সে কি আমার প্রদত্ত সাধনটী তেমন মনোযোগ সহকারে করিতে পারিবে? একূলও গেল, সেই কূলও গেল, এমন ত্রিশঙ্কুর অবস্থায় পড়িয়া কাহার কি লাভ হইতেছে?

তৃতীয়তঃ, যাহারা কদাচ কোনও গুরুদেবের আনুগত্য স্বীকার করেন নাই বা করিবেন না বলিয়া জিদ ধরিয়া বসিয়া আছেন, এমন শক্ত ও মেজাজী লোকদের মধ্যেও হাজার হাজার ব্যক্তি আমার নিকটে সাধন-দীক্ষা গ্রহণের জন্য নিজেদের অজ্ঞাতসারে এক যুগ ধরিয়া আমারই প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন। কেন আমি বৃথা

অন্যের দীক্ষিত শিষ্যদের নিজ শিষ্যদলে টানিয়া আনিয়া অশান্তির বা অশোভন পরিস্থিতির সৃষ্টি করিব?

দীক্ষা নেওয়া তোমাদের পক্ষে ভুল হয় নাই। হুজুগে দীক্ষাগ্রহণই ভুল হইয়াছে। ভুল দীক্ষা নেওয়াতে নহে, ভুল হুজুগে। হুজুগে যাহারা দীক্ষা নেয়, তাহারা গুরুদেবের জীবন-দর্শনকে অধ্যয়ন করিবার অবকাশ পায় না। ফলে দীক্ষা নিবার পরে যাচাই বাছাই আরম্ভ হয়। হাটে গিয়া না দেখিয়া-শুনিয়া আলুর বস্তা কিনিলে, ঘরে আসিয়া যেমন পচা আলু বাছিতে বাছিতে জান কাবার হয়। পচা আলুর বস্তা নির্ম্মম হৃদয়ে দূরে ফেলিয়া দিয়া আবার নূতন করিয়া যাচাই বাছাই করিয়া আলু কিনিবার সৎসাহস বা দুঃসাহস যাহার আছে, পূর্ব্বে অন্যত্র দীক্ষিত হইয়া থাকিলেও তেমন তেজস্বী ব্যক্তিকে পুনর্দীক্ষাদানের দায়িত্ব নিতে আমার সঙ্কোচের কোনও কারণ নাই।

আমার জীবন-দর্শন সম্পর্কে কোথাও কোনও ঢাকাঢাকি নাই। আমার জীবনের এবং দর্শনের সবটুকুই প্রকাশিত এবং উন্মোচিত। গোপনতার কারবার আমার জীবন-ধর্ম্মে নাই। যাহা আমার ভিতর, তাহাই আমার বাহির। এই জন্য আমি ধর্ম্মীয় ব্যাপারেও কোনও Trade Secret বা গুপ্ত ধন রাখি নাই। আমাকে দশ বার, বিশ বার, দুই বছর, দশ বছর বারংবার দেখ এবং পরীক্ষা কর, তারপরে যদি আমাকেই গুরু বলিয়া তোমার অন্তর বলিয়া দেয়, তবে গুরুরূপে গ্রহণ কর।

আমার শিষ্য বাড়িল কি না, এই বিষয় নিয়া অন্তরে আমার এক কণা আগ্রহ নাই। যেখানে যে ব্যক্তি যে গুরুদেবের শিষ্যই হউক, সে সাধক হউক। সত্যিকারের সাধক হইলে তাহার অন্তর হইতে ভেদবিদ্বেষ দূর হইয়া যাইবে, ইহা নিশ্চিত। আমরা জগৎকে শান্তিময় দেখিতে চাহি। এর চাইতে বড় প্রার্থনা আমাদের আর কিছুই নাই। যখন দেখিব, কোনও ধর্ম্মগুরুর আবির্ভাবে বা কোনও ধর্ম্মমতের প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে দিকে দিকে বিদ্বেষ আর বিভেদের সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে, তখন বুঝিব, এই গুরুতে আর এই ধর্ম্মে কোনও স্থানে একটা গলদ আছে। মুখে অনেক গুরুদেবই শান্তির ললিত মাধুরী ছড়াইয়া থাকেন কিন্তু তাঁহাদের গুপ্ত উপদেশের মধ্যে হিংসা ও উৎপীড়নের বীজাণু থাকে। নিজধর্ম্মাশ্রিত করিবার জন্য লোককে নানাবিধ প্রলোভন বা নিষ্ঠুর আচরণের সম্মুখীন করিতে ইহাদের মধ্যে গুপ্ত প্ররোচনা থাকে। ইহা দ্বারা জগতে ধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি হয় না, অধর্ম্মেরই জয়জয়কার হইয়া থাকে। এই বিষয়ে প্রত্যেকের আজ সতর্ক হইবার প্রয়োজন আছে।

অনেক লোক আজকাল ধর্ম্মের নাম শুনিলে ভ্রূ-কুঞ্চন করেন। ইহা একেবারেই অকারণ নহে। একদিকে বহু ধর্ম্মদাতা ধর্ম্মের নামে পাপের বাজার বসাইতেছেন, অন্য দিকে বহু ধর্ম্মদাতা প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য হিংসার প্রশ্রয় দিতেছেন। ধর্ম্ম যদি প্রেমের সৃষ্টি না করিল, তবে তাহা ধর্ম্মপদবাচ্য হইবে কোন্ গুণে?

হুজুগে দীক্ষা লইয়া তোমরা ধর্ম্মসঙ্কটে পড়িয়াছ। কিন্তু

দিশাহারা হইয়া পড়িও না। স্থির হও। নিজের অন্তরকে ভাল করিয়া চিনিতে চেষ্টা কর। প্রেম তোমার কোথায় অর্পিত হইয়াছে, তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়া লও। প্রেম যেখানে, প্রাণও সেখানে। প্রেমের স্থিতি চিনিতে বিন্দুমাত্র যেন ভুল না হয়। প্রেমই তোমাকে পথ চিনাইয়া দিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২)

হরিওঁ যোরহাট

২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

কাল গোলাঘাট হইতে আসিয়াই যথাসাধ্য অগৌণে দেখিতে গিয়াছিলাম রাধানাথ বাবুকে। বয়স নব্বই হইয়াছে। প্রতিক্ষণ আমার প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন। কেবল বলিতেছেন,—স্বামীজী কখন আসিবেন।

রাধানাথ ফুকন একটা স্মরণীয় নাম। কলিযুগের এক ঋষি। পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থসমূহ রচনা করিয়া দান করিয়াছেন বিশ্ববিদ্যালয়কে। এই সেই দিনও গ্রন্থ লিখিয়াছেন—The Theory of Rebirth. বহিখানা তোমাকে পাঠাইয়া দিব। জেলা-জজ ছিলেন। আজন্ম

তত্ত্বচিন্তাপরায়ণ এই মহৎ লোকটীকে জীবন্মুক্ত পুরুষ বলিয়া মনে হয়।

এই চরিত্রের মানুষগুলি দেশে দুর্ল্লভ হইয়া পড়িতেছেন। সমগ্র দেশে আমরা কি পুনরায় কপিল, কণাদ, পতঞ্জলির আবির্ভাব সম্ভব করিতে পারিব না মা? রাধানাথ বাবুদের দেখিলে জবাবটী হয় ইতিবাচক।

ভারতবর্ষকে জাগাইতে হইবে, চির-মুমূর্ষা হইতে রক্ষা করিতে হইবে, আত্মহত্যাপ্রবণতা হইতে বাঁচাইতে হইবে, নিজ গৌরবে, স্বমহিমায়, স্বগরিমায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। রাধানাথ বাবুদের মতন ব্যক্তিদের দেখিলে সেই সঙ্কল্প মনে প্রবলতর হয়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩)

হরিওঁ

মরিয়ানি

২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

প্রেমই সকল অভ্যুদয়ের মূল। তোমার যদি স্বামীর প্রতি প্রেম থাকে, নিশ্চিত তুমি ক্ষুদ্র সুখের উপরে স্থান দিবে স্বামীর

স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘ জীবনকে। সকল সধবাই স্বামীর দীর্ঘায়ু কামনা করিয়া শঙ্খ-সিন্দুর পরে কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যের চর্চ্চা করিয়া তাহার দীর্ঘায়ু বৃদ্ধির চেষ্টা প্রেমিকা পত্নীই করিতে পারে।

এ সকল ত' প্রকাশ্য ভাবে প্রচার করিবার বিষয় নহে। এগুলি নিজ নিজ অন্তরে উপলব্ধি করিবার ব্যাপার। স্বামীর প্রতি প্রীতিশীলা হও, দেখিবে, ঝগড়া-কলহের সম্ভাবনা কমিয়া যাইবে। যে স্বামি-পত্নীর মধ্যে ঘন ঘন ঝগড়া-কলহ, সেই স্বামি-পত্নীর মধ্যে অব্রহ্মচর্য্যও বেশী। অর্থাৎ মনের অমিলটার ক্ষতিপূরণ দেহের মিলন দ্বারা করিবার একটা অপ্রকাশ্য প্রবৃত্তি মনের আপোষ-মূলক মনোভাবের সঙ্গে সঙ্গে থাকে। এই জন্য প্রেমময় স্বামী ও প্রেমময়ী পত্নীর মধ্যেই কামুকতার ঊর্দ্ধ জগতে বিচরণ করিবার ক্ষমতা অধিক হইয়া থাকে।

চারিদিকে অন্যান্য নরনারীরা কি করিতেছে বা ভাবিতেছে, সেই বিষয়ে বেশী প্রখর-দৃষ্টি হইও না। সাধারণ লোকে চিরকাল সাধারণ কথাই বলিয়াছে। তোমরা অসাধারণ হও এবং অসাধারণ কথার চিন্তা কর, অসাধারণ সাফল্যকে অর্জ্জন কর। লক্ষ্য রাখ জাতির ও জগতের ভবিষ্যতের দিকে। নিজেদের বর্ত্তমানকে ভবিষ্যৎ গড়িবার কাজে নিয়োজিত কর।

চরিত্রের দৃঢ়তা আর চরিত্রের পরুষতা এক কথা নহে। দুর্ব্বলতার নিকটে নত না হইবার জিদের নাম দৃঢ়তা। এই জিদের সঙ্গে প্রেমের অবস্থান অসম্ভব নহে। প্রেমিক হইয়াও দৃঢ় হওয়া

যায়। যে নিজে দৃঢ়, সে অপরকে দৃঢ় করিতে পারে। সমগ্র বিশ্বের প্রতি তাকাইয়া তোমাদের ক্ষুদ্র-পরিসর ব্যক্তিগত জীবন পরিচালনা কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪)

হরিওঁ

লিডু

৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

ভ্রমণে ক্লেশও আছে, আনন্দও আছে। যাহাদের দেখিতে ভালবাসি, তাহাদিগকে দেখিতে পাইতেছি, ইহা এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ। কিন্তু ইহাদের মধ্যে হৈ-চৈ করিবার প্রবৃত্তিই প্রবল রহিল, শৃঙ্খলা আসিল না। একমুখতা, একলক্ষ্যতা, একতানতা আসিল না, প্রতিজন প্রতিজন হইতে আলাদা থাকিয়া থাকিয়া নিজ নিজ ব্যক্তিগত মুদ্রাদোষগুলিরই চর্চ্চা করিতে থাকিল, একের সংস্পর্শে অপরের দোষ-ত্রুটি-দুর্ব্বলতা দূরীভূত হইল না, একের নৈতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক লাভের অংশ-ভাক্ প্রতিটি জনে হইতে পারিল না,—এই দৃশ্য বড়ই মনঃপীড়াদায়ক। তোমরা আমাকে

কত স্থানেই ত' যাইতে লিখিতেছ, কিন্তু এই কথাগুলি বিবেচনা করিতেছ কি?

আমি হঠাৎ মরিয়া গেলে তোমরা উচ্চরবে আমার গুণগুলি কীর্ত্তন করিয়া, কোনও কোনও স্থলে বা অতিরঞ্জন করিয়া শোক ভুলিবার চেষ্টা করিবে। কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে একপ্রাণতা আর একলক্ষ্যতার সৃষ্টি হইল না, এই ত্রুটিটি রহিয়াই যাইবে এবং সেই ত্রুটি চিরকাল তারস্বরে আমাকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিবে, —"তোমার আগমন মিথ্যা হইয়া গিয়াছে, ক্ষণিক হুজুগ ছাড়া আর কিছুই তুমি জগৎকে দিয়া যাইতে পার নাই।"

কথাগুলি চিন্তা করিয়া দেখিবে?

পিতার মৃত্যুতে পুত্রেরা কাঁদে। কিন্তু কয়দিন কাঁদে? দুদিনের গুণপ্রশংসা মিটিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে পিতৃপরিত্যক্ত ঋণভার স্কন্ধদেশে নিদারুণ পীড়া উৎপাদন করে। তখন পুত্রকন্যা আমৃত্যু পিতাকে অভিসম্পাত করে।

সময় থাকিতে তোমরা সাবধান হও। কেবল হুজুগ করিয়া কাল নষ্ট করিও না। কাল মানে সুযোগ, কাল মানে পরমায়ু।

মরিয়ানিতে লোকের ভিড়ে আহত চরণে পুনরাহত হইলাম। আজও পায়ে কনকনানি চলিয়াছে। কলিকাতা পৌছিবার আগে এক্স্-রে করিবার অবসর পাইব না।

স্বল্প সময়ে অধিক কাজ করা যায়, যদি শৃঙ্খলা থাকে। দীর্ঘকাল

ব্যাপিয়া কঠোর শ্রম করা যায়, যদি প্রেম থাকে। শৃঙ্খলা আর প্রেম এই দুইটী জিনিষই বড় প্রয়োজনীয়। প্রেম থাকিলে আস্তে আস্তে শৃঙ্খলা করা সম্ভব হয়। শৃঙ্খলা থাকিলে প্রেমানুশীলনের পথ সুগমতর হয়। দুইটীর একটীও যেখানে নাই, সেখানে মৃত্যুপুরীর নির্ম্মমতার সহিত শ্মশান-চারী প্রেতের তাণ্ডব চলে।

তোমাদের কাহাকেও বেশী ভালবাসি, কাহাকেও কম, এ সব তোমাদের মনের অলীক কল্পনা। আমি কাজ ভালবাসি। কাজে যাহাদিগকে পাই, তাহাদের প্রতি স্নেহের বিকাশ অধিক হয়। ইহা স্বাভাবিক। নতুবা ভালবাসা সর্ব্বত্র সমান। যাহারা কোনও কাজেই আসিল না, দূর হইতে উপহাস করিল বা টীকা-টিপ্পনী মাত্র করিয়াই সব করিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া মনে করিল, তাহাদের ঘরে ঘরে গিয়া "তোমাকে ভালবাসি" কথাটী উচ্চারণ করিয়া করিয়া শুনাইবার আমার অবসর কোথায়?

পত্রখানা লিখিতে সুরু করিয়াছিলাম লিডুতে, শেষ করিতেছি অদ্য ৩১শে জ্যৈষ্ঠ ডিগবয়ে। এখানে অদ্য অপরাহ্ণে অখণ্ড প্রতিনিধি সম্মেলন চলিতেছে। আমি প্রত্যেককে বলিয়া আসিলাম আত্মশ্রদ্ধী হইতে। তোমাদের আত্মশ্রদ্ধার অভাব-হেতু তোমরা অনেক অমূলক কথা ভাবিয়া থাক অথচ প্রকৃত কাজ হইতে থাক দূরে। প্রত্যেকে নিজ নিজ যোগ্যতার অনুসন্ধান কর এবং তাহার প্রত্যেকটী কণাকে কাজে লাগাও।

ভগবানের নাম প্রেম সহকারে করিও। তাহা হইলে জীবন

প্রেমময় হইয়া যাইবে, যাহার ফলে কর্ত্তব্য কর্ম্মও মধুময় মনে হইবে। করণীয় কাজকে চিরতার মতন তিক্ত বলিয়া জ্ঞান করিলে কাজে প্রেম আসে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫)

হরিওঁ

তিনসুকিয়া

১লা আষাঢ়, ১৩৭১

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

আজ আরণ্যষষ্ঠীর দিন। বাঙ্গালীর কাছে আজ সর্ব্বজনীন শিশু-উৎসবের শাস্ত্রীয় দিন। মায়েরা পুত্রকন্যাদের প্রত্যেককে আজ ধান্যদূর্ব্বাগুচ্ছ লইয়া ভিজা পাখার বাতাস দিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছেন,—"ষাট, ষাট, আপদ-বিপদ দূর হোক, আধি-ব্যাধির নাশ হোক, সুদীর্ঘ পরমায়ু হোক্, মানুষের মত মানুষ হও।" আমার মা আমাকে এ ভাবে আশীর্ব্বাদ করিতেন। আজ এখানেও অনেক মায়েরা ভিজা পাখার বাতাস দিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ শীতল করিতেছেন, দুর্ব্বাগুচ্ছ পরিকীর্ণ পুষ্প স্তবকে আমাকে আপ্যায়িত করিতেছেন, অভিনন্দিত করিতেছেন, আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। তাই তোমাকেও আমি তারযোগে আশীর্ব্বাদ পাঠাইলাম, —"blessing for a long, sturdy, strong, glorious

and tremendously successful life" অর্থাৎ আশীর্ব্বাদ করি, অভাবনীয় সফলতায় পূর্ণ গৌরবান্বিত শৌর্য্যশালী দুর্দ্ধর্ষ সুদীর্ঘ জীবন তোমার লাভ হউক।

আশীর্ব্বাদ আরও কয়েক স্থানে পাঠাইয়াছি। যে সাধন করিবে, সে সিদ্ধ হইবে, তাহার জীবনে আশীর্ব্বাদ ফলিয়া উঠিবে, সার্থক হইবে। প্রাণঢালা আশীর্ব্বাদ পাওয়া খুব বড় কথা কিন্তু সেই আশীর্ব্বাদকে সত্য করিবার জন্য তপস্যায় ব্রতী হওয়া তার চেয়ে আরও বড় কথা। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬)

হরিওঁ

হাইলাকান্দি

৯ই আষাঢ়, ১৩৭১

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

এই কয় দিন ঝড়ের বেগে স্থান হইতে স্থানান্তরে ছুটিয়াছি। সাধ্য ছিল না লেখনী ধরি। হাইলাকান্দির প্রগ্রাম আগন্তুক ও সহসা আবির্ভূত। ততোধিক আকস্মিক শনবিলের প্রগ্রাম। এখনি প্রাতে ৬ টায় শনবিল রওনা হইব। সেখানকার কাজ সারিয়া

পুনঃ হাইলাকান্দি দুই তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করিব অর্থাৎ কাজ করিব। তারপরেই দুমুঠা অন্ন নাকে মুখে গুঁজিয়া সন্ধ্যার মধ্যে ছুটিব করিমগঞ্জ।

এখানেও অন্যান্য স্থানের ন্যায় লোকেরা বক্তৃতা দানের জন্য ধরিয়াছেন। বক্তৃতা শুনিতে লোকে ভালবাসে। কিন্তু শুনিতে শুনিতে শুনিবার এক কদভ্যাস আসিয়া যায়। কেবল শোনে, কাজ করে না। বক্তৃতা সেখানে নিষ্ফলা হয়। আমিও বিধানসভার বা লোকসভার নির্ব্বাচনীয় অভিযান চালাইতেছি না যে, স্থানে অস্থানে কেবল ভাষণ দিয়াই চলিব। সংযত-বাক্ পুরুষের কর্ম্মে নিষ্ঠা বাড়ে। সংযত-বাক্ শ্রোতারও নির্দ্দেশ-পালনের যোগ্যতা বাড়ে। শ্রবণেও সংযম প্রয়োজন। কেবল শোনা আর শোনা, ইহাও এক বিষম ব্যসন। শুনিতেই ভাল লাগে, করিতে প্রাণ চাহে না। যত পার, কেবল বক্তৃতা শোন, কাজ করিও না। শ্রীকৃষ্ণানন্দ হইতে সুরু করিয়া স্বরূপানন্দ পর্য্যন্ত হাজার জনে বাংলার বক্তৃতামঞ্চে বজ্রকণ্ঠে বক্তৃতা দিয়াছেন, আর প্রত্যেকের বক্তৃতা তোমরা শুনিয়াছ, ইহাই একটা গৌরব করিবার মতন বড় কথা হইল না। পণ্ডিতা রমাবাঈ হইতে সুরু করিয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা পর্য্যন্ত শতাধিক বাগ্মিনী মধুশ্রাবিণী বক্তৃতা দিয়াছেন, ইহাদের একজনের বক্তৃতাও শুনিতে তোমার বাকী নাই। ইহাই একটা মস্তবড় কথা হইয়া গেল না। প্রায় সকলেই তোমাদের প্রতিজনের প্রয়োজনীয় কথাগুলি বলিয়াছেন, অনেকেই দলগত

স্বার্থবুদ্ধি, ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা-চেষ্টা, পরোক্ষ কোনও অভিসন্ধি বর্জ্জন করিয়াই অকপট চিত্তে দল-মতের উর্দ্ধে থাকিয়া কথা বলিয়াছেন। কয়জনের কথা জীবনের কর্ম্মে আসিয়াছে ইহাই প্রশ্ন।

এজন্যই বক্তৃতা দানে রুচি বোধ করি না। কলহ করার মতন প্রিয় ব্যসন বাঙ্গালীর ছেলেমেয়েদের বুঝি আর কিছু নাই। এই এক দোষে জন্মভূমি হইতে বিতাড়িত হইল। এই এক দোষে দেশে দেশে লাঞ্ছিত হইতেছে। তবু লজ্জা নাই, ঘৃণা নাই, ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ভয় নাই। বাঙ্গালীর ঘরে বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ আর সুভাষচন্দ্র জন্মিয়াছেন, এই কথাটুকু কাগজে লিখিয়া কবচ করিয়া গলায় বাঁধিয়া রাখিলেই এই জাতির উদ্ধার হইয়া যাইবে না। পশ্চিমাদের নাগরা জুতার গোড়ালির নীচে হয়ত অনেক কাল ধরিয়া ইহাদের নিষ্পেষিত হইতে হইবে। অপরাধ আত্মকলহ।

অগঠিত মানবেরা জনসেবা করিতে পারে না, করিতে চাহিলেও তাহা দ্রুত কলুষ-কালিমায় লিপ্ত হইয়া যায়।

শোনবিল যাইবার প্রাক্কালে পত্রখানা ধরিয়াছিলাম। আশা করি, করিমগঞ্জ পৌঁছিয়া পত্রখানা শেষ করিতে পারিব।

করিমগঞ্জ

১০ই আষাঢ়, ১৩৭১

শোনবিল (কালীবাড়ী বাজার) স্বল্প সময়ের খবরে

গিয়াছিলাম। কিন্তু অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ঘটিল। বেলা ১ টায় শোনবিল হইতে হাইলাকান্দি রওনা হই। সন্ধ্যা ৬ টায় হাইলাকান্দি হইতে করিমগঞ্জ। লোকের ভিড়ে নিঃশ্বাস ফেলিতে কষ্ট হইতেছিল। এজন্য পত্র লিখিবার অবসর পাই নাই। আজ এখানেও অনেক কাজ। তবু ফাঁকে ফাঁকে পত্রখানা শেষ করিবই।

শিক্ষা এবং সংস্কার দুইটা আলাদা জিনিষ। শিক্ষা পরিমার্জ্জন করে, কিন্তু সংস্কার সহজে অপনীত হয় না। এই জন্য সৎ-সংস্কার-সম্পন্ন লোকদের দিয়াই সৎপ্রতিষ্ঠান পরিচালনের চেষ্টা প্রয়োজন। সৎ-সংস্কার থাকিলে শিক্ষার অভাবে দারুণ ক্ষতি কিছু হয় না। সৎ-সংস্কারও নাই, যোগ্য শিক্ষাও নাই, ইহা এক মারাত্মক অবস্থা। সৎ-সংস্কারের অভাবেই মানুষগুলি তুচ্ছ তুচ্ছ বিষয় নিয়া কলহ করে। সমগ্র জাতি যদি এভাবে অসৎসংস্কারাচ্ছন্ন হয়, তবে তাহার আর ভবিষ্যৎ কি? নিশ্চিহ্ন হইবার পথে নামিয়াও কাহারও চিন্তা নাই। ইহা ধিক্কার-যোগ্য।

হাঁ, একথা সত্য যে, বড়ই bad material (নিকৃষ্ট উপকরণ) দিয়া কাজ করিতে হইতেছে। ১৯০৫ এর বাঙ্গালী নাই, যে যুগে জীবন-মৃত্যু আদর্শবান ব্যক্তির পায়ের ভৃত্য ছিল। ১৯১৪র বাঙ্গালী নাই, যে যুগে বাঙ্গালীর স্বদেশহিতৈষণা ভারতের সমুদ্রতীরগুলিকে উল্লঙ্ঘন করিয়া নানা পররাষ্ট্রের সহিত মৈত্রী-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। আজ যেখানে যাও, সেখানে দেখিবে, ছোট চোরের পুত্র বড় চোর, ছোট ডাকাতের পুত্র বড় ডাকাত,

ছোট প্রবঞ্চকের পুত্র বড় প্রবঞ্চক, ছোট গাঁটকাটার পুত্র বড় গাঁটকাটা, ছোট কাপুরুষের পুত্র বড় কাপুরুষ। নিকৃষ্ট বৃত্তির এখন বংশানুক্রমিক চর্চ্চা চলিতেছে, যাহাতে তস্কর আর গ্রন্থিচ্ছেদকের আজ সামাজিক সম্মান সর্ব্বজনসমর্থিত, এমন যুগে হীনচেতা ব্যক্তিদের হীনতরবুদ্ধি সন্তানদের নিয়াই ত' স্বদেশসেবা আর বিশ্বসেবা করিতে হইবে। ইহাদের উৎপাত সহ্য না করিয়া এখন উপায় কি?

ভবিষ্যৎকে আমি অন্ধকারময় দেখিতেছি না। তবে দারুণ আত্মোৎসর্গের প্রয়োজন। খড়ের কুটা দিয়াই শাল গাছের প্রয়োজন মিটাইতে হইবে, ক্ষীণ দুর্ব্বল নীচবুদ্ধি অপকৃষ্ট ব্যক্তিগুলি দ্বারাই সুমহৎ কল্যাণ সাধিত হইবে। তাহার উপায় আবিষ্কার আজ বড় কথা, হা-হুতাশ করা বড় কথা নহে। সর্ব্বত্র অহঙ্কারের রাজত্ব চলিয়াছে। যে কিছু জানে না, সে তার অজ্ঞানতার গর্ব্ব করিয়া বাহাদুরী দেখাইতেছে, যে কিছু করে না, সে তাহার অকর্ম্মন্যতার জয়ধ্বজা উড়াইয়া লোকমান আকর্ষণ করিতে চাহে। অহঙ্কারের চর্চ্চা এত অধিক বাড়িয়াছে যে, সমবেত উপাসনাকালে পর্য্যন্ত তাহার কমতি দেখি না। কে কার কণ্ঠকে ছাপাইয়া ভুল সুর আর ভুল শব্দ আওড়াইবে, ইহা নিয়াও সর্ব্বত্র প্রতিযোগিতা। যাহারা সারা বৎসর কোনও কাজ করে না, আমাকে রেলষ্টেশনে সকলকে ঠেলিয়া ঠুলিয়া ফুলের মালা পরাইবার জন্য তাহারাই সকলের আগে আগাইয়া আসে। যাহাদের কোনও সেবা নাই, তাহারাই

সেবকের যশটা বেশী করিয়া পাইতে চাহে। প্রায় দুইটা মাস ত' ঘুরিলাম, দুই একটী স্থান ছাড়া সর্ব্বত্র এই একই ব্যাপার দেখিয়াছি। কাজে ফাঁকি-দেনেওয়ালাদের চোপার জোর বেশী।

এই সব জানিয়া শুনিয়াও কুপাত্র অপাত্র দিয়া করিবার মত কাজ করাইয়া লইতে হইবে। যে অভাজন, তাহা দ্বারা অনিষ্ট ছাড়া হয়ত আর কিছু হইবে না। কিন্তু আমি হাল ছাড়িবই বা কেন, ক্ষমাই বা বর্জ্জন করিব কেন? কাজকে আমি অশুদ্ধ হইতে দিব না, ইহাই আসল পণ। মানুষ যদি অশুদ্ধ হয়, আপনি তাহাকে সরিয়া যাইতে হইবে। মার্কামারা চোরকে আমি আশ্রয় দিতে কুণ্ঠা করি নাই, কপটী ষড়যন্ত্রপরায়ণকেও নহে।

যুবক-সমাজের আজ মেরুদণ্ড নাই। দুশ্চরিত্র ব্যক্তিরা দেশের নেতৃত্ব করিয়া যুবকদিগকে দীর্ঘকালের জন্য আদর্শভ্রষ্ট করিয়াছে। সৎ ছেলে পাওয়া আজ এক অতীব দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু সৎ কাজ আমাদের চালাইয়া যাইতেই হইবে। ক্ষমা এবং শাসন, উদারতা এবং সংশোধন—দুই রকমেই কাজ করিতে হইবে। একবার না হয়, ষোলবার স্বর্ণ-শোধন করিব, মকরধ্বজ বানাইব তাহার পরে। ধৈর্য্যে আমি অটল, কারণ ঈশ্বরে এবং ঈশ্বরদত্ত কর্ত্তব্যে আমি অটল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৭)

হরিওঁ শিবনগর, আগরতলা
১৩ই আষাঢ়, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আগরতলা আসিয়া পত্র পাইলাম যে সিমেণ্টের জন্য প্রদত্ত টাকায় সিমেণ্টই কিনিয়াছ। যে-কাজের টাকা, সে-কাজেই তাহাকে ব্যয় করার অভ্যাস ভাল। ইহাতে কর্ম্মে নিষ্ঠা বাড়ে এবং গোঁজামিলের অভ্যাস নষ্ট হয়। টাকার অপব্যয় না হয় এবং বস্তুর অপচয় না হয়, তাহার দিকে প্রখর লক্ষ্য রাখিবে। এই বিষয়ে লক্ষ্য না রাখা কেবল অযোগ্যতাই নহে, অপরাধও বটে।

সহকর্ম্মীদের মধ্যে পারস্পরিক অসম্প্রীতি বিদূরিত করা নেতৃ-স্থানীয়দের কর্ত্তব্য। এক কর্ম্মীর বিরুদ্ধে অপর কর্ম্মীর মনোভাবকে তিক্ত হইবার প্রশ্রয় দান নেতার পক্ষে দারুণ অপরাধ। একটা প্রতিষ্ঠান দশটা বিভিন্ন বংশের বিভিন্ন পরিবেশে পালিত বিভিন্ন-মনোবৃত্তি-সম্পন্ন লোকদের দ্বারা চালাইতে হয়। কাশ্যপমুনির বংশবাহকেরা সংখ্যায় অগণিত হইলেও কাশ্যপমুনির আশ্রমের সকল অন্তেবাসী একমাত্র কাশ্যপগোত্রীয়ই ছিল না। এমত অবস্থায় নেতার কর্ত্তব্য হইতেছে, বিভিন্ন জনের মধ্যে যেখানে যেখানে অমিল ঘটিবার সম্ভাবনা, সেখানে সেখানে নিজ কোমল হস্তাবলেপনে বিক্ষোভের কারণগুলিকে অপসারিত করা।

যদি তোমার চেষ্টা সত্ত্বেও এই অবাঞ্ছনীয় অমিলের কারণ দূরীভূত না হইয়া থাকে, তবে তোমার কোন্ ত্রুটিতে তাহা দূর হইল না, তাহার অনুসন্ধান কর। তুমি কি সহকর্ম্মীদের প্রতি নিজের উদার সহানুভূতি তাহাদের অনুভব-গম্য করিতে পারিয়াছ? তাহারা কি তোমার প্রেমবিগলিত হৃদয়ের স্পর্শ পায়? তাহারা কি তোমার চরিত্রে অনুকরণীয় মহদ্গুণাবলি রহিয়াছে বলিয়া আন্তরিক শ্রদ্ধায় স্বভাবত তোমার প্রতি অনুরক্ত? ইহা যদি না হইয়া থাকে, তবে তাহারা আশ্রমটাকে নিজের গৃহ বলিয়া মনে করিবে কি করিয়া?

নূতন সহকর্ম্মী কোনও স্থান হইতে আসিলে তাহার প্রতি প্রতিদ্বন্দ্বিতার দৃষ্টিতে তাকানো গুরুতর দোষ। পৃথিবীর সকল বিভাগের কাজ একটী মাত্র লোকে দেখিতে পারিবে, এমন যোগ্যতা কোথাও দেখা যায় না। যোগ্যতা থাকিলেও অবসরের অভাবে এক ব্যক্তির দশ দিকের কাজ দেখিবার ভার দশ জনের উপরে গিয়া ন্যস্ত হয়। এইরূপ অবস্থায় কোনও সহকর্ম্মী আসিয়া গেলে তাহাকে প্রতিযোদ্ধার বিষদৃষ্টিতে দেখিতে যাওয়া অপরাধ। কেননা, ইহা দ্বারা অকারণ তিক্ততার সৃষ্টি হয় এবং একজনের সদুদ্দেশ্যমূলক কার্য্যকেও দুরভিসন্ধিপ্রসূত বলিয়া ব্যাখ্যা করিবার রুচি আসে। নিজের ভিতরে এমন কোনও ত্রুটি, এমন কোনও অসম্পূর্ণতা, এমন কোনও অযোগ্যতা যেন না থাকে, যাহার দরুণ নূতন সহকর্ম্মীকে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া তুমি ভাবিতে বসিবে। অন্য কর্ম্মীরা কাজ করিতে আসিলে তুমি তাহাদিগকে

সহযোগ দিয়া আপন না করিয়া প্রতিযোগ বা প্রতিদ্বন্দ্ব দিয়া কেন বিরূপ, বিদ্বিষ্ট বা বিরক্ত করিবে? একা তুমি নিজ ক্ষমতায় কি জগদুদ্ধার করিয়া দিতে সমর্থ? এত ক্ষমতা তোমার আছে কি? জগতে সবাই দশজনের সহিত মিলিয়া, দশজনের শক্তি একত্র সংহত করিয়া, একের বোঝাকে দশের লাঠিতে পরিণত করিয়া অবহেলে বড় বড় কাজ করিয়া যাইতেছে। আর তুমিই দশের সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া একাকী দশের কাজ সমাধা করিয়া দিবে? এইরূপ আশা দুরাশা মাত্র। হাজার লোককে সঙ্গে লইয়া কাজ করিতে যাহারা পারিবে না, বড় কাজ তাহাদের ভাগ্যে নাই।

তোমাদের ভিতরে যেখানে যে অসম্পূর্ণতা বা মনোব্যাধি আছে তাহার একমাত্র মহৌষধ প্রেম। তাহার শরণ লও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৮)

হরিওঁ

শিবনগর, আগরতলা

১৩ই আষাঢ়, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সংসারের জ্বালায় জ্বলিয়া মরিতেছ। জ্বালা কি আশ্রমগুলিতে কম? একটা সংসারে পাঁচটী অজানা দেশ হইতে পাঁচটী মেয়ে আসে, তারপরে তুমুল কোলাহল জমিয়া যায়। আশ্রমগুলিতেও তদ্রূপ নানা দেশ হইতে নানা সংস্কার নিয়া নানারূপ ছেলেরা আসে। প্রথমত কয়েকদিন করে গলাগলি, তারপরে লাগাইয়া দেয় দলাদলি, গালাগালি। বড় বড় মঠ আর ছোট ছোট আখড়া, সর্ব্বত্র লীলাময়ের এই লীলা চলিয়াছে। দশজনকে নিয়া যেখানে ব্যাপার, সেখানে সহ্য-শক্তি ছাড়া আর কাহার ভরসা করিবে?

অমুক মেয়েটী নববধূ হইয়া ঘরে ঢুকিল বলিয়াই দোকানের বিক্রী মন্দা হইল, টাকার আমদানী হ্রাস পাইল, কাজ-কারবারের ব্যাপকতা কমিল,—এই সব কথা নিতান্ত বাজে কথা, অলীক কল্পনা, নিতান্তই কুসংস্কারের প্রতিক্রিয়া। ব্যবসায় ভাল বা মন্দ চলে ব্যবসায় চালাইবার দক্ষতা-প্রয়োগের তারতম্যে। ব্যবসায় ভাল বা মন্দ চলে সমগ্র বাজারের অবস্থা এবং মানুষের চাহিদার তারতম্য অনুসারে। চাহিদা থাকা সত্ত্বেও লোকের অর্থ নাই। এমতাবস্থায় বিক্রী কমে, আয় হ্রাস পায়। নববধূদিগকে হেলা করিবার রীতি প্রায় প্রতি সংসারে আছে, তাহারই ফলে একটা একটা করিয়া একান্নবর্ত্তী পরিবার ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। একথা কেহ বুঝিতেছে না। আর্থিক দুর্দ্দশা বাঙ্গালীর একান্নবর্ত্তী পরিবারকে তেমন করিয়া আহত করিতে পারে নাই, যেমন করিয়াছে নববধূদের প্রতি অবিচার।

তোমার স্ত্রীর প্রতি আরোপিত কলঙ্কগুলিকে তুমি বিশ্বাস করিও না। ঐ সকল কথায় কর্ণপাতও করিও না। বিবাহ একটা এমন পবিত্র অনুষ্ঠান, যাহা দ্বারা সকল কলঙ্ক মুছিয়া যায়। কন্যার পক্ষে ত' গোত্রান্তর হইয়া যায়। কন্যাদের পক্ষে বিবাহ একটী অতি অসাধারণ ব্যাপার। ইহার দ্বারা তাহাদের স্বভাব, প্রকৃতি, রুচি, বুদ্ধি, রাগ-বিরাগ ও আচরণের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া যায়। এই জন্যই জীবনের বিবর্ত্তনমুখে অধিকাংশ স্ত্রীলোকের পক্ষে বিবাহ একটা অত্যাবশ্যক সংস্কার। এই কারণেই দুই একজন ছাড়া জগতের সকল নারীর পক্ষেই বিবাহ আবশ্যক ও বিশোধক। বিবাহ দ্বারা যাহাকে পাইয়াছ, তাহাকে অবিশ্বাস কেন করিবে? তাহাকে বিশ্বাস করিয়া তোমার শক্তিবর্দ্ধিনী মহাশক্তিতে পরিণত কর। তাহাকে অবিশ্বাস করিয়া নিজের শক্তির উৎসটীর মুখ বন্ধ করিয়া দিও না।

নারীকে অনেক নিন্দা করা হইয়াছে। সাধু, গুরু, শাস্ত্র প্রভৃতি কেহই নারী-নিন্দায় কম উৎসাহ দেখান নাই। আবার ইঁহারাই নারীর অশেষ প্রশংসাও করিয়াছেন। নারী মহাশক্তি-স্বরূপিণী, নারী নিখিল বিশ্বের প্রসবিত্রী, ধাত্রী ও প্রতিপালয়িত্রী। নারী সম্পদের ঝর্ণা, প্রতিষ্ঠার উৎস, মহিমার প্রতিমা। তাহাকে অবজ্ঞা করা আর নিজের সৌভাগ্যকে অবহেলা করা এক কথা। নারীকে অবজ্ঞা করা পাপ। সেই পাপে তুমি লিপ্ত হইও না।

দুঃখের বিষয়, নারীই নারীর প্রধান শত্রু, কুৎসা-সুখী পুরুষেরা

অনেক নারী সম্পর্কে নিন্দাচর্চ্চা করিয়া থাকে সত্য কিন্তু প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীরাই নারীদের বিরুদ্ধে কুচর্চ্চার প্ররোচিকা। জটিলা-কুটিলার স্বভাববিশিষ্টা সতীসাধ্বী নারীরা অপরনারীর কুৎসা-প্রচারে অনেক সময়ে কুলটার অধম আচরণ করিয়া থাকে। নারী যদি নারীর সম্পর্কে উদার ও সহিষ্ণু হইত, নারী যদি নারীর সম্পর্কে সর্ব্বথা সত্যশীল হইত, নারী যদি অপর নারীর ব্যাপারে অন্যায় হস্তক্ষেপে বিরত হইত, সম্ভবতঃ সমগ্র সমাজের জীবনে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হইত, যাহাতে নানা দেশীয় নানা সমাজের সহস্র সহস্র নরনারীকে দীক্ষার প্রতাপে এই সমাজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া এক নবজাগ্রত মহামানবতার নিদর্শন সৃষ্টি করা যাইত। নারী সহায়িকা হইলে জগতে কি না করা যায়?

সমাজ ছুৎমার্গে আচ্ছন্ন, ইহার মধ্যে নারীর দায়িত্ব কম নহে। জাতিবিচার না করিয়া প্রত্যেক সন্তানবতী নারী যদি যে-কোনও বংশের একটী করিয়া মাতৃপিতৃহীন শিশুকে স্তন্যদুগ্ধ দিয়া বাঁচাইত, নিজের সন্তান বলিয়া পালন করিত, তাহা হইলে দশ বিশ বৎসরে সমাজের একটা অবাবনীয় রূপান্তর ঘটিয়া যাইত। নারী সদয়া হইলে স্নেহের বলে কি না সম্ভব করিতে পারে?

তুমি তোমার পত্নী সম্পর্কে মনে কোনও হেয় ভাব পোষণ করিও না। তাহাকে তোমার সর্ব্ব-সামর্থ্যের উৎসরূপে গড়িয়া লও। সকল দ্বিধা, সংশয়, দুর্ব্বলতা ও হীনমন্যতা মন হইতে দূর করিয়া দাও। মনে প্রাণে দুইজনে এক হইয়া যাও এবং আমার

প্রাণঢালা আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া জীবনের মহত্তম কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৯)

হরিওঁ

শিবনগর, আগরতলা

১৩ই আষাঢ়, ১৩৭১

কল্যাণীয়েসু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

দুঃখ-দুর্দ্দৈন্য-দুর্দ্দশার মধ্য দিয়াই আমাদের জয়রথ চালাইতে হইবে চক্র-ঘর্ঘরে নীরব বনস্থলী কাঁপাইয়া। সবল সরল মেরুদণ্ডে আমরা পথ চলিব। পিছন তাকাইব না, গতি থামাইব না। লক্ষ্য আমাদের যেমন মহৎ, চেষ্টাও হইবে তেমন অফুরন্ত। দুর্ব্বলের অধীর ক্রন্দন আমাদের সাজে না। অবোধের মূঢ় স্তব্ধতা আমাদের জন্য নহে।

দিন গণ আর ক্ষণ গণ, আর গণ তোমার বুকের পাঁজর। একটী একটী করিয়া পাঁজর নিজের হাতে দগ্ধ কর। শরীরের প্রতিটি গ্রন্থি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া উৎসর্গ করিতে হইবে জগজনকল্যাণ-কাজে। নিজের সুখের জন্য নহে, সর্ব্বজনের সুখের জন্যই তোমার জীবন। তুমি আমি ভগবানের চরণে জন্মের পূর্ব্ব হইতেই

উৎসর্গীকৃত। নিজের সুখের জন্য আমাদের কিছুই করণীয় নাই। ভগবানের কাজের জন্য শরীর ধরিয়া রাখা, এ কর্ত্তব্য ব্যক্তিগত নহে, ঈশ্বরীয়।

বিঘ্ন-বিপত্তি দেখিয়া ভয় পাইও না। প্রথম কারণ, বিঘ্ন-বিপত্তি চিরকাল থাকিবে না। দ্বিতীয় কারণ, বিঘ্ন-বিপত্তি তোমাকে সবলতর করিবার জন্যই আসে। সর্ব্বশেষ কথা, বিশ্ববিধাতার নানা বিভূতির মধ্যে বিঘ্ন-বিপত্তিও একটী বিভূতি।

আমার মেজাজ সর্ব্বদাই পঞ্চমে চড়া থাকে। আমি একাধারে বিষ্ণুর চক্র এবং কৃষ্ণের শঙ্খ। সংগ্রামের ধ্বনিতে আমি ওঙ্কার-রব করি এবং শুনি। ইষ্টনাম শুনিয়া আমি হরষিত হই, উল্লসিত হই। ভয়ভাবনা সঙ্গে সঙ্গে দূর হইয়া যায়।

জাতিটা হুজুগপ্রিয় এবং শৃঙ্খলাজ্ঞানবর্জ্জিত। এজন্য তোমাদের এক কাজ দশ বার করিতে হইতেছে। এজন্য তোমাদের এক মিনিটের কাজ দশ ঘণ্টা সময় লাগিয়া যাইতেছে। যে কাজ দু দিনে হইবার কথা, তাহার জন্য হাজার বছর পরমায়ুর প্রয়োজন হইলে চলিবে কি করিয়া? কৌশলে কণ্টকোদ্ধার করিবার রাস্তা দেখ। আর কতকাল অকারণে কালক্ষেপ করিবে?

হাজার হাজার অপদার্থের মধ্য হইতে দুই একটী সুপাত্র খুঁজিয়া বাহির কর। এই দুই একটী সুপাত্রকে একাকী দশ জনের বিশ জনের পঞ্চাশ জনের কাজ করিতে শিখাও এবং প্রেরণা দাও। হাজার ভেড়ার পালের মধ্যে একটী সিংহ ছাড়িয়া দিতে

পারিলে অল্প সময়ে ভেড়াগুলির স্বর্গারোহণ ঘটিবে। জন্মান্তর না ঘটিলে ভেড়া কখনো ঘোড়ার কাজ করিতে পারিবে না। নির্ম্মম নিষ্ঠুর হইয়া সংগঠনে লাগো। মানুষকে আর আমরা অমানুষ থাকিতে দিব না।

ঘরের জ্বালা অনেককে বাহিরে ঠেলিয়া দিতেছে। প্রাণের জ্বালা অনেককে পাগল করিয়া দিয়াছে। কিন্তু প্রেমের দায়ে যাহারা মানুষের দুঃখে কাঁদিবে, তাহারাই প্রকৃত সন্ন্যাসী। গেরুয়া না পরিয়াও যে সন্ন্যাসী হওয়া যায়, তার দৃষ্টান্ত তোমরা দেখাও। আমি সুখস্বপ্ন দেখিতেছি না, অলস শয়নেও পড়িয়া নাই। যাহা দেখিতে চাহি, তাহা দেখিতে সমর্থ হইবার জন্য তীব্র বেগে অশ্ব-চালনা করিতেছি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১০)

হরিওঁ

মধুপুর আশ্রম

১৪ই আষাঢ়, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

নিত্য নূতন অভিজ্ঞতা। কাল সন্ধ্যায় মধুপুরে আসিয়াছি। আসিয়াই নিঃস্তব্ধতার চিত্তসম্মোহনী শান্তির আস্বাদন পাইয়াছি।

শ্রান্ত দেহ মন যেন কত কালের আরাধিত তৃপ্তিটুকু পাইল। আজই বেলা ১০টার মধ্যে আবার আগরতলায় ফিরিতেছি।

ডিব্রুগড়, তিনসুকিয়া, শিলচর, করিমগঞ্জ হরিওঁ-কীর্ত্তনের মধুর রোলে ভাসিয়াছে, ডুবিয়াছে, মাতিয়াছে, নাচিয়াছে। মুগ্ধ শ্রোতা আমি শুনিয়া দেখিয়া ভাবিয়া বুঝিয়া তৃপ্ত হইয়াছি। শিলচর, করিমগঞ্জ ও আগরতলাতে কিশোরী বালিকাদের একটা চমৎকার সংঘ গড়িয়া উঠিয়াছে, যাহারা হরিওঙ্কার মধুঝঙ্কারে ধরণীর তাপ প্রশমিত করিয়া স্বর্গের করুণাধারাকে মর্ত্ত্যে টানিয়া আনিতে পারে। ইহারা যদি সাধননিষ্ঠ হয়, আদর্শপরায়ণ হয়, জীবনকে অপ-সংস্কারমুক্ত রাখিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে ইহাদের কণ্ঠের মধু সহস্র সহস্র সংসার-তাপ-দগ্ধ প্রাণকে অমৃত-রসে অভিসিঞ্চিত করিবে। চাই চরিত্র, চাই ভক্তি, চাই প্রেম, চাই পবিত্রতা। হরিনামের নিজস্ব মহিমায় সব কিছু হইতে পারে। কিন্তু যাহার কণ্ঠে এই মধুনাম উচ্চারিত হইবে, তাহার আধারটী পবিত্র হইলে যে অসাধ্য-সাধন ঘটিবে।

স্থানে স্থানে যাই, অন্তরের আনন্দ-প্রকাশের জন্য প্রিয় পুত্রকন্যাগণ হরিনাম কীর্ত্তনে লাগিয়া যায়। ইহাতে আনন্দের কেবল প্রকাশই ঘটে না, তাহারা আনন্দ পায়ও। আবার, শ্রোতাদিগকেও তাহারা আনন্দ দেয়। শেষোক্ত ক্রিয়াটুকুর সুরু হওয়া মাত্র হরিনামকীর্ত্তন প্রচারের অঙ্গীভূত হইয়া যায়। প্রচার

কাহাকে বলে? প্রসার লাভের বাঙ্ময়ী চেষ্টার নাম প্রচার। কীর্ত্তন এভাবে প্রচারের এক শক্তিশালী মাধ্যমে পরিণত হয়। প্রচারের দিকে অধিক লক্ষ্য দিতে গেলে অন্তরের ঘনীভূত আনন্দের রং ফিকা হইয়া যায়। এজন্য গভীর আধ্যাত্মিক তৃপ্তির দিকে তাকাইয়াই কীর্ত্তন করা উচিত। প্রচার প্রসার সবই ইহার ফলে যেমন হইবার, আপনা-আপনি হইবে এবং হইতে বাধ্য।

নীরব নামজপ-যজ্ঞে বসিয়া যাওয়াও এইরূপ এক অপরূপ সদুপায়। কলিকাতা অখণ্ডমণ্ডলী জন্মোৎসব-সপ্তাহে একটী দিন উদয়াস্ত নীরব নামজপ করিয়া থাকেন। ইহাতে ধর্ম্মীয় সম্প্রদায়বোধের ভেদ-চর্চ্চা নাই। যে যেখান হইতে ইচ্ছা, আসিয়া নামজপে বসিয়া যাইতে পারে। স্নান করিয়া শুচি ভাবে আসিয়া বসিলেই হইল। যাহার যাহা ইষ্টনাম, সে তাহাই জপিবে। সর্ব্বমন্ত্রের স্বীকৃতিস্বরূপ ওঙ্কার মন্ত্র বেদীর উপরে থাকে, অন্য কোনও বিগ্রহ, প্রতিমা, পট বা ছবি থাকে না। বহু বর্ষ ধরিয়া ইহা চলিয়া আসিতেছে। নানা স্থানের মণ্ডলী ইহার অনুকরণ করিয়াছেন ও করিতেছেন। জপ করিতে করিতে মন ঈশ্বরনিষ্ঠ হইলে, সেই মন দূরদূরান্তরে সচ্চিন্তার শক্তিশালী তরঙ্গসমূহ ক্ষেপণে অসাধারণ যোগ্যতা অর্জ্জন করে। ঈশ্বরাভিমুখী মনের এই যে জগৎকল্যাণময়ী স্বাভাবিকী ক্রিয়া ইহা প্রচার-প্রসারের এক উত্তম উপায়।

প্রচারের দিকে তাকাইতে হইলে এই সকল অন্তর্মুখী সদুপায়

অবলম্বন করিতে হইবে সর্ব্বাগ্রে। নগরসঙ্কীর্ত্তন এই সকল উপায় অপেক্ষা অনেক ক্ষীণতর সম্ভাবনা-সম্পন্ন। তবে, নগরকীর্ত্তনের অন্য শুভফল আছে। অন্তরঙ্গ অধিবেশনে বসিয়া অন্তরঙ্গ সাধনে ডুবিয়া যাওয়া এক চমৎকার ব্যাপার। নগরকীর্ত্তন তাহার বহিরঙ্গ আভাস।

কীর্ত্তনকেও একপ্রকারের জপযজ্ঞ বলিয়াই জানিবে। ইহা সরব জপ। তবে নীরব জপে দীক্ষাপ্রাপ্ত ইষ্টনামটীই জপনীয়, কীর্ত্তন রূপ সরব জপে দীক্ষাপ্রাপ্ত নামের স্মারকরূপে নাম কীর্ত্তনীয়। কীর্ত্তনকে উদ্দণ্ড চীৎকারে পরিণত না করিয়া প্রাণমনোদ্রাবী করিবার দিকে অধিক লক্ষ্য দেওয়া প্রয়োজন। কাঁসার শব্দটা এই জন্যই আমার কাণে বড় বেসুরা লাগে।

জীবনকে নামময় এবং নামকে জীবনময় করিয়া তোল। নামকে প্রেমময় এবং প্রেমকে নামময় করিয়া তোল। সর্ব্বজীবের কুশলকে তোমার নাম ও প্রেমের লক্ষ্য কর এবং সর্ব্বজীবকে লইয়া মধুর আনন্দরসে ডুবিয়া যাইবার আয়োজনে জীবনের প্রকৃষ্ট পুরুষকারকে প্রয়োগ কর। বাহিরের ভড়ং এবং বাহ্য আড়ম্বর কত দিক দিয়া কমান চলে, তার দিকে নজর দাও। ভিতরে জাগিয়া উঠুক দিব্য উপলব্ধি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১১)

হরিওঁ মধুপুর আশ্রম
১৪ই আষাঢ়, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

পুত্রকে ব্রহ্মচর্য্যের শিক্ষা দিবে। ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত শিক্ষা নিষ্ফলা। প্রায় সকলেই ছেলেকে স্কুলে বা কলেজে পাঠাইয়াই নিশ্চিন্ত থাকে। কিন্তু স্কুল-কলেজে যে শিক্ষাটী হয় না, তাহা পিতামাতাকে নিজেদের গরজে নিজেরাই দিতে হইবে। এই ভার অপরের উপরে রাখিলে চলিবে না।

বলিবে, পুত্রকে ব্রহ্মচর্য্যের শিক্ষা দিতে দ্বিধা আসে, কুণ্ঠা আসে। আসিলে তাহা আসিতে পারে। কুণ্ঠা বা সঙ্কোচ আসা কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নহে। কিন্তু করণীয় কর্ত্তব্যে কি তাই বলিয়া উপেক্ষা করা চলিবে? তোমরা এই বিষয়ে নিজ সন্তানকে সতর্ক করিয়া না দিলে সে ত' কোনও অমার্জ্জিত-রুচি কুসঙ্গীর নিকট হইতে এই বিষয়ে অতীব বিপরীতধর্ম্মী জ্ঞান সংগ্রহ করিতে পারে। কুসঙ্গের কুপ্রভাব হইতে তাহাকে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত রাখিবার জন্যই তোমাদের নিজেদের চেষ্টা থাকা প্রয়োজন, পুত্রকে ব্রহ্মচর্য্যবিষয়ে সচেতন করিয়া দেওয়া। নিজ মুখে যাহা বলিতে পার. না, আমার রচিত সাহিত্যের মাধ্যমে তাহা অনায়াসে

পরিবেশন করিতে পার। আমি ছাত্রজীবনের কুশল কামনা করিয়াই ঐ একটী বিষয়ে এতগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছি।

তোমার পুত্র কেবল তোমারই পুত্র নহে, সে এই দুর্ভাগা দেশের এক পরম সম্পদ। তাহাকে মানুষের মত মানুষ করিতে পারিলে তোমারও লাভ, দেশেরও লাভ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১২)

হরিওঁ মধুপুর আশ্রম
১৪ই আষাঢ়, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

মানুষের মনের ভিতরে প্রবেশ করিতে হইলে প্রেমের সহায়ে তাহা করিতে হয়। বাহ্য প্রচারের ভড়ং তাহাতে বিশেষ সহায়তা করে না। যাহার অন্তরে প্রেম নাই, তাহারই বিজ্ঞাপনের চটকের উপরে নির্ভর করিতে হয়। তোমাদের জীবন ও আচরণ সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞাপনীয় আড়ম্বর হইতে যেন মুক্ত হয়।

সৎকথার সৎশক্তি ত্রিভুবন-বিদিত। সৎ-চিন্তার প্রসারের সহায়িকারূপে তোমরা সৎকথার আশ্রয় লও। লোকের কাছে

বিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ বা অভিজ্ঞ বলিয়া পূজা পাইবার আশায় কেহ সৎকথার আশ্রয় লইও না। অবশ্য সৎকথার নিজস্ব শক্তি আছে, যাহার ফল শুভ। কিন্তু যত সাত্ত্বিক মনোভাব নিয়া সৎকথার চর্চ্চা করিবে, সৎকথার শক্তি ও প্রভাব তত অধিক প্রকট হইবে।

সচ্চিন্তার বলে চতুর্দ্দিক পরিশোধন কর। জগতের সকল অশুদ্ধতা তোমরা দূর করিবার ব্রত লও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৩)

হরিওঁ

জয়নগর, আগরতলা

১৫ই আষাঢ়, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

ছোট বলিয়া কাহাকেও অবজ্ঞা করিও না। সৎকথা শুনাইতে শুনাইতে ইহাদের চিরকালের কুসংস্কার দূরীভূত কর। সৎকথার মহতী শক্তি ইহাদের জীবনে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠুক। সৎকথা কহিয়া নিজেরা ধন্য হও, পুণ্য হও, সৎকথা শুনাইয়া ইহাদিগকে ধন্য ও পুণ্য কর। যেটুকু সুযোগ আছে, তাহার সদ্ব্যবহার কর। আজ যে স্বল্প পরিমাণ কাজ করিবে, শতাব্দান্তে হইলেও তাহার শুভফল

হইবেই হইবে। কর্ম্মের ফলে বিশ্বাস রাখিও। সৎকর্ম্মের ফল সৎ, অসৎকর্ম্মের ফল অসৎ।

এবার আমি তোমাদের ছোট্ট গ্রামটীতে যাইতে পারি নাই বলিয়া দুঃখ করিও না। যাইবার আমার প্রবল ইচ্ছা ছিল। শরীর অপটু বলিয়া কর্ম্মে আমি অপটু হই নাই। কিন্তু সময়ে ত' কুলান চাই। আমার ত' বাবা হেলিকপ্টার নাই। আমাকে রেলে চড়িয়া যাইতে হয়। রেলের টাইমটেবল আমার সুবিধানুযায়ী রচিত হয় নাই। তোমাদের ওখানে যাইতে না পারিবার কারণ ইহা।

শরীর লইয়া না গেলেও আমি আমার বাণীরূপে প্রত্যেক স্থানেই যাইতে পারি। তাহার পথ তোমরা করিবে সুগম। তোমাদের শ্রম, নিষ্ঠা এবং সেবা আমার সদ্‌বাণীকে প্রাণে প্রাণে অনায়াসে প্রতিষ্ঠা করিতে পারে। আমার বাণী আর আমার জীবন অভিন্ন। আমি যাহা বলিতেছি, তাহা করিতেছি। তোমরা আমাকে শারীরিক ভাবে কাছে না পাইলে বাণীর মধ্য দিয়া নিত্য আমাকে পাইতে পার, পাওয়াইতে পার।

ভগবচ্চরণে মন সঁপিয়া সব কাজ করিয়া যাও। কর্ম্মের ফল তাঁর চরণে অর্পণ করিয়া সোৎসাহে নিজ কর্ত্তব্য করিয়া যাও। সর্ব্বজনের সুখের জন্য বিশ্বজনের হিতের জন্য কাজ করিয়া যাও। নিজেকে নিয়াই বিব্রত না রহিয়া সকলকে নিয়া নিজের কাজ এবং নিজেকে লইয়া সকলের কাজ কর।

নিজেকে অধম বলিয়া কদাচ ভাবিও না। তুমি পরমেশ্বরের কৃপা পাইয়াছ, তুমি অধম হইবে কেন? অধম বলিয়া অন্তরে বিনয়-ভাব জাগ্রত হইলে এই ভাবিয়া ভগবচ্চরণে কৃতজ্ঞ হইও যে, অধমকে দিয়া ভগবান্ উত্তম কার্য্য করাইয়া নিতে পারেন। ঈশ্বরে নিজেকে ডুবাইয়া দাও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৪)

হরিওঁ জয়নগর, আগরতলা

১৫ই আষাঢ়, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

অন্তরের একাগ্র ধ্যান দুরত্বকে জয় করে। দূর-দূরান্তর হইতে ধ্যানের বলে তুমি আমার নিকট আর আমি তোমার নিকট হইতে পারি। এস আমি ধ্যান করি তোমাকে আর তুমি কর ধ্যান আমাকে। ধ্যানের বলে এস আমরা দুই না থাকিয়া এক হইয়া যাই।

কোটি কোটি বিছিন্ন মানবকে আমরা ধ্যানের বলে এক করিব। অন্তর দিয়া তাহাদের অন্তর স্পর্শ করিব। হৃদয় দিয়া তাহাদের হৃদয় জয় করিব। প্রেম দিয়া তাহাদিগকে আপন করিব। ত্যাগ দিয়া তাহাদের সহিত নিজেদের সর্ব্বপ্রকার অসাম্য দূর করিয়া দিব। আত্মোৎসর্গ করিয়া আত্মায় আত্মায় এক হইব।

এই পণ আমাদিগকে যেন নিমেষের জন্যও পরিত্যাগ না করে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৫)

হরিওঁ আগরতলা

১৫ই আষাঢ়, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

১২ই বৈশাখ বেলা এগারটায় পুপুন্‌কী ছাড়িলাম, ১৬ই বৈশাখ ছাড়িলাম প্রাতে নয়টায় কলিকাতা। কলিকাতার তারিখ ধরিয়া আজ দুই মাস শেষ হইল। উত্তরবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা ঘুরিয়া ভগবান্ করিলে আগামী কল্য অপরাহ্ণে কলিকাতা পৌঁছিব। কিন্তু এই কয়দিনে কি দেখিলাম?

দেখিলাম, মানুষের চরম দারিদ্র্য। দরিদ্রতার এই নিদারুণ নিষ্করুণ মূর্ত্তি ইহার আগে দেশে কদাচ দেখি নাই। শত শত স্থানে মা-জননীদের পরিধানের জন্য একখানার বেশী দুইখানা শাড়ী নাই। কোথাও কোথাও সদ্যঃস্নাতা দীক্ষাগৃহে প্রবিষ্টা জননীদের পরিধানে জীর্ণশীর্ণ ছিন্ন বস্ত্র দেখিয়া দুঃখে ও বেদনায় থমকিয়া দাঁড়াইয়াছি। ক্ষমতাবান্ নেতারা মরিলে তোমরা শত প্রকারে তাঁহাদের নামোচ্চারণ করিয়া কত জয়ধ্বনি দাও। কিন্তু কোন্

নেতা মৃত্যুর প্রাক্কালে দেশকে কতখানি ছিন্নবিচ্ছিন্নাঙ্গ, পরপদানত এবং দেশবাসীকে কতখানি দীনদরিদ্র, পরনির্ভর ও ঋণগ্রস্ত করিয়া রাখিয়া গেলেন, তাহার হিসাব কেহ নাও কি?

ধনস্পর্দ্ধিত কুবেরদের লইয়া আমার কারবার নহে, আমার সকল কাজ সহর ও গ্রামের মধ্যবিত্ত ও নিম্নশ্রেণীর লোকদের মধ্যে। বড়দের রাক্ষসী ক্ষুধা বাড়িতে বাড়িতে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র শ্রেণীর অবশিষ্ট মাংসপেশী এবং চর্ব্বিটুকুকেও উদরস্থ করিয়াছে। সতের আঠারো বৎসরে নীতিতে, স্বাস্থ্যে, চরিত্রে ও স্বাচ্ছন্দ্যে দেশ যে সম্পদ হারাইয়াছে, আগামী পঞ্চাশ বৎসর তাহার পূরণ হইবে কি না, ভাবিবার। এখন আমাদের আরও দৃঢ়তা সহকারে অভীক্ষার সাধনা করিতে হইবে। গরীব গৃহস্থদের দারিদ্র্যের উপর জনকল্যাণ-প্রতিষ্ঠান চালাইবার ব্যয়ভার অর্পণ করিয়া তাহাদিগকে আরও উৎপীড়িত করা আমাদের চলিবে না। লজ্জায়, দুঃখে এবং ক্ষোভে মরিয়া যাই যে, বৎসরের পর বৎসর ধনতন্ত্রী শোষকেরা সমগ্র জাতিটাকে শোষণ করিল আর জাতি অতি দ্রুত অধোগতির পথে ধাইয়াই চলিল। একটা কণ্ঠ প্রতিবাদ করিল না, একটা বাহু এই অধোগতি থামাইবার জন্য উত্তোলিত হইল না।

উন্নয়নমূলক বহুব্যয়সাধ্য পরিকল্পনা সমূহ রচিত হইল মুদ্রাস্ফীতির অবশ্যম্ভাবী পরিণামের দিকে না তাকাইয়া। কয়েকজন ধনলোভী গৃধ্রের উদর তাহাতে ভরিল, দীন-দরিদ্রের দারিদ্র্য তাহাতে ঘুচিল না, বরং তীব্র হইতে তীব্রতর হইল। মানুষ না

খাইতে পাইয়া পাইয়া দুর্দ্দশার চরমে আসিয়াছে। এই দুর্গতির দৃশ্য দেখিবার জন্য দেশের স্থান হইতে স্থানান্তরে ভ্রমণ বড়ই মর্ম্মপীড়াদায়ক।

আমরা স্থির করিয়াছি, পুপুন্কীর মালটিভারসিটিতে বিদ্যার্থীর অন্ন বিদ্যার্থীরাই যাহাতে অর্জ্জন করিয়া পিতামাতার উদ্বেগ যথাসাধ্য কমাইয়া দিতে পারে, তাহার চেষ্টা করিব। এখন আমার সমস্ত চিন্তা, সমস্ত ধ্যান, সমস্ত একাগ্রতা ঐ একটী বিষয়ের উপরে। রাজতক্তে বসিয়া জাতির দারিদ্র্য বিদূরণের সুযোগ আমি পাইব না কিন্তু সন্ন্যাসের শৌর্য্যে দারিদ্র্যের চির-অবসান কি করিয়া করা যায়, তাহা আমার এক সাধের স্বপ্ন, জাগ্রতের আগ্রহ, নিদ্রার সাথী।

পত্রখানা লিখিতে চারি বার অন্য কাজে যাইতে হইয়াছে। লোকের ভিড়, কীর্ত্তনের রোল, দীক্ষার হিড়িক, সব সমান ভাবে চলিয়াছে। মানুষের দুঃখদারিদ্র্যের মর্ম্মভেদী কাহিনী শ্রবণ এক অতীব বেদনাদায়ক কর্ত্তব্য। তারই ফাঁকে ফাঁকে লিখিলাম। একটী উল্লেখযোগ্য বিষয় না লিখিয়া পারিনা যে, অদ্য এখানে তারাভূষণের বাড়ীতে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাই এক উদয়াস্ত কীর্ত্তন শেষ করিল। অঘোষিত প্রগ্রাম, অ-পূর্ব্বপরিকল্পিত। হঠাৎ মনে হইল উদয়াস্ত করিব, ত' করা হইলই হইল। আগরতলার ছোট ছোট মেয়েগুলি আজ এক কীর্ত্তি রাখিল। মনে দুঃখ জাগিতেছে, কাল কলিকাতা চলিয়া যাইব।

প্রতিস্থানে অবিলম্বে ছোটদের মধ্যে কাজ আরম্ভ হউক। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের অবজ্ঞা করিলে বড়রাও সব ফাঁকি হইয়া যাইবে। ছোটর মহিমা সর্ব্বত্র স্বীকৃত হউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৬)

হরিওঁ কলিকাতা

২০শে আষাঢ়, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

মনের আনন্দে পত্রখানা লিখিতেছি। সহস্র বিঘ্নের মধ্যে বিশ্বপতির পরম করুণা প্রত্যক্ষ করিতেছি। প্রত্যক্ষ করিতেছি তোমাদের প্রতিজনের প্রেম ও ত্যাগের মধ্যে। জগজ্জোড়া নিরাশার অন্ধকারের মধ্যেও আমি প্রতিনিয়ত অভ্রান্ত আলোক-রেখা দেখিতে পাইতেছি। এই জন্যই আমি বিঘ্ন-বিপত্তিকে বড় ভালবাসি। এই জন্যই দুর্য্যোগে আমার ভয় নাই।

বিপত্তি আসিলে কেহ তোমরা ভগবানে দোষারোপ করিও না। বিপদের মাঝেও সম্পদ কোথায় রহিয়াছে লুকাইয়া, তাহার কর তল্লাস। দুর্য্যেগের ঘনঘটার মধ্যে পরমেশ্বরের কোন্ মঙ্গল অভিপ্রায়টী রহিয়াছে গোপনে, তাহা বুঝিতে চেষ্টা কর। "হে

প্রভো, বিপন্মুক্ত কর", ইহা যেন তোমাদের প্রার্থনা না হয়। প্রার্থনা কর,—"তোমার মঙ্গল উদ্দেশ্যটী বুঝিতে দাও, অজ্ঞান করিয়া বিবশ অবস্থায় রাখিও না, অবসাদের তমোগুণে আচ্ছন্ন করিও না।"

সম্পদ আসিলে অতি-উল্লসিত হইও না। তাহার সাময়িক সুযোগটুকুর পূর্ণ সদ্ব্যবহার কর। সম্পদ কাহারও চিরস্থায়ী হয় না। সমুদ্রতরঙ্গের মত আনুকূল্য-প্রাতিকূল্য পাশাপাশি চলে। ক্ষণিকের সুযোগকে কাজে লগোও।

নিজের অন্তরের উৎসাহ চতুর্দ্দিকের প্রতিজনের অন্তরে সংক্রামিত কর। সকলকে ভালবাসিয়া সন্নিহিত কর, প্রেমের বলে সকলকে আপন কর। আপনার জনদের অন্তরে নিজের অন্তরের শ্রেষ্ঠ সদ্ভাবগুলিকে জাগাইয়া তোল। তোমার জাগরণ তাহাদেরও জাগরণ হউক, তাহাদের জাগরণ নিখিল বিশ্বের অভাবনীয় জাগরণে রূপান্তরিত হউক।

আত্মশ্রদ্ধায় প্রতিজনে অমিত হও। আত্মাবজ্ঞাকারীর অভ্যুদয় কোথায়? নিজের ভিতরের ব্রহ্মাকে প্রত্যক্ষ কর এবং তৎপরে তাঁর পূজা কর। আত্মশ্রদ্ধা মেরুদণ্ডকে সবল ও সরল করিবে, সুপ্ত চেতনাকে জাগাইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

(১৭)

হরিওঁ কলিকাতা

২১শে আষাঢ়, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

ঝড়ের মত পুপুন্‌কী ও বারাণসী ঘুরিয়া আসিলাম। সন্ধ্যার পরে পুপুন্‌কী পৌছিলাম। ছিলাম মাত্র চারি ঘণ্টা। ইহারই মধ্যে মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বৃষ্টির জলে কাদায় পাঁকে লাঞ্ছিত হইয়া যতটুকু সম্ভব কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া আসিলাম। বারাণসী পৌছিবার পরে মাত্র সাড়ে আটঘণ্টা সময় সেখানে ছিলাম, তার মধ্যে চারি ঘণ্টা ঘুমাইতে হইয়াছে। তার পরেই ধরিয়াছি ট্রেণ। এইরূপ ব্যস্ততার মধ্য দিয়াই ত' উত্তরবঙ্গ, আপার আসাম, কাছাড়, ত্রিপুরা ঘুরিয়া আসিলাম। কাজ আমি স্বল্প কালেই অধিক করিতে চাহি। আমার প্রত্যেক সন্তানের নিকটে আমি এইরূপ দ্রুত-কর্ম্মশীলতা চাহি। বসিয়া বসিয়া দিন, মাস, বছর কাবার করিয়া দিবার কদভ্যাসে আসক্ত পুত্রকন্যার আমি পিতা, এই লজ্জাকর পরিচয় আমি দিতে চাহি না।

তোমাদের ওখানে থাকিতেই আমি বলিয়া আসিয়াছি যে, তোমাদের মধ্যে অতি উত্তম উপাদান সমূহ রহিয়াছে। তাহার পূর্ণ সদ্ব্যবহারে তোমরা মন দাও। যাহাতে সকলে সকলের সহিত

মিলিত ধারাবাহিক প্রযত্নে সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়া অক্লান্ত প্রয়াসে কাজ করিয়া যাইতে পার, তাহার জন্য প্রতি জনে প্রতিজনের প্রতি অপার প্রেমশীল হও। প্রেমই শক্তির উৎস, প্রেমই সংগঠনের প্রাণ, বিজ্ঞাপন বা প্রচার শক্তিরও উৎস নহে, সংগঠনেরও বিশ্বাসযোগ্য সহায় নহে। বিজ্ঞাপন জাহির করিবার প্রবৃত্তি তোমাদের প্রতিজনের ভিতর হইতে দূর হইয়া যাউক, আনুগত্য এবং বিশ্বস্ততা লইয়া প্রত্যেকে প্রত্যেককে সহযোগ দাও। আমি তোমাদের মধ্যে অসাধারণত্ব লক্ষ্য করিয়াছি কিন্তু আত্মকলহ -বর্জ্জিত আত্মপ্রচারচেষ্টাবিরহিত অকপট প্রেমের অনুশীলনের দ্বারাই সেই অসাধারণত্বের স্ফূরণ ও প্রকাশ ঘটিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৮)

হরিওঁ কলিকাতা

২১শে আষাঢ়, ১৩৭১

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

যথেষ্ট-বিচ্ছিন্ন তিন চারটী স্থানকে মিলাইয়া একটী অখণ্ডমণ্ডলী স্থাপিত করিয়াছ। ইহার মধ্যে সাহসের পরিচয় আছে। তোমরা কাজ করিয়া যাইতে থাকিলে অদূর ভবিষ্যতে প্রতিটি

স্থানে একটী করিয়া স্বতন্ত্র মণ্ডলী স্থাপন সম্ভব হইবে। ক্ষুদ্র হউক আর বৃহৎ হউক, যে-কোনও স্থানে মণ্ডলী একটী স্থাপন করিতে পারিলে একটা বড় কাজ করিলে বলিয়া মনে করিব। আরও বড় কাজ করিয়াছ বলিয়া স্বীকার করিব তখন, যখন দেখিব, নবপ্রতিষ্ঠিত মণ্ডলীটীকে প্রাণচঞ্চলা এবং কর্ম্মতৎপরা রাখিবার জন্য তোমাদের যাবতীয় সাত্ত্বিকী বুদ্ধি ও শক্তি সর্ব্বথা নিয়োজিতা রহিয়াছে।

মান রাখিতে হইবে, মণ্ডলী গঠনের উদ্দেশ্য, অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি উগ্র উন্নাসিকতা ও অপ্রীতিকর তিক্ততা সৃষ্টি নহে। ধর্ম্ম দেশকে বলশালী করিতেছে না কেন, কেন ধর্ম্মের ধ্বজাধারীরা দেশের দুর্ব্বলতাকে বাড়াইয়া চলিয়াছে, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে প্রনোদনা দিয়া এই আমি দুইটা মাস কাল কত স্থান ঘুরিয়া আসিলাম। তন্মধ্যে মালদহ, কাটিহার, শিলিগুড়ি, পাণ্ডু আদি প্রধান প্রধান স্থানগুলিতে আমি বিশেষ জোর দিয়া বলিয়াছি যে, ধর্ম্মের প্রচার যদি মানবে মানবে, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিদ্বেষকেই কেবল ধুমায়িত করে, তবে তেমন ধর্ম্ম দিয়া আমাদের কাজ নাই। কল্য কলিকাতা আসিয়া শুনিলাম, রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণন্ কোনও এক ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানে আসিয়া উদ্বোধনীয় ভাষণে প্রশ্ন করিয়াছেন,—"আপনারা কি ধর্ম্মে ধর্ম্মে দ্বেষ সৃষ্টি করিতেছেন? যদি তাহা সত্য হইয়া থাকে, তবে আপনাদের

অস্তিত্বের সার্থকতা কি এবং কোথায়? সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে দ্বেষ সৃষ্টি হইতে আপনারা প্রতিজনে সর্ব্বপ্রযত্নে বিরত থাকুন।"

রাধাকৃষ্ণন্ ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের প্রতিনিধি, আমি রাষ্ট্রনিরপেক্ষ ধর্ম্মের প্রতিনিধি। ভাবিয়া দেখ, এই একটী বিষয়ে এই দুই জনের উক্তিতে এমন অসাধারণ সাদৃশ্য কি করিয়া আসিল? আমরা ত' পরস্পর পরামর্শ করিয়া ভাষণ দান করি নাই।

ধর্ম্মের নামে ধর্ম্মসঙ্ঘগুলি প্রকাশ্যে বা গোপনে যাহা করিয়া আসিতেছে, তাহাতে এই কথাই আজ বলিবার প্রয়োজন সব চেয়ে বেশী হইয়াছে। তোমাদের মণ্ডলীর প্রাণ ঈশ্বরের অস্তিত্বে কুণ্ঠাহীন বিশ্বাস। এইকারণে তোমাদের মণ্ডলীকে একটী ধর্ম্মসঙ্ঘ বলিয়াই বিবেচনা করিতে হইবে। তোমাদের ঈশ্বর-বিশ্বাস যদি কোনও প্রকারে অপর ঈশ্বর-বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে রণবাহিনী নিয়োগ করে, বলিব, তোমাদের ধর্ম্ম-বিশ্বাস ধর্ম্মান্ধতা মাত্র।

এই কথাগুলি ভুলিয়া যাহাতে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত বিচার ও বিশ্বাসকে ক্ষুণ্ণ না করিয়াও সর্ব্বসম্প্রদায়ের প্রতিজনকে নিজেদের আপনার আপন করা যায়, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখাই তোমাদের মণ্ডলী গঠনের প্রধান উদ্দেশ্য হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৯)

হরিওঁ   কলিকাতা

২২শে আষাঢ়, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

কাল তুমি চলিয়া যাইবার পরে মনে হইল, কয়েকটা কথা তোমাকে সংক্ষেপে বলিয়া দেওয়া প্রয়োজন ছিল।

তোমাদের সহরটী হইতে আমি চলিয়া আসার পরে সংখ্যাতীত সজ্জন ও মহিলা আমার সহিত সাক্ষাতের জন্য আসিয়াছিলেন এবং না পাইয়া হতাশ হইয়াছেন শুনিয়া তাঁহাদের জন্য দুঃখিত হইলাম। কিন্তু ধর্ম্মসম্প্রদায়-বিশেষের প্রচারকগণ তাঁহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া রাখার দরুণ তাঁহারা তোমাদের সহরে আমার স্থিতিকালের সঙ্কীর্ণ চব্বিশটী ঘণ্টার মধ্যে আসেন নাই শুনিয়া দুঃখিত হই নাই। পরের কথায় যাঁহারা সহজে টলেন, তাঁহারা না আসিয়া ভালই করিয়াছেন। তোমরা এই ব্যাপার হইতে কোনও ধর্ম্মসঙ্ঘের সম্পর্কে বিশিষ্ট মনোভাব পোষণের যুক্তি খুঁজিয়া বাহির করিও না। আমার মতে, আমাদের অপক্ষপাত অনবদ্য আদর্শ ইঁহাদের মধ্যে যোগ্যভাবে কদাচ প্রচারিত হয় নাই বলিয়াই অপরেরা নানা কুযুক্তি দিয়া ইঁহাদিগকে আমাদের সমীপস্থ হইতে বাধা দিতে সমর্থ হইয়াছেন। যাঁহাদের মধ্যে

আমাদের ভাব, আদর্শ, কর্ম্মচেষ্টা, আশা, আকাঙ্ক্ষা ও অনুভূতির কিছুমাত্র পরিচয় স্থাপিত হইয়াছে, কৈ তাঁহারা ত' পঙ্গপালের ন্যায় অমিত সংখ্যায় আসিতে কুণ্ঠিত হন নাই। যে-কোনও ব্যাপারে অহিতকামীদের অসদভিপ্রায়কে আবিষ্কারের চেষ্টা অপেক্ষা নিজেদের করণীয় কাজ যোগ্যভাবে করিবার অক্ষমতাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা শক্তিবর্দ্ধন ও পরিপুষ্টিলাভের দিক দিয়া অধিকতর সার্থক।

তুমি ছিলে প্রধান্ পণ্ডিত, এখন হইতে চলিয়াছ সহকারী প্রধান শিক্ষক। তোমার এই সাফল্যের মূল উৎখাত করিয়া দিবার জন্য ক্ষমতাশালী শিক্ষকেরা দুরন্ত চেষ্টায় নামিয়াছেন শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। টোলের পণ্ডিত হাজার ইংরাজী শিখিলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার উপাধি অর্জ্জন করিলেও "টুলো পণ্ডিত" বলিয়াই অবহেলিত হইবে? তোমার কঠোর শ্রমে লব্ধ প্রতিষ্ঠাকে নস্যাৎ করিয়া দিবার আয়োজনে যাঁহারা ব্যস্ত, তাঁহাদের চেষ্টা বিফল হউক। তুমি অমিত বিক্রমে নিজের বাহুবলে এবং সত্য পথে থাকিয়া নিজের উন্নতি সাধনে ব্রতী থাক। অন্তরের উৎসাহ হারাইও না।

তবে চিন্তনীয় এই যে, শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে এইরূপ নিন্দনীয় মনোবৃত্তির চেষ্টা দেখিলে ছাত্রগণ কেন নানা কুৎসিত আচরণে নিজেদিগকে উৎসাহিত বোধ করিবে না? শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে

জীবনের কোনও আদর্শ দেখাইতে পারিতেছেন না। নিজেরা হীন, নীচ, জঘন্য উপায়ে আত্মতৃপ্তি ও পরানিষ্ট সাধনের চেষ্টায় লিপ্ত থাকিয়া নিজেদের অজ্ঞাতসারে ইঁহারা ছাত্রসাধারণের শ্রদ্ধা হারাইয়া ফেলিতেছেন। আজিকার দিনে ছাত্র-সমাজের অবনতির যতগুলি কারণ আছে, তন্মধ্যে ইহা হইতেছে অন্যতম ও অতীব প্রধান কারণ।

ঘরে ঘরে অভিযোগ, পুত্রকন্যারা পিতামাতার কথা শোনে না। কারণ কি ইহাই নহে যে, পিতামাতারা এমন ভাবে চলিবার চেষ্টা করিতেছেন না, যাহাতে পুত্রকন্যারা তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়? যাঁর প্রতি যার শ্রদ্ধা আছে, তাঁর জন্য সে কি না করিতে পারে? শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা যে একই জিনিষের তিনটী রূপান্তর, ইহা কদাচ ভুলিও না। ভালবাসাই শক্তির উৎস। তোমাদের প্রতিজনের প্রতি প্রতির্জনের আচরণ এমন হউক যেন বিনা উপদেশে তোমাদের প্রতি প্রত্যেকের ভালবাসা আপনা আপনি অর্পিত হয়। ছাত্র-পুত্র সকলের ভিতরেই শ্রদ্ধা-সঞ্জননের এক উপায় নিজেরা আদর্শজীবন যাপন করা, অপর উপায় তাহাদিগকে নিঃস্বার্থ হৃদয়ে ভালবাসা। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২০)

হরিওঁ কলিকাতা
২৪শে আষাঢ়, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

লিখিয়াছ ঠিকই। দুঃখই জীবনের স্পর্শমণি, আমি একথা বলিয়াই খালাস কিন্তু ইহা প্রমাণ করিবে কে? প্রমাণ করিবার ভার আমার উপরে থাকিলে আমি বড় সুখী হইতাম কিন্তু পরমায়ুতে বেড় মিলিবে কি না, জানা নাই। সুতরাং তুমি ঠিকই লিখিয়াছ যে, তোমাদের মত দীন, দুঃস্থ, অকুতোভয় ও দুঃসাহসী স্বরূপানন্দ-সন্তানদের উপরেই ঐই কাজটীর ভার পড়িবে। আমি আমার জীবনের পঁয়তারাগুলি যেভাবে ভাঁজিয়াছি, তাহাতে তোমাদের কাছে এই গুরুতর দায়িত্ব পালনের সৎসাহস নিশ্চয় প্রত্যাশা করিতে পারি।

তোমার ভিতরে কর্ম্মস্পৃহা আছে, কবিত্বও আছে। তোমার কবিত্ব কর্ম্মেরই মত গদ্যভাবানুরঞ্জিত, ইহা সহনীয়। কারণ কাব্যের মতন কবিতা রচনা সকল সময়ে সম্ভব হয় না। কবিত্বের প্রাণ যে খেয়ালী কুশলতা, তাহা কঠোর কর্ম্মীদের অবসরে সর্ব্বদা আসে না। কিন্তু তোমার কর্ম্মগুলির কাব্যভাবানুরঞ্জিত হইতে কোনও বাধা নাই। কথার কবিতা বহু বরেণ্য কবিরা লিখিয়াছেন। কর্ম্মের

কবিতা চাই। এই জিনিষটীর অভাব আছে। কাজ কর এমন ছন্দে, যেন তাহাই এক একটী সুনির্ব্বাচিত শব্দ হইয়া একটীর পর একটী সংযুক্ত হইয়া কাব্যের গীতিহার রচনা করে। দুঃখ-বেদনা-ক্লেশ দিয়া ফুলহার রচনা কর আর তাহা পরাইয়া দাও কর্ম্মময়ী কাব্যলক্ষ্মীর গলদেশে। তোমার কর্ম্মের মালা তুষারধবল-বক্ষে তাহার শোভা পাউক সহস্র লহরে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২১)

হরিওঁ কলিকাতা

২৪শে আষাঢ়, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

পূর্ব্ববঙ্গের সাম্প্রতিক দুর্য্যোগ যাহাদিগকে ঠেলিয়া আনিয়া তোমাদের সমীপস্থ করিল, অতি দ্রুত তাহাদের প্রতিজনের সহিত পরিচয় স্থাপন কর, যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা কর, আত্মীয়তা সৃষ্টি কর, বান্ধবতার বন্ধন রচনা কর। ইহাদের প্রতি উদাসীন দৃষ্টিতে কেহ তাকাইও না।

উদ্বাস্তু জীবনের মহাপাপ এই যে, নৈতিক ধারণাগুলি অতি দ্রুত শিথিল হইয়া যায়। ইহার ফলে ক্ষুদ্র পাপ, তুচ্ছ অপরাধ

ইহাদের নিকট অতি সহজে নগণ্য হইয়া পড়ে। ফলত আস্তে আস্তে ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ বড় বড় পাপ এবং গুরুতর অপরাধ সম্পর্কেও একেবারে উদাসীন হইয়া পড়ে। একটী দুইটী মানুষের দেশব্যবচ্ছেদ-স্বীকৃতির মূর্খতা এভাবে যে কত সহস্র নরনারীর স্থায়ী অধঃপতনের কারণ হইয়াছে, বলিবার নহে। দেশব্যবচ্ছেদ স্বীকারকারী এই সকল নেতাদের মৃত্যুর পরে ইঁহাদের মহত্ত্বের জয়ডঙ্কা বাজাইয়া যতই প্রচারকার্য্য চালান হউক না কেন, ইঁহাদের ক্রটির ফলে লক্ষ লক্ষ মানবের যে দৈন্য-দশা, অসহায় অবস্থা, নৈতিক অধোগতি এবং আধ্যাত্মিক ক্ষতি ঘটিয়াছে, ইতিহাস কদাপি এই কথা ভুলিয়া যাইবে না। নির্দ্দোষ লোকগুলি ক্ষমতাভিলাষীদের ভুলের মাশুল দিবার জন্য অমানুষ -শ্রেণীতে নামিয়া গেল। ইহাদের কথা চিন্তা করিলে আমি অশ্রুসম্বরণ করিতে অক্ষম হই।

অবস্থার তাড়নায় যাহারা এই নিদারুণ দুর্গতি পাইল বা পাইতেছে, তাহাদের প্রতিজনের প্রতি তোমরা মমত্বশীল হও, তাহাদের প্রতিজনের অন্তরে ধর্ম্মবুদ্ধি ও ন্যায়পরায়ণতা সৃষ্টির জন্য তোমরা আগ্রহী হও, তাহাদের প্রত্যেককে প্রত্যাসন্ন নৈতিক ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবার জন্য তোমরা আগাইয়া যাও।

আমি যেই সকল প্রহরণ ও সদুপায় তোমাদের হাতে তুলিয়া দিয়াছি, তাহার প্রত্যেকটী জাতিধ্বংস-নিবারক। আমার বাক্যে বিশ্বাস কর এবং তাহার সদ্ব্যবহারে ব্রতী হও। নানা স্থানে

বিভীষিকা দেখিয়া যাহারা আশ্রয়ের জন্য তোমাদের স্থিতিস্থানের কাছাকাছি কোনও প্রকারে মাথা গুঁজিয়া সমূল বিনাশ এড়াইবার চেষ্টা করিতেছে, তাহারা সত্য সত্যই যাহাতে বিনাশের কবল হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে, তাহার জন্য তাহাদের মনে সর্ব্বাগ্রে বলসঞ্চার কর। তাহাদের অন্তরে ঈশ্বরে বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা কর। তাহাদের আচরণে নৈতিকতা-বোধ স্থাপন কর। তাহাদের ধর্ম্মবোধের ভিতর হইতে সর্ব্বনাশকর সকল প্রকার ফাঁকি ও প্রবঞ্চনাকে আগে দূরে নির্ব্বাসিত কর। তাহাদের অন্তরে শৌর্য্য-স্থাপন করিয়া বাহুযুগলকে বীর্য্যসহকারে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে প্রেরণা জোগাও। যাযাবরের দল বা ভিখারীর পাল রূপে যেন তাহারা জগতের বুকে ধিক্কৃত না হয়।

প্রাণহীন পুনর্ব্বাসন এবং আন্তরিকতাবর্জ্জিত সহায়তার চেষ্টা ইহাদিগকে মনুষ্য-জাতির মহত্ত্ব-সম্পর্কে অবিশ্বাসী করিয়াছে। হঠাৎ মৃত্যুর পরে ক্ষমতাধিকারী যে সকল ব্যক্তিকে তোমরা মানুষ হইতে দেবতার আসনে তুলিয়া নিয়া পূজার পুষ্পাঞ্জলি দিতেছ, ইহারা অন্তরে অন্তরে তাহাদিগকে লক্ষ মানবের দুঃখদুর্গতির জনয়িতা বলিয়া ধিক্কার দিতেছে, ঘৃণা করিতেছে। মানুষকে ঘৃণা করিতে শিখিয়া ইহারা অমানুষ হইতেছে। মানুষের প্রতি ইহাদের যাহাতে অন্তরের শ্রদ্ধা জাগরিত হয়, তোমরা তোমাদের প্রাণময় প্রেমের স্পর্শে তাহা কর। বৎসরেক পরে আমি হয়ত তোমাদের

মধ্যে আসিব। তখন কেবল তোমাদের দেখিয়াই আমি আনন্দিত হইতে চাহি না। তোমাদের সংস্পর্শে ইহারা আসিয়া যে দেবতার স্তরে উন্নীত হইয়াছে, তাহাও দেখিতে চাহি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২২)

হরিওঁ কলিকাতা

২৫শে আষাঢ়, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পীড়া আমাকে অন্তরে বেদনা দিয়াছে। আমি নিয়ত তোমার আরোগ্য কামনা করিতেছি। তুমি নিজের দেহ, মন, প্রাণকে নিয়ত ভগবদুদ্দেশ্যে মনে মনে উৎসর্গ করিতে থাক। অবিরাম বল,—"হে ভগবান্, আমি জগৎকল্যাণে নিজেকে সঁপিয়া দিতেছি। আমার ভোগ, ত্যাগ, সুখ, দুঃখ, সব তুমি জগৎকল্যাণের হেতুভূত কর।"

দুঃখের মাঝেও ধ্যান কর জগৎকল্যাণের। তোমার দুঃখ-সুখ সব-কিছু জগৎকল্যাণে ভুলিয়া যাও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৩)

হরিওঁ কলিকাতা

২৬শে আষাঢ়, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

ত্যাগ একটা মস্ত গুণ কিন্তু কথার অর্থ যাহারা বোঝে না, তাহাদের অনেক ত্যাগ অপাত্রে বা অকালে ব্যয়িত হয়। পুপুন্‌কীতে শ্রমিক-সঙ্কট, শ্রমদাতা চাই,—এই কথার মানে এই নহে যে, টাকা নাই বলিয়া শ্রমিক নিয়োগ করিতে পারিতেছি না, অতএব তোমরা টাকা পাঠাও। শ্রমদানের ডাক প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রমদানেরই ডাক, টাকা পাঠাইবার নির্দ্দেশ বা আহ্বান নহে। তোমরা কেহ কেহ টাকা পাঠাইতেছ। এই ভাবে তোমরা শ্রমদানের পরিবর্ত্তে আর টাকা পাঠাইও না।

আজিকার যুগে শ্রমিক-সঙ্কট একটা সত্যিকারের সঙ্কট। এই সঙ্কটের মুখে ধনতন্ত্রী কুবেরদের কারখানাই কেবল অচল হয় না, নিঃস্বার্থচেতা দরিদ্র জনসেবকেরও প্রতিষ্ঠান অচল হয়। খাটিবার পেশাদার লোকের কমতি হইলে কেবল টাকা দিয়া সমস্যার সমাধান হয় না। লোকের অভাব তখন লোক দিয়া পূরণ করিতে হয়।

আবার আর এক মজা এই যে, যেখানে টাকাটা পৌঁছিলে

এখনি কাজে লাগিবে, টাকা সেখানে না পাঠাইয়া তোমরা কলিকাতা, তিনসুকিয়া বা লামডিং মানিঅর্ডার করিতেছ। ইহার যে কি তাৎপর্য্য হইতে পারে, জানি না। সব টাকারই প্রাপ্তিসংবাদ দিবার পাকা ব্যবস্থা যখন বারাণসীতে, তখন কেহ আলিপুরদুয়ার, কেহ মালদহ, কেহ দেরাদুনে মানি অর্ডার করিবে কেন? এই সকল খামখেয়ালী আচরণের ফলে অনেক টাকা আমার হাতে পৌঁছে না, কোনওটা সাত জায়গা ঘুরিয়া অনেক বিলম্বে পৌঁছে এবং কোনটারই প্রাপ্তিসংবাদ যথাকালে দিতে পারি না। পরে ঐ একটা তুচ্ছ মানিঅর্ডার নিয়া দশবার পত্রাপত্রি হয়, নানা খোঁজাখুজি হয়। যে-কোনও কাজে তোমরা একটু বুদ্ধি-প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করিও।

দূরত্ব হেতু তোমরা গুরুতর প্রয়োজনের সময়ে পুপুন্‌কীতে আসিয়া শ্রমদান করিতে পারিলে না, ইহাতে দোষের কিছু নাই। কিন্তু নিজেদের স্থানে থাকিয়া সংঘের জন্য স্থানীয় লোকদের মধ্যে উন্নয়নমূলক কি কি শ্রম দেওয়া সঙ্গত বা সম্ভব, তাহা উদ্ভাবন করিয়া দ্রুত সেই কাজে লাগিয়া যাইতে তোমাদিগকে কে নিষেধ করিয়াছে? তোমাদের অঞ্চলের দুঃস্থ লোকগুলির প্রতি অগাধ প্রেম লইয়া তোমরা সেখানে কেন সময়োপযোগী নানা শ্রমে আত্মনিয়োগ করিবে না? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৪)

হরিওঁ কলিকাতা

২৬শে আষাঢ়, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইয়া ব্যথিত হইলাম। কঠোর পরিশ্রম করিয়াও সংসার চালাইতে পারিতেছ না। আশ্রমে আসিতে চাহিতেছ যেন এখানে একটা ব্যবস্থা হইয়া যায়। কিন্তু বাবা, আশ্রম যে অযাচকের, আমি যে দরিদ্র, এখনো যে শত শত মানুষের উপার্জ্জনের রাস্তা আশ্রম হইতে খুলিয়া দিতে পারি নাই। এখানে আসিয়া কি করিবে? ওখানে তবু দিনান্তে এক মুঠা অন্ন পাও, এখানে যে সেই শ্রমের দুয়ারগুলি এখনো খোলে নাই, যাহা করিলে অন্ন আসিবে।

সর্ব্বসাধারণের দারিদ্র্য দীর্ঘকাল ধরিয়া আমার মনকে দুঃসহ বেদনায় আহত করিতেছে। পর পর তিন তিনটী অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়িবার চেষ্টায় জীবনের দুর্ল্লভ পরমায়ু ব্যয়িত করিয়াছি। কিন্তু জাতীয় চরিত্রে ঘূণ ধরিয়াছে। যাহাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠানগুলি গড়িয়া উঠিবে এবং একদা সহস্র সহস্র পরিবারের নিরাপদ আশ্রয় হইবে, তাহাদের ষড়যন্ত্রপ্রিয়তা, উগ্র স্বার্থবোধ, দারুণ দুর্নীতি চারাগাছগুলিকে ডালে মূলে খাইয়া ফেলিল। সবুর করিলে যাহারা হাজার হাজার টাকা এই সব প্রতিষ্ঠান হইতে স্থায়ী ভাবে এবং

সদ্‌ভাবে অর্জ্জন করিতে পারিত, তাহারা চারাগাছটী নির্ম্মূল করিয়া দুইদিন শাক-পাতা খাইয়া তৃপ্ত হইয়া গেল।

তবু আমার লক্ষ্য ধনোৎপাদন। সেই ধন আমি উৎপাদন করিতে চাহি, যাহার মধ্যে পাপ ও দুর্নীতির স্পর্শ নাই। সেই ধন আমি উৎপাদন করিতে চাহি, যাহা কেবল জীবকল্যাণেই ব্যয়িত হইবে, কাহারও ব্যক্তিগত ঐশ্বর্য্যের জাঁকজমক বাড়াইবে না। কবে, কতদিনে আমি আমার এই দুশ্চর তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিব, তাহা অনিশ্চিত। কিন্তু এই সিদ্ধি সর্ব্বজনের কুশলের লক্ষ্যে আমার প্রয়োজন, তাই আমি নিরলসভাবে শ্রম করিয়া যাইতেছি।

তোমরা যাহারা আমাকে ভালবাস, তাহারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া সেই দিনের প্রতীক্ষায় শ্রম করিয়া যাইতে থাক, যেই দিন তোমাদের যে-কোনও একজনের দারিদ্র্য-মোচনের প্রকৃত অর্থ হইবে প্রতিজনের জীবন-যাত্রা হইতে দারিদ্র্যের নির্ব্বাসন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৫)

হরিওঁ কলিকাতা

২৭শে আষাঢ়, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

ধৃতং প্রেম্না

আজ রথের দিন। অবিস্মরণীয় ভাবে আমার মনে পড়িতেছে আমার পরমারাধ্যা মাতৃদেবীর কথা, যিনি আমার দুই বৎসরের জন্য মৌন গ্রহণের পূর্ব্বে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের আশ্রমে আসিয়া ওঙ্কার-বিগ্রহের পূজা করিয়াছিলেন, সমগ্র দিনের আনন্দময় অনুষ্ঠানটুকুকে করিয়া দিয়াছিলেন স্নেহস্নিগ্ধ, মধুর ও মমতাময়। কেমন করিয়া তিনি তুলসীপত্রটী ধরেন, কেমন করিয়া তিনি দূর্ব্বাটুকুকে তোলেন, কেমন করিয়া তিনি চন্দনটুকু স্পর্শ করেন, ভক্তিব্যাকুল শত চক্ষু সেদিন তাহা দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছিল।

আমি তোমাদের প্রতিজনকে মাতৃপিতৃভক্তির উপদেশ দিয়া থাকি। মাতৃপিতৃভক্তিতে কি গভীর আনন্দ, কি নিবিড় তৃপ্তি, কি বুকজোড়া আত্মপ্রসাদ, কি প্রাণভরা প্রসন্নতা, তাহা একমাত্র ভক্তিমানেরাই বুঝিতে পারে। জীবন-যাত্রার সুরুতেই এই ভক্তির শিক্ষা আমাদের প্রয়োজন। যে সমাজে এই শিক্ষা নাই, অন্য শত ভাবে উন্নত হইলেও, সে সমাজ বর্ব্বরের সমাজ। এই শিক্ষা গোড়াতে থাকিলে জীবনের বাকী শিক্ষাগুলি শুধু পেলবতর ও মধুরতরই হয় না, সার্থকতরও হয়।

স্বীকার করি, জগতের হাওয়া-বদল হইয়া গিয়াছে কিন্তু তাই বলিয়া সত্য কদাচ অসত্য হইতে পারে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৬)

হরিওঁ কলিকাতা

২৭শে আষাঢ়, ১৩৭১

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

বৈষ্ণব গুরুরা শিষ্যকে দীক্ষা দিয়া প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে এইরূপ ইঙ্গিত বা উপদেশ দিয়া থাকেন, যাহাতে নবদীক্ষিত ব্যক্তি ভিন্ন মতের ভিন্ন পথের লোকের সহিত ধর্ম্মীয় ব্যাপারে সংসর্গ না করে। এইরূপ ইঙ্গিত বা উপদেশ সকল সময়েই যে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার ফল, তাহা মনে করিও না। কখনো কখনো শিষ্যকে নানা মতে নানা পথে আকৃষ্ট হইয়া নিজ পথ হইতে বিচলিত হইবার অপসম্ভাবনা হইতে মুক্ত রাখিবার জন্য এই সকল উপদেশ দিতে হয়। বাহির হইতে যে উপদেশকে তুমি বা আমি নিতান্তই প্রকোষ্ঠবাদী সাম্প্রদায়িকের নীচতা বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে প্রলুব্ধ হই, ভিতর হইতে তাহাতে হয়ত শিষ্যের একনিষ্ঠতাকে সযত্নে রক্ষা করিবার ব্যাকুল আগ্রহ ও একান্ত প্রয়োজনীয়তাই ছিল। সব-কিছুই বাহ্য দৃষ্টিতে দেখা যায় না কিন্তু ভাসা-ভাসা দেখিয়াই বিজ্ঞের মতন নিন্দা করিতে বসা চটুলবুদ্ধি অগভীরদৃষ্টি খেলো স্বভাবের পরিচায়ক হয়। তাই বিজ্ঞ ব্যক্তিরা সাধন-সম্পর্কিত ব্যাপারে কাহারও আপাতদৃশ্য সঙ্কীর্ণতা দেখিলে তদ্বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশে বিরত হন।

তোমার বর্ত্তমান অবস্থাটী দর্শনে আমার মনে এই কথাগুলিই আসিল। তুমি এক মতে দীক্ষিত। তুমি অন্য মতের প্রচারক বা ব্যাখ্যাতার সহিত এত ঘনিষ্ঠতা করিতে কেন গেলে যে, তোমার এতকালের ভালবাসার সাধনমার্গের প্রতি অলক্ষ্যে অরুচি আসিয়া যায়? তোমার নিজের সাধন করিতে করিতে অপরের সাধ্য বা ইষ্টের স্মরণ বারংবার জাগিয়া ওঠার প্রকৃত অর্থই এই যে, তোমার ভিতরে একনিষ্ঠতার হানি ঘটিয়াছে।

যাহা হউক, এজন্য চিন্তা করিও না। তোমার ভিতরের বাধা আমিই আস্তে আস্তে দূর করিয়া দিব। বাহ্যতঃ তুমি যতটা পার, নিজের চিরআদরের সাধন-কর্ম্ম একাগ্রতার সহিত করিয়া যাইতে চেষ্টা কর। ভিন্ন মতের প্রচারকের সংসর্গে তোমার মনে যে সকল নূতন সংস্কারের উদয় হইয়াছে, কাজ করিতে করিতে আস্তে আস্তে এগুলি কাটিয়া যাইবে।

বিশ্বাসে বা অবিশ্বাসে, নির্ভরে বা অনির্ভরে নাম যে করিয়া যায়, সে তার শুভফল পাইবেই পাইবে। কোনও অবস্থাতেই নাম ছাড়িও না। তবে, এই কথাটী মনে রাখিও যে, প্রেম সহকারে যে নাম করে, তার কাজ দ্রুত হয়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৭)

হরিওঁ কলিকাতা

২৯শে আষাঢ়, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিবে।

ছয় বৎসর ধরিয়া বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছ আর এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে তোমাদের দুই জনের মধ্যে কোনও মৈত্রীর বন্ধন সৃষ্ট হয় নাই, এই সংবাদ শ্রবণে মর্ম্মাহত হইলাম। স্ত্রী ঘরের লক্ষ্মী, সংসারের শান্তি। তোমার পক্ষে ব্যাপার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিয়া বড়ই ব্যথিত হইলাম। এই একটী মাত্র স্ত্রীকে নিয়া তোমার সকল পূজনীয় ও পূজনীয়াগণ পর্য্যন্ত অশান্তির অনলে দগ্ধ হইতেছেন, জানিয়া আরও বেদনা পাইতেছি।

আমার নিকটে দীক্ষা নিবার পর হইতে তোমার স্ত্রী তোমার উপরে উগ্রতরা হইয়াছে শুনিয়া বিস্ময় বোধ করিলাম। দীক্ষা ত' ভগবানকে ডাকিবার জন্য। ইহার মধ্যে ত' সাংসারিক ব্যাপার কিছুই নাই। দীক্ষার ফলে সম্পত্তি নিয়া কলহ, কর্ত্তৃত্ব নিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা অন্য কোনও প্রকার বৈষয়িক জটিলতা ত' বর্দ্ধিত হওয়ার কোনও কারণ নাই। অনুমান হইতেছে, তোমার দীক্ষা নিবার সময়ে তোমার স্ত্রী হয়ত সঙ্গে ছিল না এবং এই জন্য সে মনে মনে সন্দেহ পোষণ করিতেছে যে, তুমি দীক্ষা নিবার ফলে তাহার জানি কোন্ দিক্ দিয়া কোন্ বিশেষ একটী অধিকার খর্ব্বিত

হইয়া যায়। ইহাই ঘটিয়া থাকিলে তাহাকে বুঝাইয়া সুঝাইয়া এক সুযোগে দীক্ষা নেওয়ানটা ভাল কাজ হইবে। কেন না, তখন সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে যে, স্বামীর দীক্ষাগ্রহণের দরুণ স্বামিস্ত্রীর জীবনে কোনও ভয়ঙ্কর ওলটপালট ঘটিবার অদূর সম্ভাবনা নাই।

তোমার পত্রখানা বারংবার পাঠ করিলাম। আমার মনে একটা খট্‌কা জাগিয়াছে। তোমার স্ত্রীটীর মস্তিষ্কে কোনও জন্মজাত অসম্পূর্ণতা নাই ত'! হয়ত তাহারই ফলে অযুক্তিযুক্ত আচরণ সমূহ করিয়া যাইতেছে, ডর-ভয় নাই, লজ্জা-সঙ্কোচ নাই। তুমি ভগবানের নাম জপ করিতে বসিলে সে উত্তেজিত হইয়া তোমাকে নামজপে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করে, ইহার পশ্চাতে স্ত্রীজনসুলভ সংযম-ভীতি থাকিতে পারে কিন্তু সাংসারিক বিষয়ে কলহ করিয়া রাগের বশে তোমার পূজার বিগ্রহ ওঙ্কারমূর্ত্তি দূরে নিক্ষেপ করিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ করিবার ভিতরে মস্তিষ্ক-বিকৃতি ব্যতীত আর কি থাকিবে, তাহা ত' তোমার পত্র পাঠে বুঝিতে পারিতেছি না বাবা।

ইহাকে লইয়া সংসার তোমার নিকটে দুর্ব্বিসহ হইয়াছে কিন্তু পত্নীপরিত্যাগের উপদেশ আমি তোমাকে দিতে পারিব না। ধৈর্য্যের সহিত ইহাকে সংশোধন করিবার চেষ্টা করা এবং ইহাকে বিবাহ করার দরুণ জীবনের উপরে যে দুর্ভাগ্যপুঞ্জ ঘনাইয়া আসিয়াছে, তাহাকে অবশ্যম্ভাবী সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া এই দুর্য্যোগের মধ্যেও তোমাকে নিজের সত্যপথে, নিজের ধর্ম্মপথে দুর্ব্বার বিক্রমে চলিতে হইবে। সক্রেটীসের মতন বিশ্ববরেণ্য জ্ঞানীর

মাথায়ও কি তাহার পত্নী জ্যান্‌থিপি কলসী ভরা জল ঢালিয়া দিতে কসুর করিয়াছে? শীতের দেশ, শীতের দিন, তবু কি সক্রেটিশ সহ্য করিয়াই যান নাই? সাধক তুকারামের পৃষ্ঠদেশে প্রহার করিতে করিতে কি তাহার পত্নী একখানা ইক্ষুদণ্ডকে টুকরা টুকরা করেন নাই? তথাপি কি তুকারাম নিজের সাধন-মার্গ কদাচ পরিত্যাগ করিয়াছেন? এই সকল মহদ্দৃষ্টান্ত হইতে শিক্ষা ও প্রেরণা সংগ্রহ কর।

তোমার স্ত্রী পূজার বিগ্রহ পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে, ইহা তাজ্জব ব্যাপার। তুমি তাহার এই অসাধারণ অন্যায়ে বিচলিত বা অভিভূত না হইয়া নিজের কর্ত্তব্য সুদৃঢ় নিষ্ঠার সহিত করিয়া যাইতে থাক। ভগবানকে লইয়া যেখানে কর্ত্তব্য, সেখানে সংসারের কাহারো কোনও বিদ্বেষ বা বাধাকে গ্রাহ্যে আনিবে না। ভগবানেরই দয়াতে একজন আজ তোমার পত্নী বা আত্মীয়, তিনি ইচ্ছা করিলে যে-কাহারো আয়ুষ্কাল ক্ষীণ হইয়া গিয়া মর জগতের এই সাময়িক সম্বন্ধ টুটিয়া যাইতে কতক্ষণ? ঈশ্বরের উপরেই এই ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর কর এবং অবিচলিত পরাক্রমে তোমার আধ্যাত্মিক কর্ত্তব্য সমূহ সম্পাদন করিয়া যাইতে থাক। স্ত্রী যদি বদ্ধ উন্মাদও হইয়া থাকে, তাহা হইলেও তোমার নিষ্ঠার নিকটে তাহাকে এক সময়ে পূর্ণ পরাজয় স্বীকার করিতেই হইবে। তুমি ধৈর্য্যও হারাইও না, ক্ষমাও হারাইও না। ক্ষমায় তুমি হও বিন্ধ্যগিরি, ধৈর্য্যে তুমি হও হিমাচল।

ঈশ্বরের নামে পূর্ণ বিশ্বাস রাখিয়া অবিরাম নামের সাধনা করিয়া যাও। নামের শক্তিতে যাহাদের অবিশ্বাস, সাধ্যমত তাহাদের সংস্রব হইতে দূরে থাক। অবিশ্বাসী, নাস্তিক, ঈশ্বরনিন্দক ব্যক্তিদের সহিত ধর্ম্মালাপ বর্জ্জন কর। নিজের ভাবের ভাবুকদের সহিত ধর্ম্মালাপ করিয়া দিনের পর দিন সাধনের উৎসাহ বর্দ্ধিত কর এবং প্রত্যহ কিছু না কিছু সাধন করিয়া শক্তি সংগ্রহ কর। শক্তি আসিলেই প্রেম আসিবে, প্রেম আসিলেই জগতের প্রতি যুদ্ধে তুমি জয়ী হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৮)

হরিওঁ

কলিকাতা

২৯শে আষাঢ়, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইয়াছি। বিস্তারিত উত্তর পরে সম্ভব হইলে দিব। এখন সংক্ষেপে লিখিতেছি।

তোমরা প্রতিটি ভাইবোন নিজেদের শক্তির তৌল কর। কারণ, আমি চাহি, তোমরা প্রত্যেকে অগৌণে তোমাদের শক্তির সদ্ব্যবহারে ব্রতী হও। কে কোন্ বিষয়ে কতটুকু শক্তি ধরে, তাহা

জানা না থাকিলে, কাজে হাত দিয়া পূর্ণ আত্মবিশ্বাস অব্যাহত রাখা যায় না।

কথা বলিতে পারাটাকেই তোমরা শক্তি বলিয়া ভ্রম করিও না। একটা রাজনৈতিক দৃষ্টান্ত দেই। দিল্লীর মহামন্ত্রীরা বিগত সতেরো বৎসরে কত কথাই না কহিয়াছেন কিন্তু পারিয়াছেন কি দুর্ব্বলদিগকে সবল করিতে? পারিয়াছেন কি দরিদ্রের দারিদ্র্য-মোচন করিতে? পারিয়াছেন কি প্রত্যেকটী করদাতা এবং ভোটদাতাকে নিজ নিজ অপকৃষ্ট অবস্থা হইতে উন্নীত করিতে? দেশের অবস্থা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিতেছে, ইহার কিছুই তাঁহারা পারেন নই কিন্তু টনে টনে কাগজ ছাপা হইয়াছে ইহাদের বাজে কথাগুলির প্রচার করিতে। যে সকল কথা আবর্জ্জনার স্তূপে নিক্ষেপ করিলে দেশের কোনও ক্ষতি হইত না, সে সকল কথার জন্য কোটি কোটি টাকা কাগজে, কালিতে আর ব্লকে খরচ হইয়া গিয়াছে। এই নিতান্ত অকেজো খরচগুলি কতক গিয়াছে সরকারী অর্থকোষ হইতে, কতক গিয়াছে জনসাধারণের পকেট হইতে। অথচ লাভ হয় নাই দুই চারিটি কাণাকড়িও।

এই দৃষ্টান্ত হইতে শিক্ষা অর্জ্জন কর। যাহারা কেবল কথা বলে, তাহাদিগকে কর্ম্মী বলিয়া ভ্রম করিবার যে মানসিক রোগ অনেকের থাকে, তোমরা কদাচ তাহা দ্বারা আক্রান্ত হইও না। কিন্তু কথা না বলিলে কাজ করা যায় না, মাত্র ততটুকু কথা বলা। প্রত্যেক ভাই-বোনকে কিছু না কিছু বণ্টন করিয়া দাও। একজনকেও

অলস থাকিতে দিও না। আমি চাই, প্রতিজনে কাজ করুক। কেহ বেশী করুক, কেহ কম করুক, কিন্তু করুক। কেহ গুরুদায়িত্বপূর্ণ কাজ করুক, কেহ স্বল্পদায়িত্বের কাজ করুক, তবু করুক। কাজ করে না, এমন একজনও থাকিবে না। প্রত্যেকে জগন্মঙ্গলের দীক্ষা পাইয়াছে, শুধু নিজেকে নিয়া বিব্রত থাকিবার অধিকার তোমাদের কাহারও নাই।

জনসমাজে তোমাদের জন্য প্রচুর শ্রদ্ধা পুঞ্জিত হইয়া রহিয়াছে। ইহার একটী কারণ, তোমাদের আদর্শের উচ্চতা। অপর কারণ, তোমাদের প্রয়াসের সাত্ত্বিকতা। সর্ব্বশেষ কারণ, ধারাবাহিক প্রযত্নে অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া আমি তোমাদের পথ দেখাইয়া নিবার জন্য একটি মাত্র সুনির্দ্দিষ্ট পতাকা হাতে নিয়া আগে আগে চলিয়াছি। জনসাধারণের অন্তরের সেই শ্রদ্ধার সুযোগ নিয়া তোমরা তোমাদের কর্ম্মনীতিকে বেগবতী করিবার চেষ্টা কর। নীতি কেবল কথার কথায়ই যেন পর্য্যবসিত না হয়, নীতিকে গতিশীলাও করিতে হইবে। কাজ করিতে নামিলেই দেখিবে, বিশ্বজনের প্রতি কি অপার অকৃত্রিম প্রীতি তোমাদের আপনাআপনি জাগিয়াছে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৯)

হরিওঁ কলিকাতা
২৯শে আষাঢ়, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

দুর্নীতি-দমনের বিরুদ্ধে আজকাল খবরের কাগজে বড় বড় নামী লোকদের অনেক বক্তৃতা পাঠ করা যাইতেছে। কথা যখন খুব হইতেছে, তখন কাজ বিশেষ হইবে না বলিয়াই মনে হয়। আশ্রমের ব্যাপারে দিল্লীতে তদ্বির করিতে তুমি আমাকে যে যে পরামর্শ দিয়াছ, তাহা করিতে আমি আমার অক্ষমতা জানাইতেছি। একদল ক্ষমতাধিকারীর দুয়ারে গিয়া কোনও বিষয়ে তদ্বির করার মানেই হইতেছে তোষামোদ করা। সত্য যদি নিজের শক্তিতে জয়ী না হয়, তাহাকে জয়ী করিবার জন্য যদি বড়-মানুষদের দুয়ারে দুয়ারে ধর্ণা দিতে হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে, আমার সত্য সত্যই নহে। বড় মানুষদের তোষামোদ না করিয়া বরং হারিয়া যাইতেই চাহি। খোশামুদির বিদ্যাটা জীবনে কখনো শিক্ষাই করি নাই, বাকী জীবনে করিতেও চাহি না।

একটা অতি তুচ্ছ ব্যাপারে আমাকে তিন বৎসর কাল ক্ষমতার ভৈরবী-চক্রের চক্রান্তের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইয়াছে। তাহার ফলে যেটুকু জয় হইয়াছে, আমি তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে চাহি।

উচ্চস্তরে গিয়া খোশামুদি চালাইয়া আমার লব্ধ জয়কে কলঙ্কিত করিব না।

সত্যের বলে সত্যকে জয়ী করা যায় কিনা, তোমরা প্রতিজনে তদ্বিষয়ে সর্ব্বদা অবহিত থাক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩০)

হরিওঁ

কলিকাতা

২৯শে আষাঢ়, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

মণ্ডলীর সম্পাদকত্ব হাতে নেওয়ার মানে মণ্ডলীর সেবকত্ব গ্রহণ করা। যে সেবক, তাহার মধ্যে স্পর্দ্ধা থাকিবে না, গর্ব্ব-দম্ভ-অহঙ্কার থাকিবে না, থাকিবে সুবিনীত সেবার ইচ্ছা। সেবা করিবার জন্যই তাহার যাবতীয় পুরুষকার, কর্ত্তৃত্ব খাটাইবার জন্য নহে। এই কথাটী মনে রাখিয়া কাজ করিও।

তোমাদের হাতে মণ্ডলী আসিয়াছে। ইহার ফল শুভ হউক। এখন যদি তোমরা মণ্ডলীকে ব্যাপক প্রসার ও সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা প্রদান করিতে না পার, তাহা হইলে কলঙ্ক তোমাদের হইবে।

দলাদলির ভাব সকলের মন হইতে দূর করিয়া দিবার দায়িত্ব যে তোমাদের, এই কথা কদাচ ভুলিয়া যাইও না।

পুরাতন কাসুন্দি ঘাটিবার অভ্যাস প্রতি জনে পরিত্যাগ কর। কাসুন্দি খারাপ হইয়া গেলে লোকে তাহা সুদূরে নিক্ষেপ করে। অতীতের যাবতীয় কলহ-কচায়নের চির-সমাধি তোমরা রচনা কর।

অতীতে যখনই তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটিয়াছে, প্রত্যেকটী স্থলে তোমাদের বাঁধা বুলি ছিল, "আদর্শের অবনমন হইতে দিব না।" এখন যে সময়ে মণ্ডলী তোমাদেরই হাতে আসিয়া পড়িয়াছে, সেই সময়ে সেই কথাটি ভুলিয়া যাইও না। ভ্রাতার সহিত শত্রুবৎ ব্যবহার কদাচ আদর্শানুগামী নহে। অতীতে কোনও ভ্রাতা কোনও দোষ করিয়ছিল বলিয়া জন্মের মতন তাহার মুখদর্শন হইতে বিরত থাকা ভ্রাতৃপ্রীতির নিদর্শন নহে। অতীতে কেহ সৎকাজ করিতে গিয়া অসৎ কাজ করিয়া ফেলিয়াছিল বলিয়া ভবিষ্যতে আর কখনও তাহাকে সৎকাজের সুযোগ দেওয়া হইবে না, এই জিদ কোনও হৃদয়বান্ ব্যক্তির পক্ষে পোষণীয় নহে। হৃদয় ছাড়া আদর্শ বাঁচে না। হৃদয় ছাড়া আদর্শ বাঁচিলে ফাঁসীর মঞ্চের জল্লাদেরা জগতের শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলিয়া পরিপূজিত হইত। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩১)

হরিওঁ কলিকাতা

২৯শে আষাঢ়, ১৩৭১

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

গুরুদেবকে শয্যাদান করা অনেক গৃহস্থই পরম পুণ্যজনক বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। শয্যদানের প্রকৃত অর্থ কিন্তু লেপ-তোষক বালিশ-ওয়াড় প্রভৃতি দেওয়াই নহে। মানুষ নিশ্চিন্ত না হইলে সুনিদ্রা লাভ করিতে পারে না। যেই গুরুদেব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, তাঁহাকে শয্যাদান করিলেও তিনি সুনিদ্রার অধিকারী হন না। এই কারণে শয্যাদান কথাটীকে একটু গূঢ়ার্থে বুঝিতে হইবে। গুরুদেবের চিত্তের উদ্বিগ্নতা কমাইয়া দেওয়ার নামই শয্যাদান। গুরুদেবের যদি জীবনের কোনও মহৎ সঙ্কল্প থাকে, তবে সেই সঙ্কল্পের সংসিদ্ধির জন্য সহায়তা করাই শয্যাদান। একার্য্য প্রত্যেক শিষ্যের কর্ত্তব্য কিন্তু স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে শিষ্যের মনে এ ভাব জাগ্রত না হইলে, কোনও সদ্‌গুরু শিষ্যকে এই বিষয়ে খোঁচাইতে পারেন না।

নিজেকে মনের উর্দ্ধে স্থাপন কর। তুমি আর তোমার মন এক বস্তু নহে। তোমার মন তোমার কুশলের জন্য চিন্তা করে, শান্তির জন্য ব্যাকুল হয় কিন্তু সর্ব্বকুশলের মূল যে বস্তু, তুমি নিজে তাহাই। সর্ব্বশান্তির আকর যে তত্ত্ব, তোমার স্বরূপ তাহাই।

তুমি মনের ব্যাকুলতা, বিমূঢ়তা, উদ্বেগ এবং অশান্তি সব-কিছু অগ্রাহ্য করিয়া তোমার পরম প্রিয়তম ভগবন্নাম নিয়ত স্মরণ করিতে থাক। নাম যে তোমার কত বড় বান্ধব, তাহা নাম জপিতে জপিতে টের পাইয়া যাইবে।

সংসার কদাপি দুঃখহীন হয় না। তবে, একটানা দুঃখ অসহনীয়। সংসারের বিচিত্র অবস্থানিচয়ের মধ্যে মনকে সর্ব্বদা দুঃখবোধের অতীতে রাখিবে। সুখেরও লোভ রাখিও না, দুঃখেও ভীতগ্রস্ত হইও না।

তোমার সর্ব্বসঙ্কট-মোচন হউক, এই আশীর্ব্বদ করি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩২)

হরিওঁ কলিকাতা

৩০শে আষাঢ়, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

কেহই যদি তোমাকে সহায়তা না করে, জানিও ঈশ্বর তোমার আছেন। তুমি পরমেশ্বরের নামে নিজেকে নিঃশেষে নিয়োজিত কর। কেহ অযাচিত ভাবে সহায়তা করিতে আসিলে মিথ্যা আত্মসম্মান-জ্ঞানের দোহাই দিয়া তাঁহার সহায়তা নিতে বিরত

হইও না। তুমি ভগবানের কাজ করিতেছ। এ কাজে সহায়তা করিবার অধিকার সকলের আছে।

কিন্তু তোমার কর্ম্মের সাবলীল গতিকে প্রবারিত করিবার উদ্দেশ্যে যদি কেহ সহায়তা করিতে আসেন, তাহা হইলে সেই সহায়তা তুমি গ্রহণ করিও না।

লোকের কিরূপ সহায়তা গ্রহণ করিতে গেলে কর্ম্মের গতি শ্লথ হয়, সূক্ষ্ম বিচার দিয়া তাহা নির্ণয় করিতে হইবে।

যাঁহারা পাপের দ্বারা অর্থ অর্জ্জন করেন, তাঁহাদের দান গ্রহণে কর্ম্মের গতি কমে। যাঁহারা নিজেদের কর্ত্তৃত্ব স্থাপনের গোপন উদ্দেশ্যে দান করেন, তাঁহাদের অর্থ কর্ম্মে জটিলতা এবং কূটচক্র সৃষ্টি করে।

এজন্য সাধারণ লোকের তুচ্ছ তুচ্ছ স্বাভাবিক সহায়তাকেই সর্ব্বদা বহুমানন করিবে।

ধনীদের তুষ্ট রাখিতে গিয়া বহু মঠ ও আশ্রমের মহারাজেরা অতি সাধারণ চাটুকারের নিম্নতায় অবতরণ করিয়াছেন, এইরূপ কুদৃষ্টান্ত আছে।

দরিদ্রের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অল্প সেবায় অসন্তুষ্ট হওয়ার মধ্যেও প্রচ্ছন্ন ভিক্ষাবৃত্তি বিরাজিত। কাহারও নিকটে কিছুমাত্র প্রত্যাশা করিও না কিন্তু কেহ সাত্ত্বিক আগ্রহে ছোট কোনও সেবা দিলে তাহা প্রত্যাখ্যানও করিও না। ছোট সেবাকে বড় চ'খে দেখিতে চেষ্টা করিও।

দুদিন পরেই পুপুন্‌কী যাইতেছি। গিয়া হয়ত দেখিব, দুই চারি জন শ্রমদাতা আশ্রমকে শ্রমদান করিবার জন্য দূরদেশ হইতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাহারা যদি গল্প-গুজবে সময় নষ্ট না করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়টুকু কেবল ঘাসের গোড়াই তোলে, তবে তাহাই আমি অতি বড় সেবা বলিয়া মনে কবির। সেবার পশ্চাতে কেমন প্রাণটা আছে, দেখিতে হইবে।

সর্ব্বক্ষণ ঈশ্বরের নামে মনকে পূর্ণ রাখিয়া কাজ করিতে থাক। পরমেশ্বরকে ভুলিয়া যাও বলিয়াই ত' অহঙ্কার, অভিমান, দর্প, দম্ভ, ঈর্ষ্যা, দ্বেষ ও দুর্ব্বলতা তোমাদিগকে ঘিরিয়া ধরে।

যাহার সহিত যখন দেখা হইবে, একটী কথা প্রত্যেকের মনে জাগাইয়া দিও,—"হরি ওঁ—ঈশ্বর আছেন।" তিনি আছেন বলিয়াই আমরা আছি। তিনি আছেন বলিয়াই সকলে আছে। তিনি আছেন বলিয়াই সকলে আমরা সকলের জন্য আছি। কেহই আমরা একার জন্য বাঁচিয়া নাই, কেহই আমরা একার জন্য জন্মগ্রহণ করি নাই, কেহই যেন আমরা একার জন্য খাটিতে খাটিতেই মরিয়া না যাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৩)

হরিওঁ কলিকাতা

৩১শে আষাঢ়, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

শ্রমদানের জন্য পুপুন্‌কী আশ্রমে কর্ম্মী পাঠাইতেছ জানিয়া বড়ই সুখী হইলাম। কিন্তু কর্ম্মীর সম্পর্কে যে সব গুণাগুণের প্রয়োজন আছে বলিয়া পূর্ব্বে জানান হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সম্যক্ অবহিত আছ কি না, দেখিও। লোক পাঠাইলেই সে কাজ করিতে পারে না, কাজ করিবার একটা প্রবল ইচ্ছাও তাহার থাকা চাই।

আমি শ্রমদানের জন্য কর্ম্মী চাহিয়াছি কিন্তু কেহ কেহ পাঠাইয়াছে টাকা। টাকা ত' আমি চাহি নাই। আর, এই সময়টাতে পুপুন্‌কী অঞ্চলে টাকা দিয়াও লোক পাওয়া যায় না বলিয়াই ত' শ্রমদানী কর্ম্মীর আহ্বান।

একা একটা লোকের পক্ষে অনেক দূরদেশ হইতে নিজ যাতায়াতের পাথেয় বহন করিয়া আসা খুব সহজ কথা নহে। এজন্য একটী প্রকৃষ্ট সদ্যুক্তি হইতেছে, একজনের শ্রমদান-চেষ্টার পশ্চাতে বহু জনের সহযোগকে সংযুক্ত করা। যে শ্রম দিতে আসিবে, সে যে স্থান হইতে আসিবে, সেই স্থানের মণ্ডলীর প্রত্যেক সদস্য অল্প অল্প করিয়া আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করিলে,

যাতায়াত ব্যয়ের দুশ্চিন্তাটুকু না করিয়াই সে এক যাত্রায় তিনটী সুফল সংগ্রহ করিতে পারে। (১) গুরুধাম দর্শন, (২) আশ্রমে শ্রমদান, (৩) অন্যান্য শ্রমদানী ভ্রাতাদের সান্নিধ্য ও সাহচর্য্য লাভ করিয়া সম্ভবমত আত্মবিশ্বাস, আদর্শ-বিশ্বাস ও ঈশ্বর-বিশ্বাস অর্জ্জন করা।

শ্রমদান করিতে যাহারা যাইবে, তাহাদের আহারীয় সংগ্রহের ভার যদি আশ্রমের উপরেই রাখ, তাহা হইলে শ্রমটা ঠিক ঠিক দানের পর্য্যায়ে গিয়া পড়ে না, উহা একপ্রকারের বিনিময় হইয়া পড়ে। যদিও এই বিনিময় সুষম হইতে পারে না, হইয়া থাকে অসম, তবু ইহা বিনিময় ত' বটে! এইজন্য, শ্রমটুকুকে পূর্ণদানের মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য শ্রমদানীর আহারীয়-ব্যয়ের ভার আশ্রমের স্কন্ধ হইতে তুলিয়া নেওয়া আবশ্যক। আমি তোমাদিগকে এই বিষয়ে কোনও নির্দ্দেশ দিতেছি না, এই বিষয়ে আদর্শ আচরণটুকু কি, তাহার ধারণা দিতেছি।

এইবার শ্রমদানী অধিক মিলিবে না। কারণ, কাজটা এবং ইহার ঢংটা তোমাদের কাছে একেবারে নূতন। কিন্তু এই বারের দৃষ্টান্ত হইতেই তোমরা আগামী বর্ষায় শ্রমদানের জন্য তৈরী হইতে পার। প্রকৃত পরিশ্রমী ব্যক্তি নির্ব্বাচন করিতে পার, তাহাকে এক মাসের জন্য পাঠাইবার আয়োজনে এক বৎসর আগে হইতেই কাজ ধরিতে পার, সে যাহাতে আশ্রমের পীড়া উৎপাদন না করিয়া তোমাদের অন্ন উদরস্থ করিয়াই নিজ বাহুযুগল

দিয়া প্রচণ্ড কাজ করিয়া আসিতে পারে, তাহার ব্যবস্থায় নামিতে পার। আগামী বৎসর ঠিক ১লা শ্রাবণ তারিখেই সকল শ্রমদানীকে নিজ নিজ বিছানা কম্বল, মশারি, থালা-ঘটি-গ্লাস লইয়া পুপুন্‌কী আশ্রমে পৌঁছিতে হইবে।

অনেক বিচিত্র আবেদন পাইয়াছি। একজন লিখিয়াছেন,—"গুরুতর পীড়া হইতে উঠিয়াছি, শরীরও দুর্ব্বল, আবার স্থানীয় দশ-রকমের জন-সাধারণের কাজে আবদ্ধ,—আমি যাইব কি?" কেহ লিখিয়াছেন,—"ঘরে গুরুজনেরা পীড়িত, অমুক অসুবিধা, তমুক আশঙ্কা,—আমি যাইব কি?" এই জাতীয় পত্রলেখা প্রকৃত প্রস্তাবে কাগজ-কলম আর ডাকটিকিটের অপব্যয় ছাড়া আর কিছুই নহে। সব চেয়ে বড় অপব্যয়টা হইতেছে লেখকের ও পাঠকের পরমায়ুর। সময় যে আয়ু, সময় নষ্ট হইলে যে বৃথা আয়ুক্ষয় হয়, এ কথাটা ইঁহারা বোঝেন না।

যে নিজে আসিতে পারে না, সে অপরকে পাঠাইবে, অপরের আসিবার সহায়তা করিবে। কিন্তু, যে আসিবে, তাহার স্বাস্থ্য অটুট থাকা চাই, শ্রমের শক্তি থাকা চাই, শ্রমের রুচিও থাকা চাই। একান্ত অনুগত হইয়া নির্দ্দেশ পালন করিয়া যাইবার ইচ্ছা ও যোগ্যতা তাহার থাকা চাই।

এই বৎসর শ্রমদানটী সুরু হইল। কাজ দেখিয়া ফলাফল বিচার করিব। দোষ-ত্রুটিগুলি আগামী বারে সংশোধনের চেষ্টা

করিতে হইবে কিন্তু এই প্রথাটীকে আর লুপ্ত হইতে দিব না। পুপুন্‌কীটা যে বিহারেরই নহে, ইহা যে বাংলার, আসামের, উড়িষ্যার, উত্তর প্রদেশের, অন্ধ্রের, মাদ্রাজের, পাঞ্জাবের, গুজরাটের—প্রতি বৎসর বাংলা সনের ১লা শ্রাবণ হইতে শ্রমদানের মধ্য দিয়া তাহার নূতন নূতন প্রমাণ আমরা সৃষ্টি করিব। ইহার ভিতর দিয়া প্রান্তে প্রান্তে আত্মীয়তা, প্রদেশে প্রদেশে কুটুম্বিতা সৃষ্ট হইবে। ইহা পরোক্ষভাবে বিশ্বমানবপ্রেমের সৃষ্টিযজ্ঞে আহুতির হবিরুঞ্জলি হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৪)

হরিওঁ

কলিকাতা

৩১শে আষাঢ়, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

একা একজনের কাছে গেলে যে কাজ হয় না, তিনটী লোক মিলিত হইয়া সেখানে গেলে সে কাজ হয়, ইহার প্রমাণ এবার ডিব্রুগড়ে তোমরা দেখাইলে। ইহা দেখিয়া সকলে শিখুক, ইহাই চাহি।

চারিদিকে কেবল আত্ম-অবিশ্বাসের রাজত্ব দেখিতে

পাইতেছি। আত্ম-অবিশ্বাস মজ্জাগত হইলে তাহা আত্মাবজ্ঞায় পরিণত হয়। তোমাদের গৌরব করিবার কত কিছু আছে, তবু তোমরা মানুষের কাছে দাঁড়াইতে ভয় পাও। অন্য দিকে, যে আদর্শের ধ্বজা ধরিয়া তোমরা দাঁড়াইয়াছ, দূর হইতে তাহার চূড়াটী মাত্র দেখিয়া কত প্রতিষ্ঠানের হৃৎকম্প হইতেছে। তাহারা নিতান্ত দুর্ভাগা, যাহারা নিজেদের মত ও পথের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে, নিজেদের আচার ও আদর্শের উদারতা সম্পর্কে, নিজেদের কর্ম্ম ও ধর্ম্মের সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক মহত্ত্ব সম্পর্কে পূর্ণ-প্রত্যয়- সম্পন্ন নহে।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের আত্মপ্রত্যয় বৃদ্ধির জন্য বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়া বলিয়াছিলেন,—এখন আমাতে নির্ভর কর, নির্দ্দেশ পালন কর। শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের আত্মপ্রত্যয় বৃদ্ধির জন্য বলিয়াছিলেন,—আমিই রাম, আমিই কৃষ্ণ, আমাতে বিশ্বাস কর। তোমাদিগকে ডাকিয়া আনিয়া আমাকেও অনুরূপ বলিতে হইবে, ইহা মনে করিবার কোনও হেতু নাই। তোমাদের আত্মপ্রত্যয় আসিবার অনুকূল অজস্র ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে। ইহার পরেও যে লাজে ভয়ে ম্রিয়মান হইয়া চলা, ইহা পক্ষাঘাতের লক্ষণ ছাড়া আর কিছুই নহে।

দুই এক স্থানে আত্মপ্রত্যয়ের অতি ক্ষীণ দীপ্তি দেখা যাইতেছে। ইহাকে বহ্নিমান্ খাণ্ডবে পরিণত করিতে হইবে। যাহারা বিশ্বাসী তাহারা আর সময় নষ্ট করিও না। তোমাদের কর্ম্ম নূতন, ব্রত

নূতন, লক্ষ্য চিরপুরাতন হইয়াও চিরনূতন। তোমাদিগকে আজ লোকে বুঝিতে না পারে, কাল সাদরে স্বীকার করিবে। তৃণভোজনে ক্লান্ত বৃষভ-প্রবরের ন্যায় রোমন্থন বা গিলিত-চর্ব্বণ করিতে আমি আসি নাই। গতানুগতিকতা আমার পন্থা নহে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৫)

হরিওঁ

কলিকাতা

৩১শে আষাঢ়, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। তোমার পুত্রের নাম "স্বাগত" রাখিও। পুত্রকন্যার নাম সদর্থযুক্ত হইলে অনেক সময়েই তাহাদের জীবনে উহার কিছু কিছু প্রতিফলন হয়। যাহার নাম 'জিতেন্দ্রিয়", সে যদি জীবনে হীন ইন্দ্রিয়-সেবায় রত হয়, তাহা হইলে তাহার নিজ নামই তাহাকে দিনে পাঁচ বার করিয়া ধিক্কার দিবে। অনেকের পক্ষে নিজের নামটী প্রেরণাদায়ক হইয়া থাকে। অনেকে আজকাল নিজ নিজ ছেলের নাম অরবিন্দ, বিবেকানন্দ রাখিয়া থাকেন। ইহাব শুভফল অনিবার্য্য। আমি ত শুভসুন্দর, সত্যসুন্দর প্রেমসুন্দর, প্রেমাঞ্জন, প্রেমদয়াল, প্রেমকমল,

আনন্দকমল, আনন্দসুন্দর, নিত্যসুন্দর, শিবসুন্দর, নিরঞ্জন, জ্ঞানাঞ্জন, জ্যোতির্ম্ময়, অম্লানকুসুম, উৎসব, উজ্জ্বল ইত্যাদি রাখিয়া থাকি।

তোমাদের স্থানটী যতই ছোট হউক, তোড়জোড় করিয়া একটী অখণ্ড-মণ্ডলী গঠন করিয়া ফেল। কাজ সুরু করিলেই দেখিবে, চারিদিকে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। চেষ্টা করিয়া মানুষকে আকর্ষণ কর এবং সততা ও প্রেম দিয়া তাহাদের ধরিয়া রাখ। মণ্ডলী গঠন করা এবং সকলকে তাহার সহিত সংযুক্ত করিয়া রাখা তোমাদের অতি প্রধান কর্ত্তব্য। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৬)

হরিওঁ

কলিকাতা

৩১শে আষাঢ়, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

পত্নীর প্রয়াণে পতিরা অনেকে পৃথিবীর সকল দেশেই পুনরায় দারান্তর গ্রহণ করেন। ইহার ভালমন্দ বিচার করিতে চাহি না। যাহাদের বিবাহ প্রয়োজন, তাহারা বিবাহ করিবে, ইহাতে

বিরুদ্ধতা করিয়া লাভ নাই। তবে বিপত্নীকের পক্ষে বিধবা পাত্রী সুলভ্যা হইলে তাহাকেই বিবাহ করা উচিত। ইহা দ্বারা বিবাহেচ্ছুকা বিধবার সৎ পাত্রসংগ্রহের সাহায্য করা হয়।

বিধবা-বিবাহে পতিপত্নীরা সুখী হন কিনা, জানিবার সুযোগ পাই নাই। সুখী হইবার যাহাদের ইচ্ছা আছে, চেষ্টা-চরিত্র করিয়া সুখী তাহারা হইতে পারে। সুখী হইতে হইলে সুখী হইবার মত মেজাজ রাখা চাই। সব-কিছুতে ঈশ্বর-নির্ভর থাকিলে, সুখ তোমার কাড়িয়া নিবে কে? সুখের মূল নির্ভর, সুখের মূল নিঃশঙ্ক মন। সুখী হইতে চেষ্টা কর, তোমার বর্ত্তমান অবস্থায় ইহাই আমার বিশেষ উপদেশ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৭)

হরিওঁ

কলিকাতা

৩১শে আষাঢ়, ১৩৭১

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

গরীব বলিয়া তোমার পত্রের উত্তর দেই নাই, ইহা কি লিখিয়াছ মা? শত শত পত্র আসে। পড়িয়া শেষ করিতে পারি

না। মাসে মাসে দুই তিন স্তূপ না-পড়া চিঠি বস্তাবন্দী হইতেছে। পড়িয়া শেষ করিতে পারি না, উত্তর দেই কখন?

চিঠি লেখাই ত' আমার একমাত্র কাজ নয় মা। আরও কত রকমের কর্ত্তব্য রহিয়াছে। প্রত্যেকটা কর্ত্তব্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবে পালনের জন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা করি। শুধু চিঠি লিখিয়া দিন কাটাইতে হইলেও সব চিঠির উত্তর দেওয়া সম্ভব হইত না। অন্যান্য কর্ত্তব্য কার্য্য করিবার পরে প্রত্যেকখানা পত্রের উত্তর দিবার কি করিয়া আশা করিতে পারি?

আমার নিকট ধনী ও দরিদ্র সবাই সমান। তবু ধনীরা অভিযোগ করেন, আমি তাঁহাদের অবজ্ঞা করি। দরিদ্রেরা তোমার মত মনে করিয়া বসেন, গরীব বলিয়া তাঁহাদের কথায় কাণ দিলাম না। আমি সকলের কথায় সমান মনোযোগ দেই বলিয়াই এই বিপত্তি হইয়াছে।

ধনি-দরিদ্র আমার নিকটে সমান হইলেও কার্য্যতঃ আমি দরিদ্রদের জন্য বেশী পরিশ্রম করিতেছি। ধনী আর্ত্তেরা আমার নিকটে ধনের প্রত্যাশা করেন না, তাঁহাদের প্রয়োজন অন্য দিকে। কিন্তু দরিদ্র আর্ত্তের আত্মার ক্ষুধা মিটাইবার চেষ্টার সাথে সাথে পেটের ক্ষুধা মিটাইবার চেষ্টাও করিতে হয়। আমি যে পুপুন্‌কীর রুক্ষ মরুভূমিতে আটত্রিশটী বৎসর গাইতি-কোদাল শাবল-খোন্তা চালাইলাম, তাহা একমাত্র দরিদ্রদের মুখপানে তাকাইয়াই।

এত কথা বুঝিবার তোমাদের ক্ষমতা নাই। এজন্যই এমন অসম্ভব অনুযোগ করিয়াছ।

নানা বিপদ-আপদের মধ্যে আছ জানিয়া দুঃখিত হইলাম। দুঃখের সহিত লড়াই দিয়া তোমাদিগকে জয়ী হইতে হইবে। দুঃখ বা বিপদকে দেখিয়া ভয় পাইও না। ক্ষুদ্র বা বৃহৎ প্রতিটি মানুষেরই জীবনে দুঃখ আসে, বিপদ আসে। যে বিপদকে অগ্রাহ্য করিতে পারে, সে মানুষ নামের যোগ্য হয়। ছোটদের কাছে বড় দুঃখ আসিলে বেসামাল ব্যাপার হয় কিন্তু জগতে অনেক ছোটরা বড় বড় দুঃখকে জয় করিয়াছে। দুঃখ এবং মৃত্যু, সাহস সহকারে এই দুইটীরই সম্মুখীন হইতে হইবে।

ভগবানে প্রেম থাকিলে কোনও দুঃখই মানুষকে অভিভূত করিতে পারে না। এমনকি মানুষের প্রতি, সমাজের প্রতি, দেশের দশজনের প্রতি প্রেম থাকিলেও মানুষ দুঃখকে অনায়াসে অগ্রাহ্য করিতে পারে। অন্তরে প্রেমের অনুশীলন বাড়াও। দুঃখ আসে আসুক, প্রেম তোমাকে দুঃখে অভিভূত না হইতে সাহায্য করিবে।

বলিবে, দীন-দুঃখী আমি, দেশকে, দশকে কি ভালবাসিব। মাগো, দীনদুঃখীদেরই ভালবাসার সম্ভাবনা বেশী, ক্ষমতা বেশী। দীন-দুঃখীরাই নিয়ত অহঙ্কার-বিমুক্ত হয়। অহঙ্কার ভালবাসার শত্রু। দামী ও নামী লোকেরা ভিতরে ভিতরে অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া থাকে, এজন্য মধু-গতি ভালবাসা তাহাদের মধ্যে প্রবেশ

করিতে ক্লেশবোধ করে। বড়দের ভালবাসা অধিকাংশ সময়েই ভালবাসার অভিনয় মাত্র। দুঃখ দিয়া ভগবান তোমার অভিনয়বৃত্তি কাড়িয়া নিয়াছেন, ইহা কম কথা নহে।

নিয়ত ঈশ্বর-প্রেমে মগ্ন হইয়া থাক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৮)

হরিওঁ

কলিকাতা

৩২শে আষাঢ়, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

ঘরে ঘরে যাও বার্ত্তা লইয়া। সেই বার্ত্তা প্রতি জীবের শিবত্বের। সেই বার্ত্তা প্রতি ব্যক্তির মহামুক্তির। প্রত্যেকে যে নিজ নিজ শক্তিতে নিজেদের উদ্ধারসাধন করিতে পারে, এই বার্ত্তা প্রতি কাণে প্রতি প্রাণে পৌছাইয়া দিতে হইবে। দাসসুলভ পরনির্ভরতা মানুষের সংস্কারকে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছে বংশানুক্রমে। কি সংসারক্ষেত্রে, কি আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে, সর্ব্বত্র ইহা সত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তোমরা হিমালয়ের প্রস্তররাশির দ্বারা প্রবারিত গঙ্গার ধারাকে ভগীরথের শঙ্খ-নিনাদে দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, কুটীরে কুটীরে পৌছাইয়া দাও।

এই ত' ঘুরিয়া আসিলাম। চখে দেখিলাম হাজার হাজার লোকের ভিড় কিন্তু প্রাণে বুঝিলাম, কাজ তোমরা তেমন কর নাই, কেবল ফাঁকি দিয়া বেড়াইয়াছ, আলস্যে ঔদাস্যে কাটাইয়াছ, ঘরে বসিয়া কোলাহল করিয়া অনেক কথা বলিয়া ফেলাকেই কাজ বলিয়া ভ্রম করিয়াছ। সত্য চিন্তার শক্তিই আলাদা। তোমাদের চিন্তায় ও কর্ম্মে ফাঁকি না থাকিলে স্বল্প চেষ্টায় যাহা ঘটিতে পারিত, হাজার হাজার লোকের সমাবেশ সত্ত্বেও অনুভব করিয়া আসিলাম, তাহার স্বল্পাংশও যেন হয় নাই। একি অদ্ভুত পরিস্থিতি! কত জনে পিতলের গায়ে গিল্‌টি দিয়া সোনা বলিয়া চালাইতেছেন, আর তোমরা খাঁটি সোনা হাতে পাইয়া তাহাকে জনগণগ্রাহী করিতে পারিলে না!

পুনরায় আমি তোমাদের মধ্যে যাইব। এবার তোমাদের প্রতিটি স্থানের জন্য যতটুকু সময় দিতে পারিয়াছি, আগামী বার তাহার চেয়ে অনেক কম সময় দিতে পারিব। কারণ, এখন সময়ের মূল্য বাড়িয়াছে। তোমরা এই গুরুতর কথাটুকু প্রাণ দিয়া উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিও। সময় মানে পরমায়ু, সময় মানে সুযোগ, —যাহা একবার চলিয়া গেলে দ্বিতীয় বার আসে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৯)

হরিওঁ কলিকাতা

৩২শে আষাঢ়, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

আমার সন্তান-সংখ্যা লক্ষাধিক। তুমি প্রত্যেকটী সন্তানের কাছ হইতে মাসিক একটী করিয়া টাকা তুলিয়া আনিয়া মালটিভারসিটি বা বিশ্ববিদ্যাকেন্দ্রে লাগাইবার প্রস্তাব করিয়াছ। প্রস্তাব সাধু কিন্তু এভাবে কাজ করা আমার চলে না। কারণ, তাহাতে অনেক অসাত্ত্বিক দান আসিবে। আমার ভক্তিমান সন্তানেরা না চাহিতে নিজেদের প্রাণের গরজে যে যত তুচ্ছ পরিমাণেই দিয়া থাকুক বা দিতে থাকুক, তাহা দ্বারাই আমার বিরাট প্রতিষ্ঠান মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে, ভগবানের দয়ায় প্রতিষ্ঠান আস্তে আস্তে গঠিত হইয়া যাইবে। যাহার চূড়ান্ত সাফল্য অবশ্যম্ভাবী বলিয়া জানি, তাহার জন্য আর অসাত্ত্বিক দানের প্রতি হস্তপ্রসারণ কেন করিব বাবা? প্রতিষ্ঠানে অসাত্ত্বিক দান আসিলে, তাহার ভিত্তি দুর্ব্বল হইয়া যায়। দানপ্রবৃত্তি অন্তরের একটা অতীব শুচি অবস্থার ক্রিয়া। জগদ্‌ভরা সকলের অন্তরের সেই সূচিতাই আমার কাম্য, কাহারও দান কাম্য নহে।

যার অর্থ নাই, সেও সৎপ্রতিষ্ঠানের জন্য কত কিছু করিতে পারে। শ্রমদান ইহাদের মধ্যে একটী শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম। আগে অন্তর

শুচি হউক, তবে ত' এসকল কথা ইহাদের প্রাণে জাগিবে। দানের জন্য কাহাকেও পীড়াপীড়ি করিতে যাইও না। ইহারা প্রত্যেকে নিজ নিজ সাধন-পথে অবিচলিত বিক্রমে অগ্রসর হউক, তার জন্য চেষ্টা কর বাবা। দক্ষিণা-গ্রহণটা একটা ফাঁকিবাজিতে না পর্য্যবসিত হয়, ইহা দেখা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। গুরু হইয়াছি বলিয়া শিষ্যদের ধনের দিকে দৃষ্টি দিব, ইহা আমাতে কদাচ সম্ভব নহে। আমি অন্য কাহারও ধন চাহি না বলিয়াই ত' আজীবন কুলীর মত কঠোর শ্রম করিয়া নিজের অন্ন নিজে রুজি করিয়া আসিয়াছি। সন্ন্যাসীর নাকি ধনার্জ্জন করিতে নাই, কিন্তু ভিক্ষাটন করিয়া ধনসংগ্রহ কি তার চেয়ে মহনীয় কাজ?

আমি তোমাদের প্রতি স্নেহহীন নহি। তোমরা আমাকে সর্ব্বস্ব দিয়া কৃতার্থ হইবে, আমি তাহার জন্য ব্যগ্র নহি। প্রাণটী রহিল অশুদ্ধ, চিত্তটী রহিল অশুচি, রুচিটি রহিল অমার্জ্জিত, প্রবণতাটী রহিল অসাধু আর তোমার কাছ হইতে অর্থ আনিয়া আমি সৎকার্য্য করিব? এমন সৎকার্য্য না করিলে কোন্ ক্ষতি হয়? আমি যদি বাহ্য জগতে জনসেবা নাই করিতাম, তাহা হইলেও আমার সেবাভিমুখী মনের নিয়ত কল্যাণ-চিন্তা দ্বারা কি আমি জগতের অশেষ হিতসাধন করিতে পারি না? সম্পত্তি না হইলে আমি জগৎকল্যাণ করিতে পারিব না, টাকা না হইলে জনহিত আমার সাধ্য নয়,—এই জাতীয় মানসিক দুর্ব্বলতা আমার নাই।

আমার যাহারা প্রকৃত সন্তান, তাহারা দিবানিশি ঈশ্বরের নাম স্মরণের সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা কর,—ওঁ জগন্মঙ্গলোঽহং ভবামি, আমি জগতের কল্যাণকারী হইতেছি। জগৎকল্যাণ যে তোমার লক্ষ্য, জগৎকল্যাণ যে তোমার সাধনা, এই ব্রতই যে তোমার নিকটে ব্রতোত্তম, তাহা অবিরাম সঙ্কল্প-পথে জাগরূক হইতে থাকুক। ইহার ফলে তোমার শরীরের কোটি কোটী অণুপরমাণু জগৎকল্যাণের প্রবণতা পাইবে এবং তোমার মন শক্তিশালী হইয়া একমাত্র মননের প্রতাপে চারিদিকে জগৎকল্যাণের সূচনা করিবে।

কেহ আমার কথা বুঝিল না, এজন্য আমার আফশোষ নাই। আমি নিজে যে আমার কথা বুঝিয়াছি, ইহাই আমার আত্মপ্রসাদের খনি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪০)

হরিওঁ
কলিকাতা
৩২শে আষাঢ়, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

কত কাল আগে তোমাদের এক এক জনকে দেখিয়াছি।

কাহারো নাম ভুলিয়াছি, চেহারা মনে আছে; কাহারো চেহারা ভুলিয়াছি, নাম মনে আছে। কিন্তু অংশতই হউক আর যতটুকুই হউক, মনে আছে। একজনকেও একেবারে ভুলিয়া যাই নাই।

প্রতিদিনকার স্থির মনটুকু তোমাদের প্রতিজনের কথা চিন্তা করে, প্রতীক্ষায় থাকে, কবে তোমরা এক এক জনে জগন্মঙ্গল-সাধনের এক একজন দিক্‌পাল রূপে আত্মপ্রকাশ করিবে।

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই প্রথমে দুই এক জনেই সুপ্ত দেশকে জাগাইয়াছে। তোমরা দেশকে জাগাইবার ভার নাও।

যার ভাব যত গভীর, তার প্রেরণা তত অতলস্পর্শ, তার দৃষ্টি তত সুদূরগামী, তার সাফল্য তত সুনিশ্চিত। তোমরা সাধন করিয়া ভাবের গভীরতা লাভ কর।

পথ জানিবার পরে যাহারা সাধন-পথে চলে না, স্থাণুর মতন দাঁড়াইয়া থাকে, তাহারা মূর্খ এবং হতভাগ্য। জোর করিয়া তোমাদিগকে পথ দেখাইতে যাই নাই বা কোনও অলৌকিক ব্যাপারের প্রলোভন দেখাইয়াও তোমাদের আকৃষ্ট করি নাই। তোমরা প্রতিজনে নিজ নিজ প্রাণের আগ্রহে আমার সমীপস্থ হইয়াছিলে, নিজ নিজ অন্তরের ব্যাকুলতায় সাধনের পন্থা জানিয়া লইয়াছ। এখন যদি কাজ না কর, কেবল বসিয়া থাক, তবে তাহা তোমাদের ও আমার উভয়তঃই ক্ষতিকর। ক্ষতি সমগ্র জাতিরও।

তোমরা সাধন-নিষ্ঠ হও, ভজন-পরায়ণ হও, জীবনটীকে ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ করিয়া দিয়া কলিকলুষের উর্দ্ধে চলিয়া

যাও। কলঙ্কহীন পবিত্র জীবন যাপন করিয়া দিকে দিকে পবিত্রতার মলয়ানিল প্রবাহিত কর। শূন্য প্রাণগুলিকে পুণ্যে পূর্ণ কর, নিজেদের তপস্যা দিয়া বিশ্বের প্রতি জনের তপস্যার অভাব পূরাইয়া দাও। তোমাদের নামে প্রেম, জীবে পেমে রূপান্তর লাভ করুক, প্রেমের তোমরা আকর হও।

দেশে আজ প্রকৃত নায়কের অভাব। চিন্তানায়ক, কর্ম্মনায়ক, ধর্ম্মনায়ক এই তিনটীর আজ প্রয়োজন। নিজের চিন্তা দ্বারা অপরকে চিন্তায় নামাইবে, নিজের কর্ম্ম দ্বারা অপরের কর্ম্মের সূত্রপাত করিবে, নিজের ধর্ম্মাচারণ দিয়া অপরকে ধর্ম্মাচারণে প্রবর্ত্তিত করিবে, এমন নায়কের প্রয়োজন। খুঁজিয়া হদ্দ হইলাম কিন্তু নায়ক দেখিতে পাইতেছি না। তাই আমি তোমাদের মধ্য হইতেই যোগ্য নায়কের আবির্ভাবের প্রত্যাশা করিতেছি। ঘরের কোণে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া তোমরা সময় নষ্ট করিও না।

আছে, তোমাদের মধ্যেই সেই শক্তি আছে, যেই শক্তি থাকিলে সহস্র সহস্র নরনারীকে মরণ-ভয় ভুলাইয়া দেওয়া যায়, কর্ত্তব্য কার্য্যে নির্ভীক করিয়া দেওয়া যায়, বৈশ্বানরের তাণ্ডব-কীর্ত্তির মধ্য দিয়া অক্ষত দেহে রণব্যূহ পরিচালন করিয়া যাওয়া যায়। অভিমন্যু বালক ছিলেন কিন্তু শত্রু-ব্যূহ ভেদ করিয়াছিলেন। অভিমন্যুর মৃত্যু হইয়াছিল কিন্তু তোমাদের মৃত্যু নাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪১)

হরিওঁ

কলিকাতা

৩২শে আষাঢ়, ১৩৭১

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

এদেশে সন্ন্যাসী হইয়া যাওয়া অনেক ক্ষেত্রে মানুষের কাপুরুষতার পরিচয়-স্বরূপ হইয়াছে। যাহারা সংসার করিয়াছে, পুত্রকন্যার জনক হইয়াছে, তাহারা স্ত্রী ও শিশুপুত্রকন্যাদের অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া যাইবে, এই সংবাদ শুনিতেও প্রাণে ব্যথা লাগে। নিরুপায় হইয়া পিতৃগৃহে দুইটী শিশু সহ আশ্রয় লইয়াছ। তোমাদের অবস্থা ও মানসিক ক্লেশের কথা চিন্তা করিয়া আমি বেদনাহত হইতেছি।

কিন্তু মা, তুমি দুর্ব্বল হইও না। তোমার স্বামীর সন্ন্যাস সর্ব্বতোভাবে সফল হউক, এই প্রার্থনাই তুমি করিও মা। তোমার দুঃখের দীর্ঘ নিঃশ্বাসগুলিকে তাঁহার অনুসরণ করিতে দিও না। স্বামী তাঁহার ধর্ম্ম নিজের বিবেকানুযায়ী পালন করুন, তুমি তোমার ধর্ম্মে সুস্থির থাক। তরঙ্গ যতই বিক্ষুব্ধ হউক, দুঃখ-সাগরের পরপারে তোমার ভেলা পৌছিবেই। তুমি ভগবানের নামকে তোমার কাণ্ডারী কর।

স্বামী সন্ন্যাসী হইয়া যাওয়াতে তোমার অশেষ কষ্ট উপস্থিত

হইয়াছে। বৃদ্ধ পিতার গৃহে ভারস্বরূপ হওয়াতে তোমার মনে শান্তি নাই। গভীর ভক্তি সহকারে পিতৃমাতৃগুরুজনদের সেবা করিয়া অন্তরের এই বেদনার যথাসাধ্য উপশম করিও।

কন্যা দুইটী নিতান্ত ছোট হইলেও এখন হইতেই তাহাদের মনে উচ্চ চিন্তা প্রবেশ করাইতে থাক। শিশুর মনে যে জিনিষটী ফেলিবে, সে তাহাই প্রবল আগ্রহে আঁকড়িয়া ধরিবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহচ্চিন্তা বীজাকারে এখন তাহাদের মনের মাটিতে উপ্ত হইলে একদিন তাহা বিশাল কল্পলতার রূপ ধরিবে।

কাঁদিয়া কাটিয়া, হায়-আফশোষ করিয়া সময় নষ্ট না করিয়া নিজের ব্যক্তিগত যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা কর। শিল্পশিক্ষায় ও বিদ্যার্জ্জন করিয়া নিজের মূল্য বাড়াও। মূল্যহীন পুরুষ বা নারীকে জগতে কেহ গ্রাহ্য করে না। নিজের মূল্য, নিজের যোগ্যতা, নিজের শিক্ষা ও কর্ম্মকৌশল বাড়িলে সবাই তোমাকে সমীহ করিবে, খাতির করিবে।

মনের পবিত্রতাকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টিতা থাকিবে। যার মন যত পবিত্র, সে তত শক্তিশালী। এ জগতে শক্তিমানেরই জয়, দুর্ব্বলের পদে পদে পরাজয়। মনের ভিতরে কদাচ দুর্ব্বলতাকে প্রবেশ করিতে দিও না। মনকে সবল রাখিবার জন্য নিয়ত ভগবানের নাম স্মরণ করিও। সর্ব্বক্ষণ বিশ্বাস করিও, আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি। আমি যে একটী নিমেষের জন্যও আমার সন্তানকে পরিত্যাগ করিয়া দূরে থাকি না, এই অনুভূতি

নিরন্তর অন্তরে জাগাইয়া রাখিও। আমি তোমাদের একজনেরও পূজা পাইতে চাহি না, পূজার্চ্চনা পাইবার জন্য তোমাদের গুরু হই নাই। আমি তোমাদের প্রতিজনের নিত্যসঙ্গী থাকিতে চাহি। যে আমাকে নিত্যসাথী জানিয়াছে, জগতে তাহার কাহাকেও ভয় করিবার প্রয়োজন নাই। নিত্যাভয় ও নিত্যামৃতের সে অধিকারী, কারণ পরমেশ্বরকে সে আত্মস্বরূপে পাইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪২)

হরিওঁ

কলিকাতা

১লা শ্রাবণ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

পতি-পত্নীর মধ্যে গভীর প্রেমসঞ্চার হওয়া একান্ত প্রয়োজন। প্রেম গভীর না হইলে দেহ দেহটার প্রতি লুব্ধ হয় এবং বিনা প্রয়োজনে সংসর্গ করিয়া নিজেরা নিজেদের এবং একে অন্যের শক্তিক্ষয় করে। ঐক্যবৃদ্ধির জন্য মিলন দম্পতীর এক আনন্দময় অধিকার কিন্তু যে-কোনও সময়ে যে-কোনও প্ররোচনায় দেহকে দেহের কাছে সঁপিয়া দিয়া বা দেহকে ভোগেচ্ছার বেদীতে বলি দিয়া দুর্ব্বলতা আর দারিদ্র্য আহরণের কোনও অর্থ হয় না।

দিন দিন দরিদ্র হইয়া যাইতেছ। খেয়াল করিয়া দেখিতেছ না

যে কি সর্ব্বনাশের পথে ছুটিয়াছ। দরিদ্রের মনের সুকুমার বৃত্তিগুলি নষ্ট হইয়া যায়, যাহার ফলে তাহার মনুষ্যত্বের সুষমাময় দিকগুলি কর্কশ ও কঠোর হইয়া পড়ে। অধিকাংশ মানুষ এভাবে বনমানুষে পরিণত হইতেছে। ইহার কি প্রতীকার প্রয়োজন নহে?

দেশের নেতারা জন্মশাসন আন্দোলনের কল্পনা করিবারও বহু পূর্ব্বে আমি বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য আন্দোলন সুরু করিয়াছি। আমার লেখনী এবং কণ্ঠ অনলস ভাবে সর্ব্বত্র এই বিষয়ে দারুণ পরিশ্রম করিয়া গিয়াছে। আমি বিশ্বাস করিতাম, শ্রীরামকৃষ্ণের দাম্পত্য সংযমের দৃষ্টান্ত সাধারণ লোকেদের পক্ষেও অনুকরণীয় এবং সুসাধ্য। এতকালের পরিশ্রমে নানা স্থানে শত শত দম্পতীর জীবনে সুদীর্ঘ ব্রহ্মচর্য্যের জ্বলন্ত স্বাক্ষর আমার বিশ্বাসকে সত্য-ভিত্তিক বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছে। তোমাদের গুরু-ভাই -বোনের মধ্যে অন্তত এক হাজার দম্পতী বর্ত্তমানে আছেন, যাঁহারা সমাজের নানা স্তরে অবস্থান করিয়া বৎসরের পর বৎসর পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া যাইতেছেন। আমি ব্রহ্মচর্য্য-পালনকে তাঁহাদের পক্ষে বাধ্যকর করি নাই, সাধন-ভজন করিতে করিতে নিজেদের অন্তরের প্রেরণায়ই তাঁহারা এই পথ ধরিয়াছেন। তাঁহারা সুখে আছেন, শান্তিতে আছেন, আনন্দে আছেন। প্রত্যেকেই যে প্রাচুর্য্যের মধ্যে বাস করিতেছেন, তাহা নহে কিন্তু আরও সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে সংসারের যে বেসামাল অস্বাচ্ছন্দ্য ও নিদারুণ অস্বচ্ছলতা আসিত, তাহার তীব্র উৎপীড়ন হইতে তাঁহারা রক্ষা পাইতেছেন।

তোমরাও সেই পথ ধর। বৎসর বৎসর সন্তানের জন্ম আর তাহাদের নিয়া নিয়ত যমে মানুষে টানাটানি, তাহাদের ক্ষুধার জ্বালা কমাইবার জন্য জীবন-সংগ্রামের নির্ম্মম হইতে নির্ম্মমতর হানাহানি, সবকিছুর হাত হইতে পরিত্রাণের উপায় সংযম-পালন।

দাম্পত্য জীবনে সংযম-পালন নিতান্তই কঠিন নহে, তাহার শত শত জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ তোমাদের হাতের কাছেই ত' রহিয়াছে।

দাম্পত্য সংযম-পালন সাধারণের পক্ষে অসম্ভব, এই কুকথা লোককে শুনাইয়া শুনাইয়া দেশের প্রভূত ক্ষতি করা হইয়াছে। দাম্পত্য সংযমপালন যে সাধারণের পক্ষেও সম্ভব, তাহার প্রমাণ-সংখ্যা বৃদ্ধির কাজে তোমরাও প্রতি জনে লাগিয়া যাও।

বিবাহিতদের মর্ম্মকথা তাহাদের নিজ মুখে যতটা শুনিয়াছি, তাহাতে আমার এই উপলব্ধি জন্মিয়াছে যে, দম্পতী সকল সময়েই অন্তরের মিলনেচ্ছার তাগিদ মিটাবার জন্যই যৌনকার্য্যে লিপ্ত হয় না। অধিকাংশ সময়েই তাহারা একটা অভ্যাসের ক্রীতদাস রূপে যৌনাচারে ভিড়িয়া পড়ে। কর্ম্মশেষে অনুতাপ করে,—হায়, প্রয়োজন কিছু ছিল না, তবু কেন এমন কাজ করিয়া বসিল। অধিকাংশ স্থলে একমাত্র অভ্যাসের উপর কড়া নজর রাখিলেই তাহারা প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারে। অলক্ষিত অভ্যাস অজ্ঞাতসারে শরীরকে নানা কর্ম্মে নিয়োজিত করিয়া দিবার পরে শরীরের মালিকের খেয়াল হয়, তাই ত', ইহা ত' হইবার কথা ছিল না।

অবিরাম সঙ্কল্প কর, অভ্যাসকে জয় করিবে। সঙ্কল্প করিতে করিতে মস্তিষ্কের অভ্যাস-তন্তু সমূহের রূপান্তর ঘটিবে। একটা কাজ বারংবার করিতে করিতে মস্তিষ্কের ভিতরে পরিবর্ত্তন ঘটে। ঐ কাজ করিবে না বলিয়া বারংবার তীব্র সঙ্কল্প করিতে করিতে মস্তিষ্কের ভিতরে অবাঞ্ছিত পরিবর্ত্তনগুলির রূপান্তর ও অবস্থান্তর আসিতে থাকে। ইহা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষিত সত্য, তোমার আমার আন্দাজী অনুমান নহে।

স্বামী ও পত্নীর ভিতরে প্রকৃত প্রেমকে জাগরিত করিবার দিকেও লক্ষ্য দাও। আত্মায় আত্মায় প্রেম জাগিলে, উত্তেজিত দেহও অনায়াসে গৃহ-পালিত কুকুরের মত বশীভূত হইয়া পড়ে। কামকে চরিতার্থ করিবার উপায়ও প্রেম, কামকে দমনের উপায়ও প্রেম। প্রেম ছাড়া গতি নাই।

নিয়ত ভগবানের নাম সাধন কর। নামে প্রেম উপজিবে। নামের গুণে জৈব প্রেম দিব্য প্রেমের রূপ পাইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪৩)

হরিওঁ

কলিকাতা
১লা শ্রাবণ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমাদের শক্তি অসীম কিন্তু সেই বিষয়ে তোমাদের ধারণা অস্পষ্ট বলিয়া বড় কাজে উৎসাহ পাও না। তোমাদের যে ক্ষমতা কত, সেই বিষয়ে তোমাদের সুনিশ্চিত কোনও জ্ঞান নাই বলিয়াই কোনও মহৎ কর্ত্তব্যে তোমরা দীর্ঘকাল লাগিয়া থাকিতে পার না। মহদ্‌ব্রত উদ্‌যাপনের পক্ষে তোমাদের এই অজ্ঞানতাই সব চেয়ে বড় বাধা, দুর্ল্লঙ্ঘ্য হইলেও ইহা অলঙ্ঘ্য নহে। চেষ্টা করিলেই এই বাধাকে তোমরা অতিক্রম করিতে পার। আমি দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করিতেছি যে, তোমরা নিজেরা নিজেদিগকে বর্ত্তমানে যতই তুচ্ছ বলিয়া মনে কর না কেন, তোমাদের দ্বারাই জগতে অভাবনীয় ইতিহাস রচিত হইবে।

প্রত্যেকে সাধন কর এবং অপর সকলকে সাধন করিতে প্রেরণা দাও। সাধন করিলে আত্মার ও আত্মশক্তির সাক্ষাৎ মিলিবে, সাধন করিলে নিজেকে চিনিবে, নিজের সামর্থ্য এবং যোগ্যতার সহিত পরিচয় হইবে। আত্ম-পরিচয়-হীন অসাধকেরাই অন্ধকারে মুখ থুবড়িয়া পড়ে এবং অকালে মরে। তোমরা সাধন-কর্ম্মে অপরাজিত হও, তোমরা সাধননিষ্ঠায় অপরাজেয় হও। তোমাদের নিষ্ঠার দৃষ্টান্তে অপর সহস্র সহস্র তন্দ্রাতুরের তন্দ্রা ভাঙ্গ, অকর্ম্মণ্যকে কাজে লাগাও।

এবার তোমাদের সহিত স্বল্প-কালের সাক্ষাৎ হইয়াছে। তাহাতেই মুগ্ধ হইয়াছি। তোমাদের কাহারও কাহারও ভাবভক্তি সত্য সত্যই প্রগাঢ় হইতেছে। প্রত্যেকের ভিতরে ইহা হইলে

অপার আনন্দের ব্যাপার হইত। এখনো যাহারা মুখচোরা হইয়া দূরে সরিয়া থাকিতেছে, তাহাদিগকে প্রেমসহকারে কাছে ডাকিয়া আন, ভালবাসিয়া তাহাদের মনের সঙ্কোচ দূর কর, যত্ন সহকারে তাহাদিগকে সাধনমার্গে চলিবার অফুরন্ত প্রেরণা দাও। তাহাদের বাদ দিয়া একা একা তোমরা জগতের শ্রেষ্ঠ সম্পদও ভোগ করিতে চাহ না, ইহা তাহাদিগকে বল। আত্মার ঐক্যে তাহাদের প্রতিজনের পরমাত্মীয় হও।

এদেশে দান কথাটা ধ্যান শব্দটীর সঙ্গে যেন হরিহরাত্মা হইয়া যুক্ত হইয়া আছে। এই দুইটী সৎকর্ম্ম পরস্পর পরস্পরকে সম্বর্দ্ধনা করে। দান করিলে ধ্যান জমে, কারণ চিত্ত পাপমুক্ত হয়। ধ্যান করিলে দান আসে, কারণ অন্তরে সহজ শুচিতা সঞ্জাত হয়। তোমরা দান করিতে সমর্থ হও আর না হও, ধ্যানটুকুকে কদাচ নিজ নিজ জীবনচরিত হইতে নির্ব্বাসিত হইতে দিও না। ধ্যানময় হউক তোমাদের মুহূর্ত্তগুলি, তাহা হইলেই জ্ঞানময় হইবে তোমাদের পুরুষকার।

বিশ্বের সকলকে আপন জানার নামই প্রকৃত জ্ঞান। জ্ঞান আসিলে সব-কিছু নিজের সহিত অভিন্ন হইয়া যায়। ফলে সব-বিছুতেই পরমা প্রীতির সঞ্চার হয়। প্রেম জ্ঞানবৃক্ষেরই ফল, আবেগ বা অজ্ঞানতার ফল নহে। জ্ঞানকে নিম্বফল বলিয়া প্রেমকে অমৃতপাদপের শ্রেষ্ঠ ফল বলার মধ্যে কোনও যৌক্তিক সার্থকতা

নাই। উহা প্রেমের নিছক প্রশংসা মাত্র। প্রকৃত প্রেমিক জ্ঞানীর সেরা, প্রকৃত জ্ঞানী প্রেমের বিগ্রহ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪৪)

হরিওঁ কলিকাতা
১লা শ্রাবণ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

প্রত্যেককে সাধন-পরায়ণ হইতে উৎসাহ দাও। দীক্ষায় ইহাদের নবজন্ম হইয়াছে, সাধনে ইহাদের দেহের প্রতিটী অণু-পরমাণুর রূপান্তর ঘটিবে। সাধন করিতে করিতে জৈব দেহ দিব্য দেহে পরিণত হইবে। যে দেহ নিয়ত ইন্দ্রিয়-চপলতার ক্রীড়নক, সাধন করিলে সেই দেহের প্রতিটি অণুপরমাণু ইন্দ্রিয়াতীত অনির্ব্বচনীয় সুখের আস্বাদনে সমর্থ হইবে। দীক্ষা লোকে সদ্‌বুদ্ধিতেই নেয় কিন্তু তারপরে তার সাধন করাও চাই। দীক্ষা নেওয়াটাই জীবনের সেরা কথা নহে, সাধন করাটাই সব চেয়ে বড় কথা। যার যাহা সাধ্য সাধন করিয়া যাও, ফলদাতা পরমদয়াল পরমেশ্বর। সাধন করিয়া যাহারা নির্ভব করে, তাহাদের মত শক্তিশালী আর কেহ নাই। সাধন করিয়া যাহারা ফলাফল ভগবানের হাতেই সঁপিয়া দেয়, তাহাদের মতন ভাগ্যবানও আর কেহ নাই।

চতুর্দ্দিকস্থ অসমিয়া পরিবারগুলির সহিত তোমরা সর্ব্বদা ভ্রাতৃভাব রাখিয়া চলিবে। কি একটা গোলযোগ বছর কয়েক আগে হইয়াছিল, তাহার আলোচনা নিয়া নিজেদিগকে আর বিব্রত করিও না। অনেকেই আজ নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিতেছে। অন্যেরা তাহা পারুক আর না পারুক, তোমাদের সদিচ্ছা, সদ্ব্যবহার, সন্নীতি ও পরিমার্জ্জিত জীবন-প্রণালী প্রত্যেকের প্রাণে ভ্রাতৃত্বের প্রবণতা জাগাইবার সহায়তা করুক। অন্ধ্র, পাঞ্জাব, গুজরাত, বোম্বাই, বিহার, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, কেরল প্রভৃতি যে দেশেই যে অবস্থান কর, স্থানীয় অধিবাসীদের অন্তরে ভ্রাতা রূপে ভগিনী রূপে স্থান-সংগ্রহের চেষ্টা করিও। ভাষার পার্থক্যে মানুষের মনুষ্যত্বের পার্থক্য হয় না। যেখানে মনুষ্যত্বের দীপ্তি দেখিবে, সেখানেই শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন করিও। কে ওড়িয়া, কে কেরলী, কে মারাঠী, কে মৈথিল, তাহার বিচার করিয়া কাহাকেও হেয় বা উৎকৃষ্ট জ্ঞান করিও না। যাহার ভিতরে মনুষ্যত্বের স্ফুরণ ঘটিয়াছে, সেই শ্রদ্ধেয়, সেই, পূজ্য সেই আদরণীয়, সেই আত্মীয়। সকল প্রদেশবাসী সকল প্রদেশবাসীকে ভালবাসিবে, ইহা ভারতবর্ষে একটা অসম্ভব কথা নহে। কতবার এই দেশে কত দিগ্বিজয়ীর একচ্ছত্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কতবার বিরাট বিরাট সাম্রাজ্য টুকরা টুকরা হইয়া ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়াছে কিন্তু কাশ্মীর আর বঙ্গ, কেরল আর মিথিলা, কোঙ্কণ আর মগধ নিজেদের ঐক্যের সূত্র বিস্মৃত হয় নাই। কবি কালিদাসের জন্ম কোথায় কেহ জানে না,

কিন্তু আসমুদ্র-হিমাচলের সর্ব্বত্র তাঁহার বীণার ধ্বনিতে সমান অনুরণন চলিয়াছে। মানুষকে মানুষ রূপেই দেখিও, সম্প্রদায়, দেশ, জাতি, জন্ম, ভাষা বা ধর্ম্ম দিয়া তাহাকে বিচার করিও না।

পুনরায় তোমাদের মধ্যে কবে আসিব, ভাবিতেছি। শীঘ্রই আসি আর দেরীতেই আসি, তোমাদের প্রতিজনের কিন্তু স্থানিক কর্ত্তব্য রহিয়াছে। তোমরা যদি নিজ নিজ কর্ত্তব্য প্রতিজনে করিয়া রাখ, তাহা হইলে আমাদের পুনর্মিলনে এত আনন্দ হইবে যে অমাবস্যার ঘোর তিমিরাবৃত রজনীতেও প্রতিজনে পূর্ণিমার স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না প্রত্যক্ষ করিব। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৫)

হরিওঁ কলিকাতা

১লা শ্রাবণ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমাদের সেবা ও ভক্তিতে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। সর্ব্বশক্তি দিয়া যে সেবা করে, ভগবান তাহাকে সর্ব্বৈশ্বর্য্য দেন। সেবাকে শুদ্ধ রাখিবার জন্য নিয়ত ভগবানের নামের সাধন করিও। নামে যার প্রাণমন সমর্পিত, তার প্রতিটী কার্য্য মালিন্য-মুক্ত হইয়া থাকে।

সেবাই জীবনের পরম ধর্ম্ম, কিন্তু একথা সকলে বোঝে না। সেবাই জীবনের প্রধান কর্ম্ম কিন্তু সত্যিকারের সেবা অনেকেই করিয়া উঠিতে পারে না। এই না-বুঝা এবং এই না-পারার একমাত্র কারণ হইতেছে অহংকারের প্রাবল্য। "আমি করিতেছি",—এই ভাব থাকিলে আর সেবা হয় না। "তিনি করাইতেছেন, আমি তাঁহার হস্তধৃত যন্ত্র মাত্র",—এই ভাব থাকিলেই সেবা হয়। যে যত নিরহঙ্কার, সে তত উৎকৃষ্ট সেবক। যে যত নিরভিমান, সে তত সর্ব্বস্বদানে সমর্থ।

সেবা জীবনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলিয়াই জীবন ভরিয়া কত জনের জন্য কত কিছু কর। পুত্রপালন, কন্যাকে বিবাহ দেওয়া, পিতৃমাতৃপোষণ, আত্মীয় প্রতিপালন, ভৃত্যকে বেতন দেওয়া, জন-মজুরকে মজুরী দেওয়া, ছাত্রকে পড়ান, খরিদ্দারকে জিনিষ বিক্রী করা—সবই সেবা। কিন্তু ইহা যে সেবা, অজ্ঞানতা বশতঃ তুমি তাহা জান না। ভগবান পুত্ররূপে, কন্যারূপে, পিতামাতারূপে, আত্মীয় রূপে, ভৃত্য রূপে, জনমজুর রূপে, ছাত্র রূপে এবং খরিদ্দার রূপে তোমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। ভগবান যখন যেই রূপটী ধরিয়া আসিতেছেন, তোমাকে তদুচিত ভাবে তাঁহাকে তখন সেবা দিতে হইবে। বাহিরের লোকে দেখিবে, তুমি বিষয়-কর্ম্ম করিতেছ, কিন্তু তোমার অন্তর জানিবে, তুমি তোমার জীবন-প্রভুর অভিপ্রায়-পূরণ করিতেছ। করিতেছ নিজের

বলে নহে, তাঁহারই দেওয়া শক্তিতে। ইহাই সেবা।

প্রত্যেকে সেবক হও। কর্ত্তাগিরি করিয়া করিয়া হয়রাণ হইয়াছ, এখন সেবকত্ব অবলম্বন করিয়া প্রাকে শান্ত এবং শীতল কর। একটী জীবের সেবার মধ্য দিয়াও কোন কৌশল তুমি কোটিজীবেশ্বরের অর্চ্চনা করিতে পার, তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব তোমাকে বলিয়া দিলাম। নির্ভয়ে সংসারে বিচরণ কর এবং সেবাবুদ্ধি লইয়া সংসার কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৬)

হরিওঁ কলিকাতা

১লা শ্রাবণ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্রখানার উত্তর দিতে সুরু করিয়াছি, এমন সময়ে এক নবদীক্ষিতের পত্র পাইলাম। তোমার প্রশ্নের কতক উত্তর এই পত্রলেখকের পত্রে আছে বলিয়া আমি অন্য দিকে কোনও সঙ্কোচ না করিয়াই হুবহু তাঁহার পত্রের কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। নবদীক্ষিত লিখিতেছেন,—

"দীক্ষার দিন থেকে একদণ্ডও আমি আপনার কাছ-ছাড়া নেই। সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার এই তিন দিনে আমি অহোরাত্র আপনার অস্তিত্ব আমার অবচেতন মনে অনুভব করছি। আপনার মূর্ত্তি সব সময়ে আমার চোখে জাগ্‌ছে, আপনার কণ্ঠ সব সময়ে আমার কাণে বাজ্‌ছে। সর্ব্বক্ষণ আপনার সান্নিধ্য বোধ কর্‌ছি। এ এক অদ্ভুত অনুভূতি। গুরুর প্রয়োজন মনে করার পরেই আপনার কাছে ছুটে গিয়েছি। * * * এখন আমি পথের সন্ধান পেয়েছি।"

দীক্ষা নিবার আগে দীক্ষাদাতাতে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও নির্ভর আসা প্রয়োজন। দীক্ষাগ্রহণকে জীবনের একটা অপরূপ পটপরিবর্ত্তন বলিয়া বিশ্বাস করা উচিত। সদ্‌গুরুকে নিত্যসাথী নিত্যসঙ্গী নিত্যনিকট জানিবার ভিতরে অশেষ বলের উৎস লুক্কায়িত রহিয়াছে। না জানিয়া না বুঝিয়া কাহাকেও গুরু করা উচিত নহে। দীক্ষা নিবার পরে সাধনও করিতে হয়।

এতগুলি বিষয় উদ্ধৃত অংশে রহিয়াছে।

এখনই তুমি দীক্ষা নিবার জন্য ছুটিয়া আসিও না। আমার চিন্তাগুলির সহিত ভাল ভাবে আগে পরিচিত হও। দীক্ষা নিবার জন্য তোমার অন্তরে দেদীপ্যমান আগ্রহ জন্মিয়াছে কিনা, তাহা দেখ। দীক্ষা নিবার অনুকূলে তোমার বিবেক তোমাকে বারংবার নির্দ্দেশ প্রদান করিতেছে কি না, তাহার বিচার কর। গৃহীত দীক্ষার সহিত তোমার জীবন-যাপন-প্রণালীকে এবং আধ্যাত্মিক

সংস্কার-সমূহকে মিলাইয়া লইবার চেষ্টা করিবে কি না বুঝিয়া দেখ। আমি একমাত্র ওঙ্কার-মন্ত্র ব্যতীত অন্য কোনও মন্ত্রে দীক্ষা দেই না। আমি যে প্রণবেরই পূজারী, ইহা ভুবন-বিদিত। তোমার অন্তরের সংস্কার যদি অন্যরূপ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি আমার নিকটে আসিও না। নানা মন্ত্রে নানা জনকে দীক্ষা দিয়া দার্শনিক মতামতের জগাখিচুড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ধর্ম্ম-জগতে আর একটী নূতন হট্টগোল আমি সৃষ্টি করিতে চাহি না।

প্রণবমন্ত্র স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। প্রণবের আমি প্রচারকও নহি। "এস তোমরা প্রণব-মন্ত্রেই দীক্ষিত হও",—এই আহ্বান আমার নহে। আমাকেই যাহারা গুরু বলিয়া ধরিবে, তাহাদের প্রণব-মন্ত্রই সাধিতে হইবে, কারণ, বহুবিধ মন্ত্র বহু লক্ষ বার জপ করিয়া, করিয়া, প্রত্যেক মন্ত্র হইতে অদ্ভুত অদ্ভুত অনুভব লাভ করিয়া করিয়া, পরিণামে আমি এই পরম সত্যে উপনীত হইয়াছি যে, একমাত্র প্রণবের সাধনে সর্ব্বমন্ত্রের সাধনা করা হয়, প্রণব হইতেই সর্ব্বমন্ত্রের উৎপত্তি, প্রণবেই সকল মন্ত্রের মহামিলন বা মহা-সমাধি, প্রণবই সর্ব্বমন্ত্রের আদি, মধ্য ও অন্ত।

ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্র জপ করিতে করিতে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের বিশেষ বিশেষ মনোভঙ্গী আমি লাভ করিয়াছি কিন্তু প্রণবমন্ত্র পাইবার পরে দেখিয়াছি সকল সাম্প্রদায়িক ভঙ্গিমা একটী মহাভঙ্গিমার এক একটা খণ্ডিত রূপ মাত্র। এই জন্য প্রণব-সাধনাই

ভাবী কালের মহাসমন্বয়ের পথপ্রবর্ত্তন বা রাস্তানির্ম্মাণ করিয়া চলিয়াছে।

আমার নিজের বিচার ও উপলব্ধি এই যে, প্রণবের মাধ্যমে সাধন-পরায়ণ ব্যক্তিদের সংখ্যাবৃদ্ধির সাথে সাথে সাম্প্রদায়িক আক্রোশ এবং উন্মাদনা প্রশমনের পথে যাইবে।

তথাপি আমি ডাকিয়া কাহাকেও বলিতেছি না,—"এস আমার পথে।"

জগতে যত পথ আছে, তার মধ্যে যাহার যেইটী প্রিয়, সে সেইটী গ্রহণ করুক। তার পরেও যাহারা পথহীন পড়িয়া থাকিবে, সেই দুর্দ্ধষ পুরুষ-নারীদের মধ্যে কয়েক লক্ষ বা কয়েক কোটিকে একদা আমি এক ঝাপটায় আমার বক্ষে তুলিয়া লইব।

আমি আমার শক্তি সম্পর্কে সচেতন, আমি আমার লক্ষ্য সম্পর্কে সতর্ক। সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার বিমূঢ়তা আমাকে কদাপি স্পর্শ করিতে পারিবে না।

আজ এই পর্য্যন্ত।

প্রেম সহকারে আত্মগঠন করিতে থাক। সময় মত দীক্ষা হইয়া যাইবে। তহার জন্য অত ভাবনা করিতেছ কেন? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৭)

হরিওঁ

কলিকাতা

১লা শ্রাবণ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

মায়ের শ্রাদ্ধ অখণ্ড-মতে করিয়াছ, বেশ করিয়াছ। তোমার অন্তরের নিষ্ঠা তোমাকে প্রবল প্রতিকূলতার মধ্যেও জয় করিয়াছে। অন্তরের পূর্ণ শ্রদ্ধাই শ্রাদ্ধের প্রধান উপকরণ। অপর লোকের সংস্কার আলাদা। তাই তাহারা বাধা দিয়াছে। তাহাদিগকে শত্রু ভাবিও না। তাহারা মনে করিয়াছে, তোমাকে বাধা দিয়া তাহারা সমাজকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টাই করিয়াছে, সৎকাজ করিয়াছে, মহৎ কাজ করিয়াছে। তাহাদের ধারণা অনুযায়ী তাহারা প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু তুমি ত' একটা আদর্শকে ভালবাসিয়াছ। সেই আদর্শকে সর্ব্বোত্তম বলিয়া জানিয়াছ। সেই আদর্শের বেদীতে আত্মোৎসর্গ করিতে পারিলে নিজেকে ধন্য মনে করিবে, ইহাই তোমার উচ্চাশা। তোমার মায়ের পারলৌকিক কুশল অখণ্ড-মতে শ্রাদ্ধ করিলেই নিশ্চিত হইবে, এই ধারণায় তুমি দৃঢ়। তোমার দিক্ হইতে তুমি উত্তম কাজ করিয়াছ। তোমার দিক্ হইতে তুমি প্রশংসা-ভাজন।

অখণ্ডমতেই শ্রাদ্ধ, বিবাহ, অন্নপ্রাশন, গৃহপ্রবেশ আদি করিতে হইবে, আমি কিন্তু এমন নির্দ্দেশ কদাচ দেই নাই। একদা ইহা

হইবে, এই ভবিষ্যদ্‌বাণী মাত্র করিয়াছি। যাহাদের রুচি আছে, প্রথাগত মতেই তাহারা কাজ করুক। বাধা দিতে যাইও না। তবে একদল সুচতুর লোক যে দু-নৌকায় পা রাখে, তাহা কদাচ অনুমোদন-যোগ্য হয় না। অনেক ক্ষেত্রে আমাকে মাঝখানে টানিয়া নিয়া খিচুড়ীটীকে মশলাসংযুক্ত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। ইহা দোষাবহ। আমার ব্যক্তিগত স্নেহকে এ ভাবে exploit করা অসঙ্গত।

পূর্ব্ববঙ্গের নোয়াখালী জেলার সেই সুদূর গ্রামে তোমরা মাত্র দুই তিন জন গুরুভ্রাতা আছ, তথাপি পাঁচটী বৎসর ধরিয়া প্রতিটি সন্ধ্যায় হরিওঁ কীর্ত্তন বজায় রাখিয়াছ এবং সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনা কোনও মতে করিয়া যাইতেছ, ইহা তোমাদের পক্ষে প্রশংসার। হরিওঁ-কীর্ত্তনে যোগ দিলে কৃষ্ণভক্তি কমিয়া যাইবে বলিয়া যাহারা আশঙ্কা করে, গায়ের জোরে তাহাদিগকে কীর্ত্তনে আনিবার চেষ্টা করিও না। "হরি" মানে "পরমেশ্বর", "ওঁ" মানে "আছেন", সুতরাং "হরিওঁ" মানে হইতেছে "ঈশ্বর আছেন।" হরিওঁ কীর্ত্তনে কৃষ্ণভক্তি, কালীভক্তি, দুর্গাভক্তি, শিবভক্তি, গুরুভক্তি, আল্লাভক্তি বা গড্‌-ভক্তি কিছুই কমিবার কথা নহে। তবু যদি কেহ মনে করে, কমিবেই, তাহার সহিত তর্ক করিয়া লাভ কি? তাহার প্রত্যাশা আপাততঃ ছাড়িয়া দিয়াই হরিওঁ কীর্ত্তন চালাও। হরিওঁ কীর্ত্তন কোনও রণ-হুঙ্কার নহে, ইহা ঈশ্বরের অস্তিত্ব-বিঘোষক মধুর সঙ্গীত। অন্যে না আসে, তোমরা ঐ

মুষ্টিমেয় দুই চারি জনেই ইহা করিয়া যাও। সত্য নামের সত্য ফল আছে, একদা তাহা পাইবে।

কাশ্মীরের হজরতবাল মসজিদের কেশ অপহরণের পরে পূর্ব্ববঙ্গে নূতন করিয়া যে বিভীষিকার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে দলে দলে হিন্দুরা সর্ব্বস্ব ফেলিয়া রিক্তহস্তে একবস্ত্রে দেশ-ত্যাগ করার পরেও আধমরার মত যাহারা রহিয়া গেল, তাহারা তোমাদের কীর্ত্তন বা উপাসনার সময়ে নিজেদের ঘরে মাইক বসাইয়া তোমাদের অনুষ্ঠান পণ্ড করিবার জন্য সিনেমার বাজে রেকর্ড চালায়, এই সংবাদে তাজ্জব বনিয়া গিয়াছি। অন্য কেহ লিখিলে একদা বিশ্বাসই করিতাম না। এসব জাতিগত যক্ষ্মার লক্ষণ। ধীরে ধীরে একটা অতি প্রাচীন ও সুমহান জাতি মরিয়া যাইতেছে, এক একটা করিয়া অঙ্গ আস্তে আস্তে অসাড় হইতেছে, কিন্তু গণ্ডদেশে বিস্ফোটকের আস্ফালন বন্ধ হইতেছে না। এসবের দিকে দৃষ্টি দিও না। পুরাতন হিন্দু মরিয়া গিয়া নূতন জাতি সৃষ্টির রাস্তা সুগম করিয়া দিবে। এই বিরাট ঐরাবত মরিয়া যখন পচিতে আরম্ভ করিবে, তখন তাহার দুর্গন্ধে তোমরা সকলে না বিনাশপ্রাপ্ত হও, এই জন্যই আজ তোমাদের বিবেককে জাগ্রত রাখিতে হইবে। বিশ্বাসের মধ্যে যাহা আসে না, যুক্তির মধ্যে যাহাকে পাওয়া যায় না, সদাচারের পংক্তিতে যাহাকে ফেলা যায় না, সন্নীতির যাহাতে সম্মতি নাই, তেমন প্রথা যত প্রাচীন বা যত সম্মানিতই হউক, তোমাদের জন্য নহে। লক্ষ লক্ষ হিন্দু মরিয়া গিয়া খাঁটি

লোক যদি জগতে দশ বিশটীও থাকে, তবে তাহারাই নূতন সভ্যতার সৃষ্টি করিতে পারিবে।

যাহারা জাতি ও সমাজকে মরিয়া পচিয়া দূষিত গলিত ঘৃণ্য পদার্থে পরিণত হইয়া যাইবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তা করিতেছে, তাহাদের প্রতি অন্তরের কোনও বিদ্বেষ রাখিও না। তাহাদিগকে ভালবাসিতেছ বলিয়াই যে তাহাদের কুসংস্কারের অধীন হইতে পারিতেছ না, এই কথাটী সর্ব্বদা মনে রাখিও। এই কথাটীর মধ্যে যে প্রেমটুকু আছে, তাহাই যে তোমাদের ও তাহাদের সকলের পক্ষে অত্যাবশ্যক, এই কথা ভুলিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৮)

হরিওঁ

কলিকাতা

২রা শ্রাবণ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইয়াছি।

সত্যই আমি এক মিনিটে এক যুগের কাজ করিতে চাহি। তাহার জন্যই মানুষের জ্ঞানকে প্রবুদ্ধ করা দরকার। লোকের মনে কুসংস্কার সৃষ্টি করিয়া তাহার সুযোগে শিষ্যমণ্ডলীর পরিধি

বিস্তার আমি ঘৃণ্য জ্ঞান করি। অনেক বিষয়েই প্রচলিত প্রতিষ্ঠাবান গুরুদেবদের সহিত আমার অন্তরের এবং আচরণের কোন মিল নাই। ইহাতে হয়ত আমার লোকপ্রিয় হইবার বাধা জন্মিয়াছে। কিন্তু যে দুই চারিজনের প্রিয় হইয়াছি, তাহাদের প্রত্যেকের আপন হইয়াছি, এই গৌরব আমি করিতে পারি। তোমরাই তাহার দৃষ্টান্ত।

সকলের পক্ষে একথা সত্য হইতে পারে না, কিন্তু অনেক ধর্ম্মপ্রচারক এবং বহু ধর্ম্মসংঘ সম্পর্কে একথা সত্য যে, তাঁহারা মানুষের কুসংস্কার বা মানসিক দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া শিষ্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছেন এবং একবার একজনকে শিষ্য করিবার পরে যাবজ্জীবন তাহাকে নাকে দড়ি দিয়া টানিয়া চলিয়াছেন। জ্ঞানবৃদ্ধির প্রয়োজন নাই, বুদ্ধি-বিকাশের আবশ্যকতা নাই, সন্মার্গ অবলম্বনের তাগিদ নাই, চরিত্রোন্নতির প্রেরণা নাই, হিংসা-বিদ্বেষ পরিহার করিয়া সর্ব্বজাতি সর্ব্ববর্ণের প্রতি সমত্ব ও মমত্ব-বোধের অনুশীলন নাই, কেবল গুরুদেবকে ঈশ্বর বা ঈশ্বরাবতার বলিয়া পূজা করিলেই চলিবে, গুরুদেবদের সম্পর্কে সত্য, অর্দ্ধ-সত্য এবং অবাস্তব নানা অলৌকিক কাহিনী প্রচার করিয়া শিষ্যদল বৃদ্ধি করিলেই গুরুভক্তি দেখান হইবে:—ইহাতে যদি কাহারও কোনও কদাচারের প্রশ্রয় দিতে হয়, কোনও কুসংস্কারের সমর্থন করিতে হয়, কোনও কুকার্য্যের সহায়তা করিতে হয়, তাহাতেও আপত্তি নাই। ইহা এক সুনিদারুণ বিপজ্জনক অবস্থা। এই সম্পর্কে

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

যোগ্য প্রতিবাদ উত্থাপিত করিলে কথাগুলি সৌজন্যপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত না হইতে পারে, এইজন্য বিরত রহিলাম।

ঈশ্বরেচ্ছায় যে-কোনও স্থানে সহস্র সহস্র নরনারীকে নিজ নিজ চিরাভ্যস্ত সাধন-কর্ম্ম হইতে উৎপাটিত করিয়া একটী নিমেষে আমি তাহাদিগকে আমার বক্ষোবিলগ্ন আপনার জনে পরিণত করিতে পারি, কিন্তু তাহারা আমার দার্শনিক চিন্তা-ধারার সহিত পরিচিত হইল না, আমার জীবনাদর্শের ইঙ্গিতকে বুঝিতে সমর্থ হইল না, কেন সমবেত উপাসনাকে পরম অবলম্বন করিতে হইবে জানিল না, কেন ব্যক্তিগত একক্ষ উপাসনাটীও একমাত্র নিজের কুশলের জন্য না হইয়া বিশ্ব জগতের সকলের কুশলের জন্য হইবে তাহা ধারণায় আনিতে পারিল না, কেন স্ত্রী-শূদ্র-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেকটী জীবের প্রণব এবং গায়ত্রী-মন্ত্রে অধিকার জন্মিবে, তাহার সদ্যুক্তিগুলি অনুধাবনে আনিতে পারিল না, অথচ তাহারা আমার শিষ্য হইল, ইহা আমি চাহি না। জ্ঞানবান চক্ষুষ্মান, বিচারশীল, যুক্তিদক্ষ চিত্ত নিজের চেষ্টায় নিজেকে অতীতের অপসংস্কার হইতে প্রমুক্ত করিয়া তারপরে আমার নিকটে আসিয়া তাহার অভিলষিত বস্তু প্রার্থনা করিল, ইহাই সুসঙ্গত। একদল অন্ধকে পরিচালনার মধ্যে কোনও কৃতিত্ব আছে বলিয়া আমি স্বীকার করি না।

এই জন্যই তোমাদের প্রত্যেককে বলিয়া থাকি, আমার

শিষ্য-সংখ্যা বর্দ্ধনের জন্য তোমরা কদাচ কোনও চেষ্টা করিও না, আমার সম্পর্কে অলৌকিক বা অতিরঞ্জিত কাহিনী প্রচার করিয়া জনমনে কোনও কল্পিত শ্রদ্ধা সৃষ্টির প্রয়াস পাইও না। এই জন্যই তোমাদের বলিয়া থাকি, আমার সরল, সহজ, স্বাভাবিক জীবনে লৌকিকভাবে যেটুকু বিশেষত্ব পরিদৃষ্ট হইতেছে, তাহাকে যুক্তি, বিচার এবং প্রত্যক্ষ দ্বারা পরিশোধিত করিয়া যে যতটুকু পারে গ্রহণ করুক, যে যতটুকু চাহে বর্জ্জন করুক। এই গ্রহণ এবং এই বর্জ্জন সম্পর্কে আমার মনোভঙ্গী নিতান্তই উদাসীন এবং নির্ব্যক্তিক। আমি চাহি মানুষটীর কল্যাণ, নিজের প্রভুত্ব নহে।

গণতন্ত্রী দেশেও দেখা যায় রাজ্যের বা কেন্দ্রের রাজতক্তে বসিয়া অনেক দুরাত্মা নিজের প্রভাব এবং প্রতিপত্তির অপব্যবহার করিয়া আত্মীয়-পোষণের দুর্নীতিতে হাত পাকাইতেছে। যে দেশে ব্রাহ্মণ মাত্রেই শ্রদ্ধেয়, পুরোহিত মাত্রেই পূজনীয়, গুরু মাত্রেই ব্রহ্মবিগ্রহ জ্ঞানে অর্চ্চনীয়, সেই দেশে শ্রীগুরুর রাজপাটে বসিয়া অশ্রদ্ধেয় চরিত্রের মানুষগুলিও দলে দলে শিষ্যদিগের ভক্তি-শ্রদ্ধার সুযোগ লইয়া বহু অকাণ্ড কুকাণ্ড করিবে, ইহা কিছু বিস্ময়কর ব্যাপার নহে। এদেশে অসামাজিক আচরণে দূষিত-চরিত্র গুরুকেও বর্ষে বর্ষে ভূরি ভূরি দক্ষিণা দিতে হয় এবং সাষ্টাঙ্গ প্রণতি জানাইতে হয়। অন্তরে শ্রদ্ধা থাকুক আর না থাকুক, লোকপ্রথা ইহা তোমাকে করিতে বাধ্য করিবে। ইহার অন্যথা ঘটিলে সমাজ তোমাকে

নিন্দা করিবে, গর্হণ করিবে, দিকে দিকে তোমার জুগুপ্সা প্রচারিত হইবে। সমাজরূপ আখের কলে মাড়াই হইয়া অন্তরের সমগ্র রসটুকু গুরুপাদপদ্মে অর্পণ করিতে করিতে তুমি নীরস নির্জ্জীব ছিব্‌ড়ারূপে বাহির হইয়া আসিবে। না, আমি এমন গুরু হইতে চাহি না। চোরকেও গুরু মানিতে হইবে, লম্পটকেও গুরু মানিতে হইবে, পররক্তলোভী জলৌকাকেও গুরু মানিতে হইবে, এমন কুপ্রথার প্রতিবাদ করিবার প্রয়োজন আছে। কিন্তু তজ্জন্য চাহি সৎসাহস।

প্রথামাত্রেই খারাপ নহে, প্রথামাত্রেই ভালও নহে। প্রথাটীর সৃষ্টির পশ্চাতে কি ছিল স্রষ্টাদের অভিপ্রায়, তাহা দেখিতে হইবে। আদিম অভিপ্রায় যদি বর্ত্তমান প্রথার ভিতর আর বিদ্যমান না থাকে, তবে এই প্রথা বর্জ্জনীয়। অর্থাৎ চোখ থাকিতেও কাণা না হইয়া খোলা চোখে সব দেখিতে হইবে, বুঝিতে হইবে, বিচার করিতে হইবে। সত্যের ইহাই নীতি এবং সত্যই তোমাকে উপযুক্তকালে প্রেমের পথে পরিচালিত করিবে। মিথ্যার আশ্রয়ে প্রেমের ভান আসিতে পারে কিন্তু মিথ্যার আশ্রয়ে প্রেমের পরিপুষ্টি কদাচ নাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৯)

হরিওঁ　　　　　　　　　　　　　　কলিকাতা

২রা শ্রাবণ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমাদের প্রতি পত্রেই কেবল সাংসারিক হা-হুতাশ থাকে। কোনও পত্রের মধ্যে এক কণা আধ্যাত্মিক আর্ত্তি দেখি না। একি সর্ব্বনাশা জড়বাদ! কেবল হা-অন্ন জো-অন্ন বলিয়া চীৎকার করা ছাড়িয়া দাও। জীবন-সংগ্রামের সহস্র কঠোরতার মধ্যেও ভগবানকে স্মরণ করিবার অভ্যাসটী কর।

দারিদ্র্য যতই দুঃসহ হউক, যুদ্ধ করিয়া ইহাকে জয় করিতে হইবে। দৈববলে দারিদ্র্য দূর হয় না। বাহুবলেই দরিদ্রতা দূর করিতে হয়। হাজার হাজার দরিদ্রের ক্রন্দন আমার কর্ণে প্রবেশ করিয়া আমাকে আকুল করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু আমি একটী পথই জানি। তাহা বাহুবলের পথ।

এই যুগ সংগ্রামের যুগ। সকলকে যুদ্ধ করিয়া বাঁচিতে হইবে। কেবল কাঁদিলে বাঁচা যাইবে না। কান্নার ভিতরে সার্থকতা মাত্র এইটুকু যে, ইহাতে মনের বেদনা কমিয়া যায়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫০)

হরিওঁ কলিকাতা

৩রা শ্রাবণ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সকলে মিলিয়া ধর্ম্মচর্য্যা কর এবং ধর্ম্মের রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা কর। একাকী ধর্ম্মচর্য্যা অনেক সময়ে আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতা সৃষ্টি করে। মুক্তি যদি চাহ, তবে একা। নিজের জন্যই চাহিও না, সকলের জন্য চাহ। সাধন কর নিজেরও জন্য, পরেরও জন্য।

মানুষ্যজীবন দুর্ল্লভ, এই জীবন হেলায় কাটাইতে নাই। একা নিজের মুক্তিতে জীবন দিলে জীবনের আংশিক সার্থকতা ঘটে। সকলের জন্য জীবন দিলে জীবন সর্ব্বতোভাবে সার্থক হয়।

আমার জন্য সকলে হউক আর না হউক, আমি যে সকলের জন্য, ইহা ভুলিলে চলিবে না। সকলে সকলের জন্য হউক, ইহাই আদর্শ অবস্থা। শিক্ষার অভাবে, সুসংস্কারের অভাবে, যোগ্য পরিবেশের অভাবে অধিকাংশ মানুষ কেবল নিজের জন্যই ভাবিয়া মরে। ইহারা হতভাগ্য। মনুষ্যত্বের অতুল সম্পদের পূর্ণাধিকারী হইবার সুযোগ পাইয়াও ইহারা তাহা গ্রহণ করিল না। কিন্তু তুমি আমি কেন নিজেদিগকে সেই অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিব? এই জন্যই আমার কাছে সাধন-দীক্ষা যাহারা পায়, জগতের মঙ্গলকারী হইবার সঙ্কল্প প্রত্যহ প্রতিবার উপাসনা-কালে করিয়া যাইবার কর্ত্তব্য তাহাদের প্রতিজনের পক্ষে বাধ্যকর।

গতকল্য অপর একজনকে তোমার প্রয়োজনীয় কথাগুলিই লিখিয়াছিলাম। তোমার প্রয়োজনে তাহা নিম্নে উদ্ধার করিয়া দিলাম। আমি একজনের জন্য যাহা লিখি, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে দশ জনের জন্যই লিখি।

"মনের দুর্ব্বলতার বিষয়ে অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা করিও না। মনের অধিকাংশ দুর্ব্বলতা অভ্যাস হইতে জাত, স্বভাব হইতে নহে। একটা কুচিন্তা দশবার করিয়াছ, ফলে মস্তিষ্কে তাহার ছাপ পড়িয়া গিয়াছে। এগার বারের বার মন আপনা আপনি সেই কুচিন্তা করে। একটা কুকার্য্য বিশবার করিয়াছ, একুশ বারের বার ব্যক্তিগত ইচ্ছার প্রয়েজন হয় না, অভ্যাসবশে সেই কুকার্য্যটী হইয়া যায়। আর ত্রিশবারের বার লক্ষ্য করিয়া অবাক হও যে তুমি আর এই কুকার্য্য প্রতিরুদ্ধ করিতে পারিতেছ না, তোমার সহস্র বাধা উল্লঙ্ঘন করিয়া, তোমার যাবতীয় প্রতিবাদে উপেক্ষা করিয়া হাত, পা, চোখ, নাক, কাণ অনভিপ্রেত কুকার্য্য করিয়া যাইতেছে।

"এই স্থলে বারংবার বিরুদ্ধ সৎ সঙ্কল্প করিয়া করিয়া অভ্যাসকে পরিবর্ত্তিত করিতে হয়। সাধারণতঃ মানুষ অভ্যাসের দাস হইয়া যায় বটে কিন্তু অধ্যবসায়ী পুরুষ অভ্যাসের উপরও কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করিতে পারে। তাহার উপায় ইহা। এই উপায় অবিলম্বে অবলম্বন কর। একটী দিনও মিথ্যা হইতে দিও না।"

পুনরপি আশিস নিও, স্নেহ নিও। ভগবৎপ্রেমে মনকে পূর্ণ

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

করিয়া লইয়া ভগবানের সন্তানদের সেবায় জীবন কৃতার্থ করিও। তোমার যাত্রাপথ নিষ্কণ্টক হউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫১)

হরিওঁ

কলিকাতা

৩রা শ্রাবণ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

হুজুগ করিয়া সময় নষ্ট করিবার মধ্যে কোনও কৃতিত্ব নাই। ধারাবাহিক অনুশীলনের দ্বারা ক্রমশঃ স্থায়ী কল্যাণকে অগ্রগতি দেওয়ার চেষ্টাই সার্থক। ইহার জন্য একনিষ্ঠ প্রযত্ন চাই। সাময়িক উৎসাহ খারাপ জিনিষ নহে কিন্তু তাহা নির্ভরের অযোগ্য জিনিষ। খাঁটি জিনিষ হইতেছে স্থায়ী উৎসাহ।

জেলাটার অভ্যন্তরে প্রতিস্থানে কর্ম্মীদের বজ্রবাহু সমুত্থিত হউক। বসিয়া থাকার মতন দোষ নাই, আলস্যের মত পাপ নাই। আত্মঅবিশ্বাসের মত দুষ্কৃতি নাই।

তোমাদের পক্ষে আত্ম-অবিশ্বাস একটা উদ্ভট বস্তু। আমি সমগ্র জীবন পরিশ্রম করিয়া তোমাদের জন্য আত্মশ্লাঘাকর এত উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছি যে, তোমাদের মধ্যে আত্ম-অবিশ্বাসকে একান্তই অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। কিন্তু প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে

তোমাদের আত্মাবজ্ঞাপরায়ণতা লক্ষ্য করিতেছি। ইহা লজ্জাজনক। ইহা কলঙ্ককর। ইহা তোমরা সযত্নে পরিহার কর।

অদ্য নানাস্থানে পত্র লিখিতে লিখিতে আমার একটা কথা মনে পড়িল যে, একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় তোমাকে অনেকদিন যাবৎ লিখি লিখি করিয়া লিখা হয় নাই। আমাদের উপাসনাটা এমন একটা জিনিষ যে, ইহার প্রত্যেকটা উপাঙ্গকে এক একটা উদয়াস্ত অনুষ্ঠানে পরিণত করা যায়। ইহার মধ্যে কিছু কিছু আপনা আপনি প্রচলিতও হইয়া গিয়াছে। যথা, উদয়াস্ত অখণ্ড-সংহিতা পাঠ, উদয়াস্থ জপযজ্ঞ, উদয়াস্ত হরিওঁ কীর্ত্তন। আমাদের সমবেত উপাসনার অন্যান্য উপাঙ্গগুলি লইয়া উদয়াস্তও হইতে পারে। যথা, উদয়াস্ত-গুরু-বন্দনা, উদয়াস্ত গায়ত্রী-গান, উদয়াস্ত জগন্মঙ্গল, উদয়াস্ত অঞ্জলি দান। সাতটী অনুষ্ঠানকে সাতদিন ধরিয়া উদয়াস্ত করা যায়। অর্থাৎ প্রকৃত প্রস্তাবে সমবেত উপাসনাটীই একটু বিস্তারিত ঢংএ সাতদিন ধরিয়া করা যায়। এইগুলি আমি জোর করিয়া প্রবর্ত্তন করিতে চাহি না। যাহা হইবার, আপনা আপনি হইবে। আমি ঈশ্বরেচ্ছায় বিশ্বাসী, জীবনে আমি নিজের ইচ্ছাকে কদাচ প্রবল করিতে চেষ্টা করি নাই। যাহা আমার কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিয়াছি, তাহা পালনের জন্য পুরুষকার প্রয়োগ করিয়াছি কিন্তু কোনও ঘটনা বা বিধি প্রবর্ত্তনের জন্য আমার কোনও পুরুষকার নাই। নিজের বুদ্ধিতে কিছু ভাঙ্গিবার বা গড়িবার আমার রুচি নাই। চেষ্টা করিয়া আমি অযাচক-বৃত্তি গ্রহণ করি নাই বা অভিক্ষার

উদ্‌গান করি নাই, এই বৃত্তি এবং এই নীতি আপনা আপনি আমাতে প্রতিষ্ঠা চাহিয়াছে এবং সম্ভবতঃ অল্প-বিস্তর প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে। চেষ্টা করিয়া তোমাদের গুরু হই নাই, তোমরা স্বেচ্ছায় দলে দলে আমার নিকটে আসিয়াছ। প্রণবকেই জীবন-সাধনার কেন্দ্র আমি স্বেচ্ছায় করি নাই, সহস্র সহস্র বিচিত্র ধ্বনির তরঙ্গে তরঙ্গে নাচিতে নাচিতে মন্ত্ররাজ আপনি আসিয়া আমার বক্ষে ঠাঁই লইয়াছেন। আশ্রমগড়া, প্রচার কার্য্যের জন্য ভ্রমণ করা কিংবা বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইয়া ভাষণ দেওয়া, এগুলির একটাও আমার স্বেচ্ছাগৃহীত কর্ম্মনীতি নহে। ভগবান ঘটনা সৃষ্টি করিয়াছেন, উত্তাল সমুদ্রে ছোট্ট নৌকাটী লইয়া কেবল কর্ত্তব্য হিসাবে শক্ত মুঠিতে একহাতে ধরিয়াছি হাল, অন্য হাতে চালাইয়াছি বৈঠা। ঘটনার তাড়নায় কর্ত্তব্য বলিয়া যাহা বুঝিয়াছি, তাহাতে নিয়োগ করিয়াছি আমার পুরুষকার। একটী ঘটনাও নিজে চেষ্টা করিয়া সৃষ্টি করি নাই। নির্ভর-স্বভাব আমার চরিত্র আমাকে অগ্রণী হইয়া কর্ম্মসূচনা করিতে রুচি দেয় নাই। কর্ম্ম আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া জানাইয়াছে তাহার দৃপ্ত চ্যালেঞ্জ। তখন আমি কাপুরুষের মতন পিছন হঠিয়া যাই নাই, ইহাই আমার জীবন-চরিত। আজ যে সমবেত উপাসনা দ্বারা অখণ্ডমতে শত শত বিবাহ, অন্নপ্রাশন, গৃহপ্রবেশ ও শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান হইতেছে, এগুলিও আমার নির্দ্দেশের ফল নহে। এই সকল বিষয়ে আমি কোনও বাধ্যকর বিধান রচনা করি নাই।

প্রচলিত প্রথায় কার্য্য করিতে আমি কাহাকেও নিষেধও জানাই নাই। কেবল ভবিষ্যদ্‌-বাণী করিয়াছিলাম, একদিন ইহা হইবে। বিধি নহে, নিষেধ নহে, একটা ভবিষ্যদ্‌-বাণী মাত্র। প্রবর্ত্তন নহে, নিবর্ত্তন নহে, একটা সুনিশ্চিন্ত সম্ভাবনাকে স্বীকার করা মাত্র। সুতরাং আমার চেষ্টা ব্যতীত উদয়াস্ত গুরু-বন্দনা, উদয়াস্ত গায়ত্রী-গান, উদয়াস্ত জগন্মঙ্গল, উদয়াস্ত অঞ্জলি-দান সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া খুব বড় একটা কথা নহে। এইগুলি কেবল প্রচলিতই হইবে না, সমস্ত সমাজকে এবং সামাজিক জীবনকে অত্যাশ্চর্য্যভাবে প্রভাবিতও করিবে।

পত্র লিখিতে লিখিতে অনেক রাত্রি হইয়া গেল। কাল সকালেই মটর-যোগে রওনা হইব পুপুন্‌কী। আজ এইখানেই সমাপ্ত হইল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫২)

হরিওঁ — মঙ্গলকুটীর
৬ই শ্রাবণ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সমতলে থাকিলে শিক্ষিতদের মধ্যে থাকিতে, যেখানে কথায়

কথায় দলাদলি, যেখানে যত সম্প্রদায়, তত বিরোধ, যেখানে উচ্চ উচ্চ কথার প্রচুর সমারোহ কিন্তু কার্য্যকালে কর্ম্মকুণ্ঠার চূড়ান্ত, যেখানে প্রতিশ্রুতি আছে কিন্তু তাহা পালনের আগ্রহ নাই, কর্ম্মসূচী আছে কিন্তু তাহাকে রূপায়িত করিবার জন্য আবশ্যকীয় চারিত্রিক বল নাই। অথচ পাহাড় অঞ্চলে অশিক্ষিতদের মধ্যে গিয়া নিজেকে একান্ত একাকী ও পরম নিঃসহায় বলিয়া ভাবিতেছ। আমি বলি, যে স্থানে গিয়াছ, সেখানে পাহাড়ীদের মধ্যেই আমাদের আদর্শকে প্রচার করিবার কাজ সুরু কর। তাহা হইলে কয়েক দিনের মধ্যেই বহু অপরিচিত অনাত্মীয় ব্যক্তিরা নিতান্ত আপন হইয়া যাইবে। তোমার সহধর্ম্মিণীর সাহায্যে পাহাড়ী মেয়েদের ভিতরেও কাজ সুরু করাও। পাহাড়ী মেয়েদের মধ্যে তোমানের মেয়েরা কয়েকদিন কিছু কথাবার্ত্তা বলিলেই দেখিবে, ইহারা কত বাধ্য, কত আগ্রহী। ইহাদের সহিত যাহারা প্রবঞ্চনা করে না, ইহারা তাহাদের বশ হইয়া থাকে। তোমাদের আসিবার পূর্ব্বে বহু সমতলবাসী এই সকল সরলচিত্ত পাহাড়ীদের মধ্যে মিশিয়াছে এবং কেহ কেহ ইহাদিগকে প্রবঞ্চনাও করিয়াছে। সমতলের লোকের প্রতি যে ইহাদের অনাগ্রহ এবং অবিশ্বাস, তাহার প্রধান কারণ ইহা।

কুসংস্কারও অন্যতম কারণ। কিন্তু নিয়ত সঙ্গ দিলে এবং সৎকথা শুনাইলে আস্তে আস্তে ইহাদের অধিকাংশ কুসংস্কার দূর হইয়া যাইবে। আমি পাহাড়ীদের সহিত অতীব ঘনিষ্ঠ ভাবে

মিশিয়াছি। আমি দেখিয়াছি, ইচ্ছা করিলে ইহাদের অধিকাংশের অন্তর সহজে জয় করা যায়। তোমাদের জীবনের উচ্চাভিলাষ ও উন্নত আদর্শবাদের অংশভাক্ ইহাদিগকে করিয়া লও। তোমাদের উন্নতির সহিত ইহাদের উন্নতিকে জড়াইয়া লও। তোমাদের মহত্ত্বপূর্ণ জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সুখসম্পদের অধিকারী ইহাদিগকে কর।

সমতলবাসীদের মধ্যে অন্যান্য যাহারা এই সকল পাহাড়ী অঞ্চলে আসিয়াছে, তাহাদের মধ্যে যত জনকে পার, এই ভাবের ভাবুক করিয়া লও। বড়-ছোট বলিয়া কোনও কথা থাকিবে না, সকলকে লইয়া তোমরা আনন্দলোক সৃষ্টি করিবে।

"ছোট-বড় সব এক হ'য়ে যাক,
প্রাণে প্রাণে হোক্ নব অনুরাগ।" ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৩)

হরিওঁ — মঙ্গলকুটীর

৬ই শ্রাবণ, ১৩৭১

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

মহাশক্তি রূপে স্বামীকে বল দাও, কদাচ তাহার বলঘাতিনী হইও না। তোমাদের দুইজনের লক্ষ্য হউক এমন মহৎ যে লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি দিলেই যেন মনের চঞ্চলতা স্তব্ধ হইয়া যায়।

সর্ব্বজনের কল্যাণের ভিতর দিয়া তোমাদের কল্যাণ, সর্ব্বজনের সুখের ভিতর দিয়া তোমাদের সুখ। তোমরা যে স্বামী এবং পত্নী রূপে একত্র হইয়াছ, তাহাও এই সুমহৎ উদ্দেশ্যটী সাধনেরই জন্য। তোমাদের দুইজনের মধ্যে যত ভাব, অনুভাব, অনুরাগ, সবই তোমাদের জীবনকে পরম মঙ্গল-মহিমায় মণ্ডিত করিয়া তুলিবার জন্য। জন্তুর সহিত জন্তুর মিলন তুচ্ছার্থযুক্ত। তোমাদের মিলন সুমহৎ তাৎপর্য্য এবং সার্থকতার সম্ভাবনায় পূর্ণ।

তোমাদের উভয়ের মধ্যে সত্যপ্রেম, নিত্যপ্রেম, অনন্ত অক্ষয়প্রেম প্রতিষ্ঠিত হউক। প্রেম তোমাদিগকে দেবতা করিবে, রক্তমাংসের ঊর্দ্ধে টানিয়া নিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫৪)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর
৬ই শ্রাবণ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

শ্রমদানের ব্রত অতীব প্রশংসনীয় ব্রত। দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের ইহাতে চিত্তশুদ্ধি। এখানে শ্রম দিতেছে এবার ফালাকাটার (জলপাইগুড়ি) দীনবন্ধু বর্ম্মণ, হুগলী জেলার রামহরি মল্লিক, ধর্ম্মনগর (ত্রিপুরা) অঞ্চলের সুরেন্দ্র শব্দকর, কলিকাতা পুলিশের রবি দাস। ১লা শ্রাবণ ইহারা আসিয়াছে এবং যোগ্য শ্রম দিতেছে। ইহাদের শ্রমের ফল পাইবে জনসাধারণ, যাহাদের জন্য আমার প্রতিটি প্রতিষ্ঠান অর্পিত। প্রতি বৎসরই ১লা শ্রাবণ হইতে এক মাসের জন্য এইরূপ সাত্ত্বিকবুদ্ধি শ্রমদাতাদের প্রয়োজন হইবে। আদর্শ হিসাবে ইহা উত্তম, শঙ্কট-মোচন হিসাবে ইহা অমোঘ, আনন্দদায়ক ব্যাপার হিসাবে ইহা অনুপম, আশ্রমের প্রতি অনুরাগ বর্দ্ধনের উপায় হিসাবে ইহা অনবদ্য। আগামী বৎসর ১লা শ্রাবণ প্রত্যেক স্থানের প্রত্যেক মণ্ডলী যদি নিজেদের ব্যয়ে একটী করিয়া শ্রমদানী প্রেরণ করে, তবে তাহা অসার্থক হইবে না।

দশ জায়গার লোক এক জায়গায় আসিয়া একই রকম সাত্ত্বিকী বুদ্ধি নিয়া এক সঙ্গে কাজ করিয়া গেল, পক্ষকাল বা একমাস একত্র বাস করিল, আহার করিল এক সঙ্গে, উপাসনা করিল এক সঙ্গে, ইহার একটা পরমকল্যাণ সুফল অবশ্যই আছে। ইহাদের মধ্যে অন্তরের মধুর আত্মীয়তা সৃষ্ট হইল, পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি-সাধনের শিক্ষা ইহারা পাইল। শ্রমদানের ইহা বড় কথা।

তোমাদের প্রত্যেকের প্রতি আমার অনুশাসন, মানুষের মনে

প্রেম জাগাও। কিন্তু তোমাদের নিজেদের মধ্যে যদি পরস্পরের না প্রেম জাগে, তোমরা অপরের মধ্যে প্রেমসঞ্চার করিবে কিসের বলে? তোমরা মানুষের মনে প্রেম জাগাইবার অনুকূল কাজ যত করিবে, ততই তোমাদের ধর্ম্মাচরণ সার্থক হইবে। কিন্তু তোমাদের নিজেদের মধ্যে প্রেম না আসিলে একার্য্যে তোমরা সফলতা কি করিয়া লাভ করিবে?

ধর্ম্মসঙ্ঘগুলির বিস্তার এবং উন্নতির ইতিহাস মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া যাহারা অনুধাবন করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়া শঙ্কিত হইয়াছেন যে, অধিকাংশ ধর্ম্মের বিস্তার-সাধনে যে অত্যাশ্চর্য্য শক্তি কাজ করিয়াছে, তাহার নাম পরধর্ম্মদ্বেষ। ইহা দেখিয়া ধীমান পুরুষেরা শঙ্কিত হইয়াছেন। সাধারণ লোকেরা ধর্ম্মের নাম শুনিলে বিরক্ত হইতেছে। আমরা যাহারা পরধর্ম্মদ্বেষকে চূড়ান্ত অপরাধ বলিয়া বিবেচনা করিতেছি, তাহারা দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিতেছি যে, যাহারা সর্ব্বধর্ম্মের প্রতি সমদৃষ্টির সাধনাকে তপস্যার প্রথম কথা বলিয়া মানিয়া নিয়াছে, সঙ্ঘ হিসাবে তাহাদের মধ্যে দুর্ব্বার শক্তির আত্মপ্রকাশ ঘটিতেছে না। ইসলামধর্ম্ম আরব হইতে শ্যামদেশ পর্য্যন্ত ব্যাপক বিস্তার পাইয়াছে, খ্রীষ্টধর্ম্ম পাইয়াছে পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক প্রান্তে ও প্রত্যন্তে। প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশ্য দ্বেষ ইহার মধ্যে যথেষ্ট কার্য্যকর বল সঞ্চারিত করিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম দ্বেষের বলে প্রচারিত হয় নাই,

কিন্তু বৌদ্ধরা বৌদ্ধ হিসাবে বিশেষ শক্তিধরত্বের পরিচয় দিতেছে কি? সর্ব্বধর্ম্মে-সমন্বয়-বুদ্ধিসম্পন্ন হিন্দুরা ত' একেবারে জরদ্গব অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে। ইহাদের সাংখ্য আছে, বেদান্ত আছে, গীতা, ভাগবত, যোগবাশিষ্ঠ আছে, নাই তেজ, নাই বল, নাই বীর্য্য, নাই পৌরুষ, নাই কর্ম্মময় প্রদীপ্ত জীবন, নাই সংঘবোধ, নাই দশে মিলিয়া সংহতশক্তি, নাই কোনও বিরাট ব্যাপক লোক-বিস্ময়কর দিগ্বিজয় পরিচালনার যোগ্যতা।

তথাপি দ্বেষের রাস্তা তোমাদিগকে ধরিতে দিব না। প্রেমের পথই পথ, অন্য পথ বিপথ। সংঘের দুর্ব্বার শক্তিতে আমি বিশ্বাস করি, কিন্তু প্রেম-সহকৃত শক্তির প্রকাশেও আমি বিশ্বাস করি। প্রেম কাহাকে বলে, তাহা আমরা এতকাল চিনি নাই, জানি নাই, বুঝি নাই। দুর্ব্বলের যে প্রেম হয়না, তাহা আমরা এতকাল ভাবি নাই, গণনায় আনি নাই। চারিদিক হইতে আঘাত, অপঘাত, অপমান আর লাঞ্ছনা যত বেশী বেশী করিয়া আসিয়াছে, আমরা তত বেশী বেশী করিয়া কেবল পশ্চাদপসরণ করিয়াছি এবং অমাবস্যার শ্মশানে বিভীষিকাগ্রস্ত একল পান্থের অর্থবোধহীন রামনামজপের ন্যায় কেবল জপ করিয়াছি, "প্রেম, প্রেম, প্রেম।" সেই প্রেম আমাদের রক্ষা করিতে পারিবে না। শক্তিমানের প্রেমই রক্ষার বিধাতা, দুর্ব্বলের প্রেম মৃত্যুর নিদান।

তাই কঠোর কর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্য দিয়া প্রেমানুশীলনের পথ

খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। সাত্ত্বিক শ্রমদান তাহার অন্যতম হইতে পারে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৫)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর

৬ই শ্রাবণ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

দিন কয়েক বিশ্রাম নিয়া কাজ ধরিব। বিশেষতঃ কুলী-মজুরও দুর্ল্লভ। সকলের ধান রোয়া শেষ হইবার পরে কাজ ভাল ভাবে চালু হইবে। ভ্রমণকালে আমার জপমন্ত্র ছিল তোমাদের প্রতিজনের উদ্দীপন, নবজাগরণ, কর্ম্মৈষণার তরঙ্গ-তাড়নে অতীতের কুসংস্কার উৎক্ষেপণ, এখন আমার জপমন্ত্র হইবে সিমেন্ট, বালু, কংক্রিট আর লোহা। তিনশত বস্তা সিমেন্ট পারমিটে সংগ্রহ হইয়াছে, অদ্য আড়াই টন লোহার ছড় ঘরে তুলিলাম। জন-মজুর মিলার প্রত্যাশায় দুদিন দম নিব। এবারকার দুমাসের ভ্রমণে বড় চোট লইয়া চলিতে হইয়াছে। জমাখরচ মিলাইয়া দেখিলাম, জমার দিকই ভারী। কারণ, অধিকাংশ স্থানেই সহস্র সহস্র অপরিচিত নরনারী আপনার আপন হইয়াছে।

জনসাধারণের এই অসাধারণ উদ্দীপনার মধ্যে তোমাদের

কৃতিত্ব যথেষ্ট পরিমাণেই রহিয়াছে কিন্তু তোমরা যদি ধারাবাহিক ভাবে এবং অকপট কর্ম্মেচ্ছা লইয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া কাজ করিতে, তাহা হইলে আমার প্রতিটি সাফল্য বহুযুগব্যাপী হইত। দুদিনের জন্য যেন জনপ্লাবন লইয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু সবগুলি স্থানে পলিমাটি আটক পড়িল কি? পলিমাটি ধরিয়া রাখিতে হইলে সমগ্র জমির মধ্যে একটু দূরে দূরে দুই একফুট গভীর করিয়া করিয়া চৌকা কাটিয়া রাখিতে হয়, অথবা আইল দিতে হয়। যে ভাষণ যেখানে দিয়াছি, তাহার সমকক্ষ ভাষণটী আর অন্যত্র যে হয় নাই, বা হয় না, তাহার ত' তোমরা কেহ কেহ আমার সঙ্গে একাদিক্রমে তিন হইতে ছয় মাস ভ্রমণ করিয়াই প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইয়াছ। কিন্তু কেবল ভাষণ দিয়া দিয়াই কি আমার পরমায়ু নিঃশেষ হইয়া যাইবে? কোথাও কি দশটা বিশটা কথা উল্লেখযোগ্য ভাবে মানুষের প্রাণের পরতে চিরস্থায়ী দাগ কাটিয়া যাইবে না? মানুষকে গ্রহণের ক্ষমতায় পটু করিবার জন্য কি তাহার পিছনে খাটুনির প্রয়োজন নাই? তোমরা সেই কথাটী খুব গভীর ভাবে বুঝিবার চেষ্টা কর নাই।

অনেককে আফশোষ করিতে শুনা যায়,—হায়, আমার জীবৎকালে আমার কথা কেহ শুনিল না, আমাকে কেহ বুঝিল না। আমার আফশোষ তাহা নহে। এই দিক দিয়া আমি খুবই ভাগ্যবান্। আমার আট বৎসর বয়স হইতে আমি মানুষের কাছে, —দামী, চিন্তাশীল, ভবিষ্যদ্দর্শী। মানুষের কাছে,—আমার কথার,

আমার কাজের সপ্রশংস সমর্থন পাইয়া আসিতেছি। কিন্তু তাহাই ত' বড় কথা নহে। আমার সন্তান হইয়া যাহারা আমার বক্ষোবিলগ্ন হইলে, তাহারা নিজ নিজ শক্তিসামর্থ্য, মেধা-মনীষা, তেজোবল, শৌর্য্য ও পুরুষকার সেই পথে প্রয়োগ করিলে কোথায়? আমি তোমাদের অধিকাংশকে অলস দেখিতে পাইতেছি। আমি তোমাদের অধিকাংশকে উদাসীন দেখিতে পাইতেছি। আমি দেখিতেছি, তোমরা হুজুগে আকৃষ্ট হইয়া হঠাৎ হঠাৎ অতিশ্রম করিয়া ফেল। দুই দিনের উৎসবের পরে ডাক্তারকে ভিজিটের টাকা দিতে সুরু কর, কিন্তু অনাড়ম্বরপ্রচেষ্টায় ধারাবাহিক বিক্রমে মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর কোথাও কোনও পরিশ্রম কর না। আমি দেখিতেছি, অপরের পরিশ্রমের যশটুকু কৌশলে নিজেদের কোলে টানিবার দিকে তোমাদের অধিকাংশের যে আগ্রহ, যশোমান-নিরপেক্ষ হইয়া কর্ত্তব্যের খাতিরে কাজের জন্য কাজ করিয়া যাইবার জন্য তোমাদের সেই উদগ্র ব্যাকুলতা নাই। সকলে মিলিয়া, সকলকে নিয়া, সকলের জন্য এবং সর্ব্বকালের জন্য সুধীর নিষ্ঠায় কাজ করিয়া যাইবার জন্য যতগুলি গুণের প্রয়োজন, তাহার প্রায় প্রত্যেকটাই তোমাদের আছে কিন্তু উল্লিখিত কারণে তাহা সদ্ব্যবহারে আসে না। আর, তাহা সদ্ব্যবহারে আসে না বলিয়াই তাহার বিকাশও ঘটে না।

অনুশীলনের শক্তি অসীম। "ইহা আমার ব্রত"—এইরূপ সাত্ত্বিক বোধ লইয়া যদি কেহ কাজে নামে, তবে তাহার কাজের

গতি যতই মন্থর হউক, প্রকৃতি কদাচ ক্ষণভঙ্গুর হয় না। আমি তোমাদের কাছে এই জিনিষটাই চাই। সমগ্র মানবজাতির প্রতি প্রেম লইয়া কাজে নামা চাই। সর্ব্বত্র যাই, ভাষণমঞ্চের বাগ্মিতার আকর্ষণে সমাজের ধীমান্ পুরুষ-নারীরা আকৃষ্ট হইয়া কাছে আসেন কিন্তু সমাজের নিম্নস্তরের লোকের কাছে ভাষণের প্রভাব পৌছে না। ইহারা সরল সহজ কথোপকথনে যত আকৃষ্ট হয়, ভাষণে তত নহে।

পল্লীতে পল্লীতে গরীব, দুঃখী, অনাদৃত, অবজ্ঞাত তথাকথিত ছোটলোকদের মধ্যে তোমাদের প্রবেশ করা উচিত। তাহাদের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার দুঃসহ শঙ্কটের মাঝখানে তোমাদের গিয়া অভয়-বাণী বিতরণ করা উচিত। তাহাদের প্রাণে প্রাণে নব উদ্দীপনার সৃষ্টির জন্য মধুর বচনে, প্রাণময় আলোচনায় তাহাদের চোখের উপর হইতে কুসংস্কারের পর্দ্দা কাটিয়া সরাইয়া দেওয়া উচিত। আমি ত' একাজে আমার জীবন সমর্পণ করিয়াই রাখিয়াছি। কিন্তু আমি একা। তোমরা যদি চতুর্দ্দিকে প্রতিজনে নিজ নিজ বাসগৃহের সিকি মাইল পরিধির ভিতরে অনাদৃত যাহারা আছে, তাহাদের মধ্যে অবিলম্বে কাজে লাগিয়া যাও, মাত্র পাঁচটী দশটী বৎসরে কি অদ্ভুত যুগপরিবর্ত্তনই না ঘটিতে পারে। অসম্ভব ত' কিছুই নয়, তোমরা ইচ্ছা করিলে সবই ঘটাইতে পার। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন হইতেছে সুপ্রবল ইচ্ছার এবং সেই ইচ্ছাকে চিরজাগ্রত রাখিবার জন্য সুতীব্র সাধনার। আমি তোমাদের প্রতি

জনকে সাধক দেখিতে চাহি, শিষ্যরূপে আমার জয়ধ্বনি দিয়া মানুষের কর্ণপটহ-বিদারণ করিতেছ, এমন চির-চীৎকার-কুশল উদ্দণ্ড মূর্ত্তিতে নহে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৬)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর

৭ই শ্রাবণ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

নেতৃস্থানীয়দের কর্ত্তব্য নেতাগিরি নহে, নেতৃস্থানীয়দের কর্ত্তব্য ছোট বড় অপর সকল সতীর্থের সেবকত্ব গ্রহণ করা, তাহাদের প্রতিজনের কিসে উন্নতি হয়, উৎকর্ষ হয়, তাহার রাস্তা খুলিয়া দেওয়া, তাহাদের সর্ব্বশক্তি কি ভাবে শ্রেষ্ঠ মঙ্গলকর্ম্মে নিয়োজিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া, তাহাদের প্রতিজনের উৎসাহ যাহাতে অনির্ব্বাণ থাকে, তাহার আয়োজন করা।

প্রায় সর্ব্বত্রই নবদীক্ষিতের সংখ্যা অভাবনীয়রূপে বাড়িতেছে। ইহাদের অনেকে অর্দ্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত ও নিরক্ষর। ইহাদের কতক স্ত্রীলোক ও বালক। ইহাদের কেহ কেহ অতীতে সজ্জীবন যাপনের সুযোগ পায় নাই। ইহাদের কিয়দংশ পূর্ব্বাচরিত কুসংস্কার সমূহের বন্ধন হইতে এখনো মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই। ইহাদের

দুই চারি জন তোমাদের মতন বা তোমাদের অপেক্ষা অনেক অধিক শিক্ষিত কিন্তু আমার চিন্তাধারার সহিত পূর্ব্বপরিচয়হীন হওয়াতে এখনো অনিশ্চিত-প্রত্যয় ও দিগ্‌ভ্রান্ত।

এমন লোকদের ভিতরে সর্ব্বশক্তি লইয়া তোমাদের নামিয়া পড়িতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে, ইহারা প্রায় সকলেই তোমাদের ন্যায় নেতৃস্থানীয়দের আচরণই অনুসরণ করিয়া চলিতে চাহিবে। অতএব তোমাদের নিজ নিজ আচরণ ও অনুশীলনেও সতর্ক প্রহরা বসান প্রয়োজন। তোমরা নিজেরা কোনও বিষয়ে ভুল করিয়া সেই ভুলটী ইহাদের দ্বারা অনুকৃত অনুসৃত হইবার রাস্তা অবারিত করিয়া দিও না।

তোমরা যে কয় জন নেতৃস্থানীয় আছ, তাহারা অবিলম্বে ইহাদের ভিতরে কাজ সুরু কর। ইহাদের সাধন-রুচি-বর্দ্ধনে কি কি সদুপায় অবলম্বন করা যায়, স্থানীয় অবস্থার পর্য্যালোচনে তাহা দ্রুত স্থির কর। তোমরা দ্রুত মিলিত হইয়া সঙ্কল্প গ্রহণ কর যে, তোমরা সব ছোট-বড় ভাই-বোনদের মধ্যে সাধনানুরাগ সৃষ্টি করিবে। এটী তোমাদের অত্যাবশ্যক কর্ত্তব্য। একাজে তোমরা অবহেলা করিও না। দীক্ষা যাহারা আগ্রহ ভরে নিয়াছে, সাধনও তাহারা আগ্রহ ভরে করুক। এই চেষ্টায় নামিয়া তোমরা ইহাদের পরমকুশলের সহায়ক হও। ইহাদিগকে সহায়তা করিতে গিয়া সেই শুভফলের ভাগী তোমরা নিজেরাও হও। তোমরা সাধারণ লোকগুলিকে উৎসাহ দিয়া অসাধারণ হইবার সুযোগ দাও।

সাধারণ মানুষেরাই চিরকাল অসাধারণ হইয়াছে, ইহাই পৃথিবীর চিরন্তন ইতিহাস। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৭)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর

৭ই শ্রাবণ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

বড় বড় সহস্র বক্তৃতা অপেক্ষা একটী ছোট সৎকাজের দাম বেশী, সম্মান বেশী, উপকার বেশী। তোমরা কাজে মন দাও, কথা কমাও। কথা বেশী বলিতে গিয়াই ত' যত ঝগড়া-কলহ বাঁধে।

তোমাদের আমি ভালবাসি। প্রত্যেককে বাসি। ইহার মধ্যে আর লঘু-গুরুর হিসাব নাই, ছোট-বড়র বিচার নাই। জ্ঞানী আর মূর্খ, কবি আর বাচাল, কর্ম্মী আর অকর্ম্মণ্য, ভাবুক আর বৃথাচিন্তাপরায়ণ প্রতিজনকেই সমান ভালবাসি। তোমাদের ভালবাসি বলিয়াই ত' আমি আমাকে ভালবাসিতে শিখিলাম। তোমরা না থাকিলে আমার মূল্য কয় পয়সা?

শ্রম করিতে কদাচ কুণ্ঠিত হইও না। কাজ হাতে না থাকিলে

কাজ সৃষ্টি করিয়া লও। সর্ব্বদা একটা না একটা কাজে লাগিয়া থাক। অকাজ করিও না, এই মাত্র বিশেষ। ছোট-বড় হাজার কাজের জগতে অন্ত নাই। শ্রমের অভ্যাস ছাড়িও না।

তোমাদের বদ্ধমূল দারিদ্র্য নিয়ত আমাকে পীড়া দিতেছে। আর কত দারিদ্র্য সহ্য করা যায়? তোমরা সহ্যের সীমা অতিক্রম করিয়াও যে বাঁচিয়া আছ, ইহা আমার নিকটে আশ্চর্য্য লাগে। নীরবে সহ্য না করিয়া ইহাকে দূর করিবার জন্য দুঃসাহসিক প্রযত্নে ব্রতী হওয়া আজ প্রয়োজন। কেবল রোদন, কেবল আঁখিজল, ইহাই দারিদ্র্যের প্রতীকার নহে, প্রতিকারের পথও নহে।

যে-কোনও জীবিকা অবলম্বন করিয়া সদ্‌ভাবে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়, মান-অভিমান বিসর্জ্জন দিয়া সেই জীবিকাই ধরিবে। জীবিকা কাহাকেও কুলীন বা অকুলীন করে না, করে চরিত্রের উন্নতি বা অবনতি। অধিকাংশ বড় মানুষেরা পাপের দ্বারা অর্থ অর্জ্জন করিয়াছে বলিয়া উহা তোমারও পথ হইতে পারে না। চরিত্রে, সততায়, ধর্ম্মানুযায়ী জীবন-যাপনে তুমি অন্য সকলের অপেক্ষা পৃথক্ থাক।

পেট চালাইবার একটু ব্যবস্থা হইলেই ব্রত হিসাবে নিয়ম করিয়া দিবসের কতক নির্দ্দিষ্ট সময় পরোপকারমূলক জগৎকল্যাণকর সর্ব্বজনহিতবর্দ্ধক কাজে আত্মনিয়োগ করিবে। কোনও নির্দ্দিষ্ট কাজ যে পায় না, সে সদ্‌ভাব-প্রচারকে কাজ

বলিয়া গ্রহণ করিবে। সদ্‌ভাবের যে কত শক্তি বলিবার নহে। সদ্‌ভাব তাহার প্রচারকারীকে এবং তাহার শ্রবণকারীকে উভয়কে সর্ব্বতোভাবে লাভবান্ করে। শক্তিশালী পুরুষেরা ইচ্ছার বলে সদ্‌ভাব প্রচার করেন, সাধারণ লোকেরা সদ্‌ভাববাহিকা বাণী সমূহ লোককে পাঠ করিয়া করিয়া শুনাইয়া সদ্‌ভাব প্রচার করিবে। যতক্ষণ অসাধারণ যোগ্যতা না অর্জ্জন করিতে পারিতেছ, ততক্ষণ সাধারণের সুসাধ্য এই সদুপায়টী অবলম্বন করিয়া চল।

তোমরা দরিদ্র বলিয়া তোমরা যেমন উদ্বিগ্ন, আমিও তেমন। তোমাদের দরিদ্রতার মূল স্থায়ী ভাবে কিসে উৎপাটিত হইবে, সেই চিন্তা আমি করিতেছি। তোমরা নিজ নিজ বাহুবল দারিদ্র্য-বিনাশে নিয়োগ কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৮)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর

৮ই শ্রাবণ, ১৩৭১

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

ঈশ্বরে সর্ব্বতোভাবে নিজেকে সমর্পণ করিয়া চল। ভাবকে

গভীর হইতে দাও। তুমি নিজেই ত' হীরার খনি। তোমার মধ্য হইতে সব পাওয়ার ধন জাগিয়া উঠিবে।

আমাকে উপলক্ষ্য করিতে চাও? আমিও তোমার হৃদয়েই আছি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৯)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর

৯ই শ্রাবণ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

কাজের মধ্যে হইতে বিজ্ঞাপনের ভাবটা দূরে রাখিতে চেষ্টা করিও। তাহা হইলে তোমাদের কাজে নিষ্ঠা বাড়িবে, কাজ সত্য সত্য হইবেও। তুমি একটা বক্তৃতা দিবে, এই জন্য সকলকে মিলাইতে চেষ্টা করিও না,—সকলে মিলিত হইতেছে বলিয়াই তুমি প্রয়োজনীয় কিছু বলিবে, এই ভাবটী অন্তরে রাখিও। কথার কুস্তিতে কেল্লা ফতে হয় না, কাজের নিষ্ঠাই জয়লক্ষ্মীর নিত্যসঙ্গিনী। তুমি যে কত ভাল করিয়া কত সুন্দর সুন্দর কথা বলিলে, এই বাহাদুরীকেই কাজ করা বলিয়া ভ্রম কদাচ করিও না।

বাহিরের চটক কমিয়া যাউক, ভিতরের সাধনে রুচি বাড়ুক।

কেবলই যে বহির্ম্মুখ হইয়া পড়িতেছ, তাহা লক্ষ্য করিতেছ কি? অন্তর্মুখ সাধকই ত্রৈলোক্য জয় করেন। সাধন করিতে করিতে প্রেম জন্মে। প্রেমের বলে দিগ্বিজয় হয়। হিংসায় ক্ষিপ্ত, বিদ্বেষে তপ্ত, ঈর্ষ্যায় জর্জ্জরিত এই দগ্ধ ধরণীতেই প্রেম সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী বস্তু। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬০)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর

৯ই শ্রাবণ, ১৩৭১

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সরকারী অফিসে তোমার একটী চাকুরী হইয়াছে জানিয়া সুখী হইলাম। যাহাতে নিজ কর্ত্তব্য যোগ্য ভাবে সম্পাদন করিয়া ক্রমশঃ উন্নতি করিতে পার, তাহার চেষ্টা করিও। চাকুরী নেওয়ার মানে শুধু জীবিকার ব্যবস্থা করাই নহে, ইহার আর এক মানে যোগ্যতার পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পাওয়া, যোগ্যতা সঞ্চয়ের সুযোগ পাওয়া। অনেকে কেবল চাকুরীই করে, নিজেদের যোগ্যতা বাড়াইবার চেষ্টা করে না।

নির্লোভতা, শ্রমশীলতা এবং সততা এই তিনটী গুণ থাকিলে

অধিকাংশ চাকুরীতে উন্নতি লাভ করা যায়। তবে সৎ জীবনের আদর্শ আজকাল অধিকাংশ মানুষের চিত্তপট হইতে মুছিয়া যাওয়ায় একজন একাকী সৎ হইয়া চাকুরী করিতে অনেক অফিসেই পারে না। তুমি যাহাতে পার, তাহার দিকে কড়া নজর রাখিও।

মেয়েদের পক্ষে অফিস-আদালতে চাকুরী করার ভিতরে কতকগুলি বাস্তব অসুবিধা বোধ হয় সকল দেশেই আছে। এই দেশে তাহার পরিমাণ ও প্রবলতা অন্য দেশ অপেক্ষা অধিক। কারণ, এ দেশে কোনও মেয়ে সম্পর্কে একটী কুকথা কেহ উচ্চারণ করিলে, তাহা সত্য হউক আর মিথ্যা হউক, প্রায় অধিকাংশ লোকে হঠাৎ বিশ্বাস করিয়া বসে। অর্থাৎ যে-কোনও দুষ্ট প্রকৃতির পুরুষ একটী নিরীহ মেয়ে সম্পর্কে কতগুলি অবাস্তব অপবাদ সমস্ত অফিসটার মধ্যে কৌশলে ছড়াইয়া দিয়া মেয়েটীকে জব্দ করিয়া নিজের হাতের মুঠির ভিতরে আনিবার চেষ্টা করিতে পারে। মেয়েরা অনেক সময়ে কেবল অপবাদের ভয়ে সত্য ও নির্ভীক আচরণ অবলম্বন করিতে কুণ্ঠিতা হইয়া পড়ে। এই সকল কারণে তোমাকে সাবধান করিয়া দিতে হইতেছে যে, চাকুরে মেয়েদের আশে পাশে ভদ্রবেশধারী যে সকল নরপশু নিয়ত বিচরণ করিয়া কেবলই সুযোগ গ্রহণের জন্য ওৎ পাতিয়া থাকে, তাহাদের সম্পর্কে বিশেষ ভাবে সতর্ক হইয়া চলিবে।

তাই বলিয়া সর্ব্বদা কালো মেঘের মতন অন্ধকার মুখ করিয়া বসিয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই। নিজের আত্মসম্মান সম্পর্কে

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

সচেতন থাকিয়া নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে নিরুদ্বেগে হাসিমুখে চলিবে।

নূতন পরিস্থিতিতে পড়িয়া সাধন-ভজন ভুলিয়া যাইও না। সদ্‌গ্রন্থ পাঠ এবং ভগবন্নামস্মরণ, এই দুইটী কাজ হাজার অনবসরের মধ্যেও চালাইয়া যাইবে। ঐহিক উন্নতি-প্রয়াসের সাথে সাথে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষকেও চালাইয়া যাইতে হইবে। লক্ষ্য কখনো ছোট করিও না, মনকে কখনো দুর্ব্বল হইতে দিও না। সর্ব্বক্ষণ বিশ্বাস রাখিও, আমি তোমার সঙ্গে আছি। সুখে, দুঃখে, সম্পদে, বিপদে, উত্থানে, পতনে, বিফলতায় এবং কৃতকার্য্যতায়, সর্ব্বদা সর্ব্বক্ষণ আমি তোমার সঙ্গে আছি। এই বিশ্বাসের যে কি শুভফল, তাহা গভীর বিশ্বাস আসিলেই অনুভব করিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬১)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর

১০ই শ্রাবণ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

কর্ম্মশক্তিকে সহস্র দিকে প্রবাহিত কর। কর্ম্মক্ষেত্রকে দশদিকে প্রসারিত কর। শক্তি বাড়াইবার জন্য ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন কর। ক্ষেত্র বাড়াইবার জন্য অন্তরের প্রেমকে প্রগাঢ় কর।

দম্পতীর ভিতরে যখন আগ্রহ জন্মিবে যে তাহারা ব্যাপক ভাবে বিপুল পরিমাণে জগতের সেবা করিবে, তখন তাহাদের মধ্যে সংযমপালনের ব্রতধারণ অতীব হিতকর হইয়া থাকে। স্বভাবতঃ জগৎকল্যাণকারী স্বামীর সহধর্ম্মিণীকেও জগৎ-কল্যাণকারিণী হইতে হয়।

দাম্পত্য-সংযম-পালনকারীদের পক্ষে গুরুপাক দ্রব্য ভক্ষণ তথা অতিভোজন অবিধেয়। আমিষ বা নিরামিষ ভোজন সম্পর্কে আমার দিক হইতে কোনও বিধি-নিষেধ নাই। সংযম-পালন করিতে করিতে যাহার আহারের রুচি আপনা আপনি যেদিকে যায়, তাহার তদ্রূপ আহার করা উচিত। আসল লক্ষ্যটুকুর দিক হইতে দৃষ্টি সরাইয়া আনিয়া উপলক্ষ্যকে নিয়া বাড়াবাড়ি করা ঠিক নহে। তদুপরি দাম্পত্য সংযম-পালনকারীদের এমন ভাবে চলা উচিত নহে, যাহাতে তাহাদের দুই জনের গুপ্ত জীবনের এই ঘনিষ্ঠ ব্যবহারের বিরতি নিয়া দশজনে মুখে কাণে ফিস ফিস করে। বিবাহিত সংযমীর মন্ত্রগুপ্তি একান্ত প্রয়োজন।

স্ত্রীপুরুষের যৌনসংসর্গকে মৎস্যমাংস সেবন অপেক্ষা গুরুতর আমিষসেবন বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। যৌন ব্যবহারে যাহারা সংযম আনিতে পারে, তাহারা মাছ-মাংস খাইল কি ছাড়িল, ইহা একটা আলোচনার বিষয়ই হইতে পারে না। জিহ্বাদ্বারা আমিষাস্বাদন যতটা আমিষ-সেবন, স্ত্রীপুরুষ একজন নিজের ভোগেন্দ্রিয় দ্বারা অপরের ভোগেন্দ্রিয়কে আস্বাদন করিলে তাহা

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

অপেক্ষা অধিক আমিষ-সেবন হইয়া থাকে। এই অত্যধিক আমিষ হইতে যে দম্পতি নিজেদের বাঁচাইয়া চলিতে পারে, তাহারা মাছমাংস খাইলেও আচ্ছা, না খাইলেও আচ্ছা।

সারাদিন স্বামি-স্ত্রী পরস্পরে তুমুল কলহ চালাইল, তুচ্ছ তুচ্ছ ব্যাপার নিয়া মনোমালিন্য করিল বা মনোবৈকল্য ঘটাইল আর রাত্রিবেলায় তাহারা পৃথক্ শয্যায় শয়ন করিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করিল,—এই জাতীয় চেষ্টা বা বিচার উভয়ই নিতান্ত উপহাসাস্পদ। ঝগড়া-কলহ যেখানে অবিরত, সংযম-পালন সেখানে অতি শক্ত। মনের দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে পরস্পর পরস্পরের মন শান্ত করিবার ওজুহাতে সেখানে ঘন ঘন অসংযমাচার গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়া থাকে।

স্বামিপত্নীর মধ্যে পরম মৈত্রীভাব প্রতিষ্ঠিত করা সংযমপালনের পক্ষে অতীব আবশ্যকীয় ব্যাপার। দুই জনের সম্পর্কে দুই জনের সন্তোষ ও শ্লাঘার ভাব যত বাড়িবে, পারস্পরিক ব্যবহারে সংযমকে প্রতিষ্ঠিত করা তত সহজ হইবে। দুই জনের প্রতি দুই জনের শ্রদ্ধাবোধ যত অধিক হইবে, দুই জনের সম্ভাবনা সম্পর্কে দুই জনের ধারণা যত উজ্জ্বল হইবে, সংযম-পালন তত সহজ হইবে। এজন্য একে অন্যের উৎকর্ষগত শ্রীবৃদ্ধিতে সহায়তা করা উচিত। একে অন্যের অন্তরের ভাব ও চিত্তের অভিপ্রায় গুলিকে শোধিত-তর করিবার জন্য একত্র সদ্‌গ্রন্থপাঠ ও একত্র উপাসনা করিবে।

স্ত্রী-দেহের প্রতি অঙ্গে পরমপ্রভুর স্থিতি-চিন্তন স্বামীর সংযমের পক্ষে সহায়ক। পতি-দেহের প্রতি অঙ্গে পরমপ্রভুর স্থিতি-চিন্তন স্ত্রী সংযমের পক্ষে সহায়ক।—ইহা একটী উপায়।

স্ত্রী সর্ব্বপ্রথমে নিজদেহ মধ্যে পরমপ্রভুর উপস্থিতি চিন্তা করিবে। তৎপরে নিজ-দেহ-মধ্যে নিজ প্রতি অঙ্গে পতির প্রতি অঙ্গ বিরাজিত ভাবিয়া নিজেতে আর পতিতে মানসিক ভাবে অভিন্ন সত্তা লাভের চিন্তা করিবে।—ইহা তৎপরবর্ত্তী উপায়।

স্ত্রী স্বামীর দেহে নিজেকে অঙ্গে অঙ্গে অভিন্ন এবং স্বামী পত্নীদেহে নিজেকে অঙ্গে অঙ্গে অভিন্ন বলিয়া ধ্যান করিবে। ইহা তৃতীয় উপায়।

এই ভাবে সংযম-সাধনের উদ্দেশ্যে শরীর ও মনকে যোগ্য করিয়া তুলিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। তৎপরে বাকী কাজ একমাত্র সঙ্কল্পের বলে সিদ্ধ হইবে।

সঙ্কল্পকে খাঁটি ও একাগ্র করিতে পারিলে কিছুই অসাধ্য থাকিবে না।

সঙ্কল্পকে খাঁটি করিবার উপায় অকপট চিত্তে নাম-সাধন। ভগবানের নামকে প্রাণের অধিক প্রিয় মনে কর। পিপাসার জলের চেয়ে প্রযোজনীয়, নিঃশ্বাস-বায়ুর অপেক্ষা দরকারী, হৃদয়ের স্পন্দনের অপেক্ষা নিশ্চিততর কর তোমার ঈশ্বরের নামসাধনার নিষ্ঠাকে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬২)

হরিওঁ মঙ্গলকুটীর

১০ই শ্রাবণ, ১৩৭১

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমরা স্বামিস্ত্রীতে দুই বৎসর ধরিয়া সংযম-ব্রত পালন করিতেছ জানিয়া আনন্দের অবধি নাই। আসাম-ভ্রমণ-কালে তোমাকে দেখিয়াই আমার প্রাণে জাগিয়াছিল যে তোমার ভিতরে কোনও মহান্ ভাব দানা বাঁধিতেছে। সৎসঙ্কল্প কেবল মনেই লুকাইয়া থাকে না, মুখের জ্যোতিতেও প্রকাশ পায়। সৎকার্য্যকরা-জনিত আত্ম প্রসাদ কেবল অন্তরেই আস্বাদিত হয় না, তাহার দিব্য প্রভাব মুখমণ্ডলে অপূর্ব্ব বিভান্বিত হইয়া অভিব্যক্ত হইয়া ওঠে। কবে দেখিব, আমার সন্তানদের পরিচয় পাইবার জন্য লোকে ললাটে শ্বেতচন্দনের বিন্দুটীর অনুসন্ধান করে না, উহা থাকুক আর না থাকুক চক্ষের মর্ম্মভেদিনী পবিত্রতা, মুখের দিব্য প্রফুল্লতা, সমগ্র শরীরের ধীর প্রশান্ত ব্যক্তিত্ব দিয়া বাহ্য চিহ্ন ব্যতীতই লোকে তাহাদের চিনিয়া লয়!

দুই বৎসর ধরিয়া স্বামী ও পত্নী পূর্ণসংযম পালন করিয়া যাইতেছ, এই সংবাদ অনেকের নিকট অসম্ভব বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু আমি তোমাদের বাক্য বিশ্বাস করিয়াছি। কারণ, তোমাদের ন্যায় আরও বহুসংখ্যক দম্পতী বর্ত্তমানে এই সুপ্রশংসিত জীবন

যাপন করিতেছে। দাম্পত্য সংযম মানুষের নিকট আর অদ্ভুত কাহিনী নহে। আমি উৎসাহ দিয়া দিয়া বিগত পঞ্চাশটী বৎসরে অনেক নরনারীর মন হইতে অসম্ভাব্যতার বিভীষিকা দূর করিয়াছি। বর্ত্তমানে দাম্পত্য সংযম সমাজের বুকের উপরে একটী জাগ্রত সত্য, একটী বাস্তব সত্য, একটী সুপ্রতিষ্ঠিত সত্য। এখনকার বিবাহ-বাসরে লোকে আমার রচিত "বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য" আর "সধবার সংযম" নবদম্পতীকে সাদরে উপহার দেয়। তোমরা দুই বৎসর ধরিয়া যে ব্রত পালন করিয়া আসিতেছ, এই মহাব্রত সমগ্র জীবন ভরিয়া পালন করা কঠিন নহে। অন্তরে তোমাদের সাত্ত্বিক আগ্রহ জন্মিয়া থাকিলে চিরজীবনই পালন করিতে পারিবে। ইহা অসম্ভব ব্যাপার নহে। ইহা অকল্পনীয় এক উপন্যাস নহে। ইহা সামর্থসাধ্য, ইহা আচরণীয় সত্য। তোমরা তোমাদের অন্তরকে বারংবার জিজ্ঞাসা কর যে, সমগ্র জীবনই তোমাদের ইহা পালন করিতে ভাল লাগিবে কি না। তোমরা যতকাল সংযম পালন করিবে, ততকাল তোমাদের ইচ্ছাশক্তি সমাজের জীবনকে সকলের অজ্ঞাতসারে বিশোধিত করিতে থাকিবে। বাহিরে বিজ্ঞাপন জাহির না করিয়া যাহারা সংযম পালন করে, তাহাদের ভিতরে অচিন্তনীয় এক অব্যক্ত শক্তির জাগরণ ঘটে। সেই শক্তিকে যদি তাহারা তুচ্ছ স্বার্থে নিয়োগ না করে, তাহা হইলে তাহাদের অজানিতেও দেশ ও সমাজের ভিতরে ধারণাতীত আলোড়ন, বিবর্ত্তন ও রূপান্তর ঘটিতে থাকে। সচ্চিন্তা ও সংযমের শক্তিতে

পৃথিবীর ভবিষ্যৎ পরিবর্ত্তন করিবার দুঃসাহস তোমাদের থাকা চাই।

একবারে সমগ্র জীবনের জন্য কোনও সঙ্কল্প গ্রহণ না করিয়া, একটী বৎসর ব্রত উদ্‌যাপনান্তে পুনরায় একটী বৎসরের জন্য নূতন করিয়া ব্রত গ্রহণ কর। কেননা, একবার ব্রত গ্রহণ করিয়া কোনও কারণে দুর্ব্বলতার মুহূর্ত্তে ব্রত ভঙ্গ করিয়া ফেলা কোনও কাজের কথা নহে। তাহাতে অত্যধিক আত্মগ্লানি ভুগিতে হয় এবং আত্মবিশ্বাস, আত্মপ্রত্যয়, আত্মমর্য্যাদাবোধ কমিয়া যায়। অত্যন্ত দীর্ঘমেয়াদি সঙ্কল্প না নিয়া এক বৎসর এক বৎসর করিয়া ব্রতের মেয়াদ বাড়াইয়া যাও। কত বৎসর সংযম-ব্রত চলিবে, তাহার ভার শ্রীভগবানের উপরে দাও। নিজের উপরে এই বিষয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নির্ণয়ের ভার রাখিও না। তোমাদের ভিতরে কণামাত্র অহঙ্কারও যাহাতে প্রবেশ করিতে না পারে, তাহার দিকে প্রখর দৃষ্টি দাও। নিজেকে ঈশ্বরের দাস কর, নিজেকে প্রভু বলিয়া অহঙ্কার করিও না। কাম-ক্রোধ তিনি তাঁহার মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। কাম-ক্রোধ তিনি নিজেই যাহাতে দমন করিয়া রাখেন, অনুদিন অনুক্ষণ সেই প্রার্থনা কর।

এই উপলক্ষে একটী বিশেষ প্রক্রিয়ার উল্লেখ করিব। মানুষের ফটো তুলিতে ত' দেখিয়াছ। মানুষটা সাড়ে তিন হাত লম্বা, কিন্তু তাহার ফটোটা তিন ইঞ্চি বড়ও হইতে পারে। তোমার স্বামীর

তেমন একটী প্রতিচিত্র তুমি মনে মনে চিন্তা কর, যাহাতে তাহার নিখুঁত আকৃতি রহিয়াছে কিন্তু যাহা এত ছোট যে, একটী রোমকূপের মধ্যে তাহা বিরাজ করিতে পারে। এইরূপ কোটি কোটি প্রতিচিত্র চিন্তন কর এবং প্রত্যেকটী প্রতিচিত্র তোমার শরীরের প্রতি অঙ্গের প্রত্যেকটী রোমকূপে বিরাজ করিতেছে, এইরূপ ভাবিতে থাক। ভাবিতে থাক, ঐ চিত্রগুলির প্রত্যেকটার ভিতরে প্রাণ আছে, প্রত্যেকটী প্রতিচিত্রের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস আছে, প্রত্যেকটী প্রতিচিত্রের পঞ্চেন্দ্রিয় আছে, স্পর্শসুখ, দৃষ্টিসুখ, ঘ্রাণসুখ, স্বাদসুখ, শ্রুতিসুখ আছে। ভাবিতে থাক, তোমার স্বামী তোমার সহিত প্রতি অণুপরমাণুতে মিলিত হইয়া আছে। ইহা একটী চমৎকার অনুশীলন।

ইহার পরবর্ত্তী অনুশীলন এই যে, যদিও তোমার দেহটী তোমার হাতের মাপে সাড়ে তিন হাত লম্বা, তথাপি তুমি নিজের একটী ছোট্ট প্রতিকৃতি কল্পনা কর। তোমার স্বামীর শরীরের প্রতি রোমকূপে এইরূপ অসংখ্য প্রতিমূর্ত্তি হইয়া তুমি বিরাজ করিতেছ, প্রত্যেকটী প্রতিমূর্ত্তিতে তুমি তোমার পূর্ণ সত্ত্বায় ও পূর্ণ শক্তিতে বিরাজিত, প্রত্যেকটীর শ্বাস প্রশ্বাস আছে, হৃৎস্পন্দন আছে, উচ্চাভিলাষ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, দিব্য পরিকল্পনা আছে, স্বামীর প্রতি অঙ্গের প্রতি রোমকূপে নিজেকে নিঃশেষে মিশাইয়া দিয়া সেই এক দেবতার মধ্যে তুমি কোটি কোটি অণুদেবতা রূপে মিশিয়া যাইতেছ, এইরূপ ভাবিতে থাক।

এক সপ্তাহ এইরূপ এবং এক সপ্তাহ ঐরূপ ভাবিতে ভাবিতে কিছুদিন পরে তুমি তোমার স্বামীর সহিত এমন একাত্মতা পাইয়া যাইবে, জীবনেও যাহা কদাচ কল্পনা করিতে পার নাই।

তুমি তোমার স্বামীকে লইয়া যে দুইটী অনুশীলন করিতে উপদিষ্ট হইলে, তোমার স্বামীও তোমাকে লইয়া তদ্রূপ করিবে। দুইজনেরই ইহাতে তুল্য ফল হইবে।

নারীপুরুষের পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য সম্ভব। একথা যাহারা বিশ্বাস করে না, এই সকল নিগূঢ় অনুশীলনের তাৎপর্য্য তাহাদের বোধগম্য হইবার নহে। তোমরা নিজেদের জীবনে বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্যকে আস্বাদন করিয়াছ। তোমাদের নিকটে এই উপদেশের মর্ম্মরহস্য সহজবোধ্য।

অন্তরে নিরামিষ আহারের রুচি হইয়াছে, বেশ, নিরামিষই খাও। মসূর ডাল সম্পর্কে আমার দিক হইতে বাধা নাই। সমাজ-প্রচলিত নিয়মে মসূর ডালকে আমিষদ্রব্য বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে। মাছ, মাংস, ডিমের সমপর্য্যায়ে মসূর ডালকে গণ্য করা হয়। কেন ইহা করা হয়, আমি জানি না। একদা ইহাকে আমিষ গণনা করিবার কোনও কারণ নিশ্চয়ই ঘটিয়া থাকিবে, কিন্তু বর্ত্তমানে তদ্রূপ কারণ আছে বলিয়া মনে করি না। আমি মসূর ডালকে আমিষ জ্ঞান করার যুক্তি জানি না। কিন্তু খেশারী ডাল আমাদের দেশের বিধবাদের এত প্রিয় হওয়া সত্ত্বেও আমি

তাহা আশ্রমে ঢুকিতেই দেই না। কেবল মানুষের সম্পর্কেই নহে, আমি ইহা গাভীকেও খাইতে দেই না। কারণ, ইহা পক্ষাঘাত রোগের আনুকূল্য-বিধায়ক। খেশারীর মতন এমন অপকারী জিনিষ কি করিয়া যে সাধু, যতি, ব্রহ্মচারী ও বিধবাদের পাকশালে প্রবেশ করিল, ভাবিয়া পাই না। সংযম-ব্রত-পালনকারী দম্পতীর মনে নিরামিষ আহারে আগ্রহ আসিবে, ইহা বিচিত্র নহে। সুতরাং প্রাণ যতদিন চাহিবে, শরীরে যতদিন পোষাইবে, নিরামিষ সেবন করিতে পার। পুনরায় যে এক বৎসরের জন্য সংযম-ব্রত লইতেছ, তাহাতে নিষ্ঠা-বর্দ্ধনের জন্য শয্যা, বস্ত্র, বেশভূষা, আহারীয় আদির যে পরিবর্ত্তন সাধন ভাল মনে কর, করিও। অন্তরের শুচিতা-বর্দ্ধক কাজ, তোমার ব্রতের পরম সহায়ক জানিও।

নিরামিষ খাইবে বলিয়া শরীরকে অপুষ্টিতে শুষ্ক করিবে, ইহার কোনও উপযোগিতা নাই। ইহাতে কোনও লভ্যও নাই।

তোমাদের ব্রত সফল হউক, এই আশীর্ব্বাদ করি। সফল হউক তোমাদের নিজেদের কল্যাণের জন্য, সফল হউক তোমাদের সন্তানসন্ততির কল্যাণের জন্য, যাহারা কিছু না বুঝিয়াও তোমাদের আধ্যাত্মিক শক্তির অদৃশ্য সহায়তা পাইবে,—সফল হউক তোমাদের দেশ, সমাজ ও জাতির জন্য সফল হউক সমগ্র জগতের মঙ্গলের জন্য। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬৩)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর
১০ই শ্রাবণ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

উত্তাল সমুদ্র-তরঙ্গ ভেদ করিয়া, প্রচণ্ড ঝড়ের দুরন্ত আক্রোশকে অঙ্গুলী-হেলনে তুচ্ছ করিয়া তোমার জীবন-তরী পরিপূর্ণ সফলতার নিরাপদ পোতাশ্রয়ে গিয়া পৌঁছুক, এই আশীর্ব্বাদ করি।

সুরূপ, সুকান্তি, সুন্দর যুবকটীকে দেখিলে অনেক দুষ্টা নারীর মনে বিকার উপস্থিত হইয়া থাকে। তাহারা নিজ নিজ ভ্রষ্টতা গোপন রাখিয়া সুকৌশলে আত্মীয়তার সৃষ্টি করে এবং যখনি বাগে পায়, তখনি ঘাড় মটকায়। এইরূপ কোনও রমণীর পাল্লায় যদি পড়িয়া থাক, তবে সে যতই রমণীয়া, যতই কমনীয়া, যতই লোভনীয়া হউক, অবিলম্বে তাহার সংশ্রব ত্যাগ কর। তুমি অবোধ কিশোর, বিন্দুমাত্রও জান না, নারীর ছলনায় পড়িয়া মোহকূপে ডুবিলে ভবিষ্যতে ইহার জন্য কত মূল্য তোমাকে দিতে হইবে। বিন্দুমাত্র মায়া না করিয়া, চলিত শিষ্টাচারের কণামাত্র তোয়াক্কা না রাখিয়া অবিলম্বে তুমি এত দূরে সরিয়া পড়, যেন ঐ মোহিনী দানবী তোমার নাগাল না পায়।

আপৎকালে হিতোপদেশে কর্ণপাত করিতে অনেকের ভাল লাগে না। তোমারও হয়ত লাগিবে না। তবু আমি বলিতেছি, এই পাপসংসর্গ অবিলম্বে পরিত্যাগ কর।

মনে করিও না, চতুরতা করিয়া ইহাকে বিজয়িনী হইবার বাধা দিবে। এইরূপ ধারণা তোমার সম্পূর্ণ ভুল। মোহিনী মায়ায় যাহারা যুবক বশ করে, তাহাদের গরিলা-যুদ্ধ আয়ত্তে থাকে। কোন্ সময়ে কোন্ অতর্কিত মুহূর্ত্তে কোন্ অপ্রত্যাশিত কুঞ্জকাননের পশ্চাৎ দিক হইতে যে আক্রমণ হইয়া যাইবে, ধরিতেও পারিবে না। নিজেকে যুদ্ধবিশারদ মনে করিয়া মিথ্যা আত্মতৃপ্তিতে মজিয়া থাকিলে নেফাতে জেনারেল খোশ্‌লার যাহা হইয়াছিল, তোমারও তাহা হইয়া যাইবে। নেফার বিপর্য্যয়ের মতন এমন কলঙ্ককর পরাজয় পৃথিবীর ইতিহাসে কোনও জাতির কদাচ দেখা যায় নাই।

মনে রাখিও, তোমার একটা ভবিষ্যৎ আছে। সাময়িক ভ্রমে, বর্ত্তমানের তুচ্ছ একটা মোহে তুমি তোমার সেই অত্যুজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে বলি দিতে পার না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬৪)

হরিওঁ মঙ্গলকুটীর

১১ই শ্রাবণ, ১৩৭১

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

অনেক দিন আগের লেখা তোমার একখানা পত্রের বিষয় মনে পড়িল। এই পত্র তাহার উত্তরে লেখা।

প্রলোভন জয় তোমাকে করিতে হইবে। সংসারের কূটনীতিতে অনভিজ্ঞা সরলা কুমারী কন্যারা অতি সহজে ভুল করিয়া বসে। যাহারা নরকের কীট, তাহাদের সংশ্রব হইতে যে সযত্নে দূরে থাকা প্রয়োজন, এই কথা তাহারা ধারণায়ও আনিতে পারে না। বাহিরে যে সকল যুবক ও পৌঢ় সম্মানিত ভদ্রলোকের সুন্দর মুখস পরিয়া বিচরণ করে, তাহাদের মধ্যে যে অনেক নরপশু অনাঘ্রাতপুষ্পসম পবিত্র কুমারীর আঁচল ধরিয়া হঠাৎ টান মারিবার জন্য ভিতরে ভিতরে পায়তারা করিতেছে, একথা সে অনুমানও করিতে পারে না। তাহার এই অজ্ঞতা এবং তাহার স্বভাবের প্রকৃতিদত্ত সরলতা তাহাকে দুষ্টের হাতের ক্রীড়নক করিয়া থাকে।

মাতা-পিতার উচিত নিজ নিজ কুমারী কন্যাকে এই বিষয়ে শিক্ষাদান করা। কিন্তু তাঁহারা ইহা করিতে ভুলিয়া যান বা কন্যাকে

খোলাখুলি এসব বলিতে লজ্জা বোধ করেন। কিন্তু ইহা মারাত্মক। দেশ-কালের অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে, খোলাখুলি সব বলা উচিত। নিজ কন্যাকে নিজেই সাবধান করিয়া দেওয়া উচিত।

তোমরা নিজেদের আচরণ হইতে চঞ্চলতাকে নির্ব্বাসন দিবে। কুমারী মেয়েদের মধ্যে কোনও অসতর্ক চঞ্চলতা লক্ষ্য করিলে নারীমাংসলোভী শকুনিরা তাহার দিকে অধিক লক্ষ্য দেয় এবং তাহাকে সহজলভ্যা জ্ঞান করিয়া তাহার মনে বিক্ষিপ্ততা বা দুর্ব্বলতা আনয়নের জন্য চারিদিকে গুপ্ত ভাবে ষড়যন্ত্র-জাল ছড়ায়। বাক্যে, দৃষ্টিতে, হাবভাবে চপলতা তোমাদের পরিহার করিতে হইবে।

পশুবলে কেহ কদাপি যাহাতে তোমাদের মর্য্যাদার হানি না ঘটাইতে পারে, তাহার জন্য তোমাদের প্রয়োজন ভয়রাহিত্য। যে যতই বলশালী, বিত্তশালী বা পরাক্রান্ত হউক, তোমার ক্ষীণা বাহুলতা কদাচ তাহাকে শাসন করিয়া দিতে কুণ্ঠিত হইবে না, এই সুদৃঢ় সঙ্কল্প তোমার থাকা চাই।

অল্প ভয় সতর্কতার অঙ্গ। অত্যধিক ভয় দুর্ব্বলতার জনক। যে কোনও ব্যক্তির দ্বারা যে-কোনও সময়ে একটা অমর্য্যাদাকর ব্যাপার ঘটিতে যে পারে, নিরাতঙ্ক চিত্তে সর্ব্বত্র বিচরণ করিলেও সেই বিষয়ে সতর্ক থাকিতে হইবে। দিবারাত্রি ভয়ে মরিয়া যাওয়ার মত মূর্খতা কিছু নাই কিন্তু সকল মানুষের কাছেই নিজেকে নিরাপদ

ভাবিয়া অসতর্ক ভাবে শয়ন, উপবেশন বা বিচরণের মূর্খতা এর চেয়েও বেশী মারাত্মক। নির্ভয়ে বিচরণ করিবে—কিন্তু সতর্ক হইয়া।

ঈশ্বর-সাধনে মনকে নিয়ত লগ্ন রাখিবে। ভগবানের নাম কদাচ ভুলিবে না। তাঁহার নামে অনুরাগের ফলে তোমার চিত্ত সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকিবে, তোমার আত্মবিশ্বাস প্রবল হইবে। বিভ্রান্ত যুবকেরা ষড়যন্ত্র করিয়া চিরকালই পল্লীর কিশোরী কন্যাগুলিকে বিবাহের আগেই অন্তঃসারহীন করিয়া দিবে, এইরূপ ঘটনা তোমরা ঘটিতে দিবে না। সংসারে যখন প্রবেশ করিবে, নিষ্কলঙ্ক দেহ এবং নিষ্কলঙ্ক মন লইয়া স্বামিগৃহে যাইবে। আমি যে ব্রহ্মচর্য্যের প্রচার করিতেছি, তাহা কেবল পুরুষের ব্রহ্মচর্য্যই নহে, স্ত্রীলোকেরও ব্রহ্মচর্য্য। যোগ্য পিতা এবং যোগ্যা মাতা হইবার জন্য কৌমার-কালে পুরুষ ও নারী উভয়ের জীবনই দিব্য পবিত্রতার অনিন্দ্য আধার থাকা চাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬৫)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর
১৩ই শ্রাবণ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

দিন কয়েক হয় আর একটী শ্রমদানী যুবক আসিয়াছে, প্রসন্ন

কুমার ঘোষ। ত্রিপুরার তেলিয়ামুড়া হইতে গিরিন্দ্র তাহাকে পাঠাইয়া দিয়াছে। এইরূপ পরিশ্রমী শ্রমদাতা যুবকেরা যদি আগামী বৎসরও ১লা শ্রাবণ তারিখে আশ্রমের কর্ম্মে আসিয়া যোগদান করে এবং প্রত্যেকে একটা করিয়া মাস পুপুন্কী অবস্থান করে, তাহা হইলে অনেক কাজ তোমাদের আগাইয়া যাইবে। যাহারা একমাস পারে না, তাহারা পক্ষকাল থাকিবেই। তবে মাত্র পাঁচটী শ্রমদানী নহে, পঁচিশটী শ্রমদানী প্রয়োজন। শ্রমদানকে যদি তোমরা বার্ষিক একটী প্রথায় পরিণত করিয়া নিতে পার, তবে ইহার ফল অতীব শুভ এবং বহুব্যাপক হইবে।

একটী শ্রমদানী এই মানভূম জেলারই বঙ্গীয় অংশ পুরুলিয়া অঞ্চল হইতে আসিয়াছিল। ঠিক দুইটী দিন কাজ করিয়াই চলিয়া গিয়াছে। এমনকি যাইবার কালে আমার সহিত সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করে নাই। অর্থাৎ শ্রমদান করিতে আসিয়াছিল শখে, চব্বিশটী ঘণ্টাতেই শখ মিটিয়া গেল। এত সহজে শখ মিটিয়া যাওয়াতে বিদায়-কালে লজ্জায় আর গুরুদর্শনও করিল না।

এইরূপ শ্রমদাতা চাহি না। ইহারা ব্রতের কলঙ্ক, উদ্যমের অপযশ, আদর্শের লজ্জা। যে যখন যেই ব্রতই গ্রহণ করুক, তাহার চরিত্রে এই সদ্‌গুণটুকু থাকা দরকার যে, কাজ কঠিন বলিয়া কদাচ তাহা ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না। এই দৃঢ়তা তাহার মধ্যে নিশ্চয়ই প্রত্যাশা করিব যে, সঙ্কল্পিত সময়ের মধ্যে কর্ম্মান্তরে মনোনিবেশ সে করিবে না, রণে ভঙ্গ দিবে না, পলায়ন করিবে না। শ্রমদান

একটা ব্রত, ইহা হুজুগ নহে। ব্রত নিলাম আর সঙ্গে সঙ্গে ছাড়িলাম, এ কেমন কথা? তাহা হইলে ত' এদেশের যুবকেরা দেশের বিপদের সময়ে হুজুগে পড়িয়া সৈন্যদলে নাম লিখাইবে আর শত্রুর দুই একটা বোমা কাহারও বাঁশঝাড়ে বা কোনও ভাগাড়ে পড়িয়া ফাটিয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে দল ছাড়িয়া পলাইতে ব্যস্ত হইবে। আজকাল নানা স্থানে আদর্শবান্ দম্পতীরা ব্রহ্মচর্য্যের ব্রত নিতেছে। যদি একটু অসুবিধা দেখিলেই সঙ্কল্পিত সময়ের পূর্ব্বে গা-ঢিলা দিয়া ফেলিতে হয়, তবে ত' আদর্শের কবর সেইখানেই খুঁড়িতে হইবে। না, এমন শ্রমদাতা আগামী বৎসর তোমরা কেহ পাঠাইও না। এখানে আমি তরুণ শিক্ষার্থীদের জন্য স্বাবলম্বনের অভাবনীয় অনুশীলনের সুযোগ সৃষ্টি করিতে চাহি। এখানে যেখান হইতে যে আসিয়া কাজে হাত দিবে, সঙ্গে যেন নিষ্ঠার বল, জিদের বল, দৃঢ়তার বল নিয়া আসে। নিষ্ঠাহীন ব্যক্তি জগৎকে, দেশকে, সমাজকে পরিবারকে, পিতাকে, মাতাকে, গুরুকে, কাহাকেও প্রকৃত সেবা কিছুমাত্র দিতে পারে না।

বৃক্ষরোপণ এবং শ্রমদান এই দুইটীই আমি অনেক কাল পূর্ব্ব হইতে করিয়া আসিতেছি। বর্ত্তমান বনমহোৎসবের প্রবর্ত্তক, প্রচারক ও নেতারা ইংরাজি ১৯২৮ সালে কে কোথায় কি করিতেছিলেন, খোঁজ নাও। আমি ঐ সনেই বিরাট্ ভাবে পুপুন্কী অঞ্চলে ফলবৃক্ষ বিতরণ সুরু করি। ইহার তিন চারি বৎসর পরে

একই বৎসরে এক লক্ষ ফলবৃক্ষ বিতরণ করি। তাহার পর হইতে এই সুমহৎ কার্য্যটী আমি বৎসরের পর বৎসর অল্পাধিক করিয়া আসিতেছি। বিহারের বনবিভাগ জনসাধারণকে বিতরণের জন্য বনমহোৎসব আন্দোলনের সুরুতে আমার নিকট হইতে হাজার হাজার ফলবৃক্ষের চারা ট্রাক বোঝাই করিয়া নিয়া সরকারী কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন। দেশের রাজনৈতিক নেতারা একজনেও আমার পূর্ব্বসূরী নহেন।

তবে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ইহার অনেক পূর্ব্ব হইতেই শান্তিনিকেতনে বৃক্ষ-রোপণ করিতেন। তিনি ঐ উৎসবকে নৃত্যগীত-সমারোহে করিয়া ছিলেন উল্লসিত, কিন্তু আমি এই সংবাদ জানিতাম না। আমার বৃক্ষরোপণ ঘরে ঘরে গিয়া গোযান-বোঝাই ফলবৃক্ষের চারা নিজে পৌঁছাইয়া দেওয়া আর নিজ হাতে গর্ত্ত খুঁড়িয়া সার দিয়া তাহাকে রোপণ করাতে ধরিয়াছিল সূচনা। গাড়ী যোগাড় করিতে পারি নাই ত' ঘাড়ে করিয়া গাছ নিয়া নিরক্ষর অজ্ঞান লোকদের বাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়া আসিয়াছি। রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বগামিত্ব আমি জানিতাম না কিন্তু তাঁহার বৃক্ষরোপণের ঢং এবং লক্ষ্যের সহিত আমার বৃক্ষরোপণের ঢং এবং লক্ষ্যের তফাৎ ছিল। রবীন্দ্রনাথ বা অন্য কেহ বর্ষাকালে বৃক্ষরোপণোৎসব করিতেছেন ইহা জানিবার আগেই আমি হরিদ্রাবর্ণের কাগজে লাল কালীতে ছাপান

সদ্যোরচিত সংস্কৃত অনুষ্টুপ ঘরে ঘরে বিতরণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষরোপণ-আন্দোলন ব্যাপক ভাবে চালাইতেছিলাম,—

নিরস্তে পাদপে দেশে বর্ষণং ন ভবেত্ততঃ,
পুণ্যানামেব পুণ্যং তু পাদপানাং বিরোপণম্।।
অতিথেঃ পূজনং পুণ্যং অন্নদানে তাতোঽধিকম্,
ফলবৃক্ষরোপণাত্তু অশ্বমেধ-ফলং ভবেৎ।।
মূলে তু সিঞ্চয়েত্তোয়াং পুণ্যকল্যাণলিপ্সু যঃ,
পাদপে যানি পত্রাণি তানি লক্ষাণি স্বর্গভুক্।।

ইংরাজি ১৯১৪ সাল হইতে আমার শ্রমদান আরম্ভ হয়। ১৯২১ সালে তাহা ব্যাপক মূর্ত্তি ধারণ করে। পূর্ব্ববঙ্গের যে-কোনও পল্লীতে অজ্ঞাত-পরিচয় এক স্বল্পশ্মশ্রু যৃষ্টিকম্বলধারী দৃঢ়দেহ যুবককে হয়ত এক পথহীন প্রান্তরে নতুবা জলহীন পুকুরের পারে হঠাৎ দেখা যাইত। যুবক অধিকাংশ সময়ে মৌনী থাকিত। লোকের যাতায়াতে কষ্ট হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার বাহু একখানা কোদালি নিয়া মাটি কাটিয়া রাস্তা নির্ম্মাণ করিতেছে। লোকের পানীয় জলের কষ্ট, সঙ্গে সঙ্গে যুবকের বাহু পুকুরের পঙ্কোদ্ধারে লাগিয়া গেল। দিবসে ঐ কঠোর শ্রম, আর রজনীতে যে কোনও বৃক্ষতলে নিশ্চিন্ত বিশ্রাম। কাজের সময়ে চারিদিকে লোক জমিয়া যাইত। কেহ হাসিত, কেহ টিটকারী দিত, কেহ অবাক্ হইত, কেহ শ্রদ্ধার চোখে তাকাইত। দুই চারিদিন উপবাসের পরে আপনা

আপনি আহারীয় আসিত, দুই চারদিন একক শ্রমের পরে গ্রামের যুবকেরা দল বাঁধিয়া কাজে যোগ দিত। মৌনী মানুষ বক্তৃতা দিতে পারে না। কাজ করিয়া দৃষ্টান্তই মাত্র দেখাইতে পারে। দৃষ্টান্তের শক্তিতে কঠোর শ্রমদান সুরু হইত। পুপুন্‌কীতে আজ যে আমি শ্রমদানের জন্য ডাকিয়াছি, তাহার উৎস ঐ অর্দ্ধশতাব্দীর আগের শ্রম, করিৎকর্ম্ম শ্রম, বাস্তব দৃষ্টান্ত। আমার শ্রমদানের ডাক বর্ত্তমানের কোনও রাজনৈতিক নেতার বক্তৃতার বা প্রয়াসের অনুরণন নহে।

তোমরা এই কথাটী মনে রাখিয়া শ্রমদানকে ব্রতের মর্য্যাদা দিও। হুজুগের সাময়িক মোহাবিষ্টতা নহে, ব্রতের সজ্ঞান দায়িত্বপালনই আমি চাহি। একটী বৎসর তোমাদের হাতে আছে। আজ হইতেই তোমরা তোমাদের গুরুভাইদের মধ্যে শ্রমদানের ধ্যান-ধারণাকে প্রসারিত করিতে থাক, যাহাতে আগামী বৎসর পয়লা শ্রাবণ এই পুপুন্‌কীতে বহু বাহু একত্র সমুত্থিত হইতে পারে এদেশের শক্ত মাটির দারুণ দম্ভ দূর করিয়া দিতে। এ মাটির দম্ভের সহিত আমি ইংরাজি ১৯২৭ সাল হইতে লড়িতেছি, —পরাজয় স্বীকার করি নাই। পরাজয়কে মানিয়া লওয়া আমার ধাতের মধ্যেই নাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬৬)

হরিওঁ মঙ্গলকুটীর

১৩ই শ্রাবণ, ১৩৭১

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

পুত্র এবং পুত্রবধূকে ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত করিবার জন্য চেষ্টা কর। ধর্ম্মভাব বলিতে প্রথমেই বুঝিবে, ঈশ্বর বিশ্বাস। তার পরে বুঝিবে, সৎ এবং পরোপকারী থাকিবার আগ্রহ। এই দুইটী ভাব যাহাতে মনের ভিতরে সর্ব্বদা সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহারই জন্য জপ, ধ্যান, আরাধনা আদির প্রবর্ত্তন হইয়াছে। ঈশ্বরে যাহার বিশ্বাস আছে, সে বড় নিশ্চিন্ত। নিশ্চিন্ততাই শান্তি। শান্তিই দীর্ঘায়ুদাত্রী এবং সর্ব্বকার্য্যে সুখপ্রদাত্রী। যাহার শান্তি আছে, জগতের সকল সুখের সে অধিকারী।

কতকগুলি ফোঁটা আর তিলক, শিরে জটা আর গাত্রে নামাবলি, মালাঝোলার বোঝা আর রঙ্গীণ কাপড়,—এগুলির সহিত ধর্ম্মভাবের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক অধিক নাই। ইহারা কাহারও কাহারও পক্ষে ধর্ম্মভাবের উত্তেজক বা উদ্বোধক হইয়া থাকে। যাহা কাহারও কাহারও পক্ষে সত্য, তাহা সকলের পক্ষে সত্য নাও হইতে পারে। আসল কথ ঈশ্বরে বিশ্বাস।

ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকিলে সর্ব্বজীবে আপনা আপনি প্রেম

আসে। ঈশ্বর প্রেমময়, তাই তাঁহাতে বিশ্বাস থাকিলে জীবে প্রেম আর আলাদা করিয়া অনুশীলন করিতে হয় না। তথাপি যদি কেহ তাহাও করে, তবে ভালরও ভাল হইল। অর্থাৎ উত্তম হইল। ধার্ম্মিক পুত্রকন্যার তুমি মাতা, এই গৌরবের অধিকারিণী হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৭)

হরিওঁ মঙ্গলকুটীর

১৩ই শ্রাবণ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

পত্নীর প্রতি প্রকৃত প্রেমভাব জন্মিলে পতি আর মানুষ থাকে না, দেবতা হইয়া যায়। মানুষের স্বভাব নিজের স্বার্থে কাজ করা, দেবতার স্বভাব পরের স্বার্থে আত্মদান করা। তোমার পত্নীকে তুমি ভগবানের ভোগ-মন্দির বলিয়া জ্ঞান কর। তুমি নিজে যতটুকু ভগবান, ঐ মন্দিরে প্রবেশের তোমার ততটুকু অধিকার। বিবাহ করার অর্থ কামকলুষে ভাসিয়া যাওয়া নহে, বিবাহ করিবার প্রকৃত মর্ম্মার্থ হইতেছে পত্নীকে সাক্ষাৎ ভগবতী জানিয়া নিজে ভগবান্ হওয়া। এদেশে শিব-পার্ব্বতীকে রাধা-কৃষ্ণকে, সীতা-রামকে এত

যে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখা হইয়া থাকে, তাহার একটী মানে এই যে পার্ব্বতী নিজে ভগবতী হইয়া, রাধা নিজে কামগন্ধাতীত প্রেমের পরিপূর্ণ বিগ্রহ হইয়া, সীতা সর্ব্বতোভাবে ভোগগন্ধরহিত পাতিব্রত্যের প্রতিমা হইয়া নিজ নিজ ঈশ্বরীয় বিভূতিতে শিবকে, কৃষ্ণকে, রামকে অভ্যুন্নত করিয়াছেন। তোমার পত্নী যাহাতে ভাগবতী সমৃদ্ধিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তোমাকে জান্তব তাড়নার ঊর্দ্ধে নিয়া যাইতে পারে, তাহার জন্য তোমাকে আগে তাহাকে জানিতে হইবে ভগবানের ভোগমন্দির, পশুর নহে, দানবের নহে, একেবারে সম্পূর্ণরূপে ভগবানের। যে নিজে ভোগে মজে এবং বিনাশকে ভজনা করে, সে পশু। যে নিজ সুখের জন্য ভোগে মজে কিন্তু অপরের দিকে তাকায় না, সে সাধারণ এবং নিকৃষ্ট একটি মানুষ। যে নিজের ভোগের জন্য অপরের অনিষ্ট করিতেও কুণ্ঠিত হয় না, সে দানব। যে নিজের ভোগকে অগ্রাহ্য করিয়া অপরের জন্য প্রাণপাত করে, সে দেবতা। যে নিজের স্পর্শ দিয়া পশু, মানুষ এবং দেবতা সকলকে অদ্বিতীয় পরমেশ্বরে রূপান্তরিত করে, সে ভগবান্। নিজে ভগবান্ হইবার জন্য পত্নীকে ভগবতী কর, পত্নীকে ভগবতী করিবার জন্য নিজে ভগবান্ হও। তোমাদের দাম্পত্য সংযমের আকাঙ্ক্ষার মূলদেশে এই দার্শনিক সত্যকে প্রতিষ্ঠিত কর। তার পরে দেখিবে, যাহাকে লইয়া এক সপ্তাহ সংযমী থাকিতে পারিতেছ না, তাহাকে লইয়া মাস, পক্ষ, বৎসর এবং যুগ অনায়াসে সংযত ভাবে অতিক্রম করিয়া যাইতেছ।

এসব তত্ত্বকথা সাধারণ মেয়েরা বোঝে না, শুনিতেও চাহে না। কিন্তু যে আজ সাধারণ, কাল সে অসাধারণ হইবে। তুমি ধৈর্য্য ছাড়িও না, বিশ্বাস হারাইও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৮)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর

১৩ই শ্রাবণ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

অনাসক্ত হইয়া সংসার কর। আসক্তি আসিলেই দাস হইলে। অভ্যাসকে তোমার অধীন কর, নিজেকে অভ্যাসের অধীন করিও না।

সকলকে লইয়া সমবেত উপাসনায় যে সুগভীর আনন্দ, তাহা হইতে নিজেকে কদাচ বঞ্চিত রাখিও না।

উপাসনাদি ব্যাপারে কেহ কোনও নিত্য-নূতন পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিতে চাহিলে, তাহাতে কণামাত্র প্রশ্রয় দিও না।

ইতঃস্তত-প্রসারিত বিক্ষিপ্ত বুদ্ধিকে একটী মাত্র আদর্শের চরণে যুক্ত কর। আজ এই দিকে, কাল সেই দিকে বিচরণ করিও না।

যাহা কিছু ঝক্‌ঝক্‌ করে, তাহাই সোনা নহে কিন্তু উজ্জ্বল বা অনুজ্জ্বল সব-কিছুই ব্রহ্ম। সোনার তল্লাস না করিয়া ব্রহ্মানুসন্ধান কর। তাতে পরিণামে লাভ বেশী। সংসার বাড়িয়া গেলে দায়িত্বও বাড়িয়া যায়। ফলে, প্রত্যেকের প্রতি সমান ভাবে কর্ত্তব্য পালন করা যায় না। সুতরাং স্বামি-স্ত্রীতে মিলিত হইয়া প্রত্যহ উপাসনায় বসিবার অভ্যাসটী কর এবং যাহাতে সংযমের বলে বহু সন্তানের জনক হওয়ার বিপত্তি হইতে রক্ষা পাইতে পার, তাহা কর। কৃত্রিম উপায়গুলি সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য ত' নহেই, পরন্তু নৈতিক আত্মনাশেরই সহায়ক।

সর্ব্বদা সপ্রেম থাকিবে। বিরক্তি ও সন্দেহ, উভয়ই দুর্ব্বলতার লক্ষণ। সবলের স্বভাব প্রেম, দুর্ব্বলের স্বভাব বিদ্বেষ। সবল হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬৯)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর
১৩ই শ্রাবণ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। ঈশ্বর আছেন কি না, ইহা ভাল করিয়া না বুঝিয়া ঈশ্বরকে ডাকিতে কদাচ ভাল লাগিতে

পারে না। এজন্য তিনি আছেন কি না, ইহা জানিবার, বুঝিবার এবং এই সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হইবার প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে।

অধিকাংশ মানুষের পক্ষে ঈশ্বরের অস্তিত্ব-বোধ স্বতঃসিদ্ধ। এই বোধকে জ্ঞান বা অবগমন বলা চলে না কিন্তু এই বোধ সাধনে নিষ্ঠা দেয়। এই স্বতঃসিদ্ধ বোধটুকুর উপরে ভিত্তি করিয়া মনকে একমুখ করিতে হয়। একমুখ মনে উন্নততর ও সূক্ষ্মতর অনুভূতি সমুহ জাগে। সেই অনুভূতিগুলির সহিত ক্রমশঃ আশ্চর্য্য অভিজ্ঞতা সংযুক্ত হয়। তখন অনুভূতি সুস্পষ্ট উপলব্ধিতে পরিণত হয়। তখন ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞান জন্মে। তখন তাঁকে জানা যায় এবং বুঝা যায়।

যুক্তি দ্বারা, বিচারের দ্বারা বিশ্বাসের অন্ধত্ব বা কুসংস্কার ঘুচাইবার সহায়তা হয় কিন্তু যুক্তি কদাচ পরম সত্যকে জানিবার শেষ উপায় বা শ্রেষ্ঠ উপায় নহে। যুক্তি মানুষের সীমাবদ্ধ ভাষার সীমাবদ্ধ-অর্থযুক্ত সীমাবদ্ধ শব্দগুলির উপরে নির্ভর করিয়া অগ্রসর হয়। এজন্য যুক্তি অনন্তকে ধরিতে পারে না, কেবল আলোচনাই করিতে পারে। এই আলোচনার আলোক-সম্পাতে কখনো কখনো উপলব্ধির অর্থবোধ জন্মিবার সহায়তা হয়। উপলব্ধির ভাষা নাই, উপলব্ধি অভিধানগত কোনও শব্দের সহায়তায় জাগে না, উপলব্ধি ভাষাতীত এক অদ্ভুত বস্তু। তাহার কতক কতক যুক্তির সহায়তায় ব্যাখ্যাত হয় বলিয়াই সাধকদের সমাজে যুক্তির সমাদর। পরম সত্য বা ঈশ্বরকে জানিতে যুক্তি এক পঙ্গু পরিব্রাজিকা। সে যখন উপলব্ধির অনুচারিকা, একমাত্র তখনই সে সার্থক।

সন্দিগ্ধ ভাবে হইলেও স্বতঃসিদ্ধ রূপে ঈশ্বরাস্তিত্বের যে অস্পষ্ট বোধ অন্তরে রহিয়াছে, তাহার উপরে দাঁড়াইয়া অন্তর্দৃষ্টি প্রসারিত কর। সূচীকে নহে, হস্তীকেও নহে, খুঁটাকেও নহে, সূতাকেও নহে, সূচীর ছিদ্র-পরিমিতি বা হস্তীর শারীর পরিধি নহে, খুঁটির দূরত্ব বা সূত্রের হ্রস্বত্ব নহে, তোমাদের লক্ষ্যের বস্তু হইবে তোমার অন্তর। অবিশ্বাস করিয়াও নিয়ত যে নিজ অন্তরের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে, ক্রমে সে ঐখানেই যাহা দেখিবার, তাহাকে দেখে, যাহা বুঝিবার, তাহাকে বোঝে, যাহা পাইবার, তাহাকে পায়।

সুতরাং প্রাণপণে নিজের অন্তরে ডোব। সেখানে যদি একমাত্র তুমি ছাড়া আর কেহ না থাকে, তবে তুমিই ঈশ্বর। সেখানে যদি এমন কেহ থাকে, যাহার কেহ প্রভু নাই, তবে তিনিই ঈশ্বর। "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশোঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।" ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭০)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর

১৪ই শ্রাবণ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। কল্যাণীয়া

মাকেও আমার স্নেহ ও আশিস দিও। আমার চোখে তোমরা দুটী প্রাণী যেন জীবন্ত দেবতা। একে অপরকে ভালবাসিয়া ক্রমশ উন্নতির পথে নিয়া চল। দেবজন্মই তোমাদের পক্ষে শেষ কথা নহে। শত শত দেবমানবের ধারাবাহিক আবির্ভাব তোমাদের তপস্যায় সম্ভব হউক।

তোমার সহধর্ম্মিণী তোমার মহাশক্তি, তুমি তাহার মহাশিব। এই কথা স্মরণে রাখিতে পারিলে তোমরা একে অন্যের সর্ব্বসমৃদ্ধিদাতা হইতে পার, দুজনে মিলিয়া এক মহামঙ্গলের উদ্বোধক হইতে পার। যেখানে তোমাদের মিলন সত্য, সেখানে বিশ্বকুশল অবধারিত সত্য। তোমাদের পার্থিব এবং আধ্যাত্মিক সত্তা ভিন্ন ভিন্ন নহে, একেবারে অভেদ ও নিরবচ্ছিন্ন, এই প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত হও।

যোনি বা লিঙ্গ ভোগেন্দ্রিয় নহে, যোগেন্দ্রিয়; ভোগাশ্রয় নহে, যোগাশ্রয়; ভোগবান্ধব নহে, যোগবান্ধব; এই ভাব অন্তরে রাখিয়া তোমরা দাম্পত্য ব্রহ্মচর্য্যের অনুশীলন করিতে থাক। প্রথম প্রথম মাঝে মাঝে একমাসের জন্য ব্রত লও। ব্রতে সিদ্ধ হইলে মাঝে মাঝে তিন মাসের জন্য ব্রত লও। তাহাতেও সফলকাম হইলে লও ছয় মাসের জন্য। কয়েকবার ছয় মাসের সংযমে সফলপ্রযত্ন হইলে লও সম্বৎসরের ব্রত।

সম্বৎসরের ব্রত লইয়া কেহ যদি দুই বৎসরে বা তিন বৎসরে

ব্রতভঙ্গ না করে, তবে তাহাতে অপরাধের কিছু নাই। সঙ্কল্পিত ব্রত উদ্‌যাপনের পরে পুনঃ সাংসারিক ভাবে জীবন যাপন করিতে হইলে ঘটা করিয়া ব্রতভঙ্গোৎসব করাটা আমার কাছে একটা হাস্যাস্পদ ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। দাম্পত্য ব্রহ্মচর্য্যের ব্যাপারটা বাহিরে গোপন রাখাই সুবিবেচকের কাজ।

আমি তোমাদিগকে অফুরন্ত আশীর্ব্বাদ করিতেছি। আমাকে বিন্দুমাত্র খবর না দিয়াও যাহারা স্বামিস্ত্রীতে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিতেছে, আমার এবং তাহাদের অজ্ঞাতসারেও আমার অন্তহীন আশীর্ব্বাদ তাহাদের জন্য বর্ষিত হইতেছে। এমন সদ্‌ব্রতে আনুষ্ঠানিক ভাবে আমার কাছ হইতে অনুমতি লইতেই হইবে, এমন কোনও কথা নাই। যে যেভাবে যতটুকু পার, দাম্পত্য জীবনে ব্রহ্মচর্য্য পালন কা, কারণ ব্রহ্মচর্য্য মহাশক্তির উৎস। যে যতটুকু ব্রহ্মচর্য্য পালন করে, সে ততটুকু শক্তিশালী হয়। কারণ, ব্রহ্মচর্য্য পালনে কাম রূপান্তরিত হইয়া প্রেমে পরিণত হয়। প্রেমের চেয়ে তীব্রতর বেগ বা শক্তি জগতে আর কোনও বস্তু নাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭১)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর

১৪ই শ্রাবণ, ১৩৭১

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

অসুখ-বিসুখ হওয়া শরীরের ব্যাধি, শোকতাপ বা কাম-মোহে মুগ্ধ হওয়া মানসিক ব্যাধি। শরীর ও মন উভয়ের সকল ব্যাধি নিরাময়ের একটী চমৎকার মানসিক উপায় আছে। তাহা হইতেছে জগতের মঙ্গল ভাবনা।

অসুখ-বিসুখের জন্য দুশ্চিন্তা করিও না। শোক-তাপের কারণ ঘটিলে অধীর হইও না। রিপুর উত্তেজনা আসিলে হাল ছাড়িয়া দিও না। নিয়ত ভাবিতে থাকিবে, তোমার জন্ম জগতের কুশলের জন্য। ভাবিবে, তোমার দেহ-মন-প্রাণ-আত্মা জগতের কল্যাণের জন্য তৈরী হইতেছে। ভাবিবে, তোমার হাত-পা- চোখ-মুখ-নাক-কাণ-বুক-পেট-পিঠ সব-কিছু জগতের কল্যাণের জন্য। ভাবিতে থাকিবে তোমার কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, ভোগেন্দ্রিয়, অন্তরেন্দ্রিয় সবকিছু একমাত্র জগতের কল্যাণ সাধনের জন্য। অবিরাম ভাবিতে ভাবিতে, দিবারাত্রি ভাবিতে ভাবিতে, তোমার ভিতরে এক অপূর্ব্ব প্রেমের উদয় হইবে, যাহা দেহের এবং মনের সকল ব্যাধিকে অতি দ্রুত নির্ম্মূল করিবে।

এগুলি আনুমানিক কথা নহে, প্রত্যক্ষ সত্য। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭২)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর

১৪ই শ্রাবণ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম।

স্ত্রীর সহিত যৌন ব্যাপারটী ক্রমশঃ কমাইয়া ফেলিতে পার কি না, দেখ। অথচ দুই জনের মধ্যে মনের মিল ও ভালবাসা কমিলে চলিবে না। স্ত্রীকে মানাইয়া, বুঝাইয়া, রাজি করাইয়া তাহার সহিত নিবৃত্তিমার্গের চর্চ্চা করিতে হইবে। স্ত্রী অসন্তুষ্ট হইল বা সন্দিগ্ধ রহিল, এমন অবস্থায় সংযম-প্রয়াস নিতান্ত একতরফা হইয়া যায়। একতরফা সংযম গৃহীর পক্ষে সকল সময়ে লাভজনক হয় না। তাই সংযমে দুজনেরই মন সমান ভাবে প্রসন্ন থাকিবে, দুজনেরই চেষ্টা সমান ভাবে উদ্যত রহিবে, দুজনেরই লক্ষ্য একরূপ হইবে, তবে ইহা সর্ব্বতোসুখকর ও সর্ব্বতোশুভদ হইবে।

নিজের বা সহধর্ম্মিণীর উপরে অত্যধিক জবরদস্তি করিয়া

সংযমপালন করিতে যাইও না। দেহ-মনের অবস্থার উপরে নজর রাখিতে হইবে। সংযম যাহাতে স্বভাবতঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়, তার জন্য চেষ্টা করিবে। অর্থাৎ সংযম-সুরভি সুন্দর জীবনের আলেখ্য মনে মনে আঁকিয়া তাহার দিকে অন্তরের রুচিকে প্রসারিত করিতে থাকিবে। এভাবে কিছুকাল করিলে আপনা আপনি সংযমের শক্তি আসিয়া যাইবে। সংযম যখন স্বভাবের গতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তাহা দুর্ব্বার হয়।

এদিকে স্ত্রীর সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া সংযমের অনুশীলন করিতে লাগিলে, অন্য দিকে পরস্ত্রী বা পরনারীদের সহিত অত্যন্ত মিশামিশি ঘেঁষাঘেষি সুরু করিলে,—এমন কুদৃষ্টান্তও দুই চারিটী দেখিতে পাইয়াছি। এই সকল ঘটনা অতীব বিসদৃশ ও ক্ষতিকর। এইরূপ আচরণ হইতে সর্ব্বথা প্রতিনিবৃত্ত রহিবে।

স্ত্রীর মনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দাও যে দেবজাতির জন্ম দিতে হইবে। শুধু সংযমের জন্য সংযম গৃহীর জীবনে সর্ব্বক্ষেত্রে অনুমোদনীয় নহে। সংসার যে ছাড়িয়াছে, সে সদুদ্দেশ্যে বা অনুদ্দেশ্যে সংযম পালন করিলেও করিতে পারে কিন্তু গৃহীর সংযম যেন কদাচ উদ্দেশ্য-বর্জ্জিত না হয়। দেবজাতির জন্মদান তোমাদের উদ্দেশ্য হউক। বর্ষকাল পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য পালনের পরে প্রয়োজন মত সন্তানের জনক-জননী হইবার চেষ্টা কর। বর্ষকাল যাহাতে অভগ্ন, অপঙ্গু, অক্ষত, অটুট, অটল ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে পার, তাহার জন্য হয় ত' তোমাদের দুই, তিন বা চারি বৎসরের

ধারাবাহিক সাধন প্রয়োজন হইবে। সেই সময়ে কতবার পদস্খলন, কতবার পদচ্যুতি ঘটিতে পারে, কিন্তু তাহাতে দমিত না হইয়া দুর্ব্বার বিক্রমে চলিতে হইবে। অভ্যাস করিলে দেখিবে, সম্বৎসরব্যাপী ব্রহ্মচর্য্য পালন কঠিন নহে, নিতান্ত স্বাভাবিক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৭৩)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর
১৪ই শ্রাবণ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। গুরুভাই যে কি বস্তু, তাহা একমাত্র সাধন করিলেই বুঝা যায়, মুখে ভাই আর দাদা বলিয়া ডাকাডাকি করিলেই বোধগম্য হয় না। সহোদর ভাই প্রিয় এই জন্য যে, দুই জনে একই পিতামাতা হইতে জাত হইয়াছে। কিন্তু গুরুভাই তাহার চেয়েও অন্তরঙ্গ।

কেন অন্তরঙ্গ?

কারণটী বলিতেছি।

গুরুদত্ত নাম জপিতে জপিতে শ্রীগুরুর সহিত শিষ্যের অভিন্নত্ব-বোধ আসিয়া যায়। প্রত্যেক সাধন-নিষ্ঠ শিষ্যেই কোনও না কোনও সময়ে এই বোধটী জাগে। সকল শিষ্য একই গুরুর

সহিত অভিন্ন বলিয়া পরস্পরেও অভিন্ন। এই জন্যই গুরুভাই সহোদর ভাইয়ের চেয়েও আপন।

তুমি নিজে কি তোমার সহোদর ভাইয়ের চেয়ে নিজের আপন নহ? ঠিক তদ্রূপ।

সম্ভাব্যতা যেখানে এমন আশ্চর্য্য, এমন মহৎ এবং এমন দিব্য, সেখানে এক গুরুভাই যে অপর গুরুভাইয়ের সহিত অসদ্ব্যবহার করিতে পারে, তাহা কি করিয়া সম্ভব হয়? সেখানে এক গুরুভাই অপর গুরুভাইএর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করে কি করিয়া? সেখানে এক গুরুভাই টাকাকড়ির ব্যাপারে অপর গুরুভাইকে ঠকায় কি করিয়া? এইরূপ অভাবনীয় অনাচার ঘটিবার কারণ কি?

কারণ মাত্র একটী। সাধনপরায়ণতার অভাব। সাধনে অমনোযোগ থাকিলেই লোকে বুদ্ধির ছলনায় ভোলে এবং নিজেকে জাহির করিবার জন্য কুযুক্তি আশ্রয় করে। সাধন যাহারা করে না, তাহারা গুরুবাক্য লঙ্ঘন করিবার জন্যও ষড়্দর্শন সৃষ্টি করিয়া বসে। কঠিন যুক্তির পর কঠিনতর যুক্তি কেবল স্তূপীকৃত হয়, যুক্তির পাহাড় জমিয়া যায়, তাহাতে পদস্খলিত হইয়া সে নিজেই আহত ও প্রহত হয়।

তোমরা সাধন-পরায়ণ হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৭৪)

হরিওঁ মঙ্গলকুটীর

১৫ই শ্রাবণ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার বিরুদ্ধে একটী অভিযোগ আসিয়াছে। তুমি ওখানকার একজন নামী গুরুভ্রাতা। কিন্তু সমবেত উপাসনায় যোগ দাও না বা সঙ্ঘের মঙ্গলের জন্য কিছু কর না। আমি চাহি যে, মুখের কথায় প্রতিবাদ না করিয়া নিজ আচরণের দ্বারা তুমি প্রমাণিত কর যে, এই অভিযোগ সত্য নহে।

যাহারা সমাজে প্রতিপত্তি লাভ করে, অপর সকলের প্রতি তাহাদের একটী গুরুতর দায়িত্ব আছে। তাহা হইতেছে, প্রতি সৎকার্য্যে নিজে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া অন্য সকলকে আকর্ষণ করা। তোমার জীবন সকলের জীবনের ভালমন্দের সহিত বিজড়িত, একথা ভুলিলে চলিবে না।

একদা তুমি চিত্তশুদ্ধি-কামনায় এক বৎসর মৌনী রহিয়াছিলে। মৌনকালে সদ্‌ভাবে জীবনযাপনের যত্ন থাকিলে মৌন চিত্তশুদ্ধির অকল্পনীয় সহায়তা করে। লোকদেখানো মৌনে সেই শুভফল হয় না। লোকে আমাকে মৌনী সাধু বলুক, এইরূপ কামনা নিয়া মৌনধারণ অতীব হেয় ব্যাপার। তোমার মধ্যে এই সকল ত্রুটি

লক্ষ্য করি নাই। তোমার ভিতরে সম্বৎসরব্যাপী মৌন-সাধনের যথেষ্ট সুফল দেখিয়াছিলাম।

মৌনপালনের শেষ দিক দিয়া তোমার মনে একটী সঙ্কল্প জাগরিত হয় যে, বিবাহ করিবে এবং এজন্য, অগস্ত্যের যেমন লোপামুদ্রা, তোমার তেমন নির্দ্দিষ্ট একটী গুণবতী পাত্রী চাই। যাহাকে তুমি তোমার যোগ্যা মনে করিয়াছিলে, সামাজিক কারণে সে তোমার অলভ্যা হয়। তখন তুমি নিজ সমাজের একটী মেয়েকে বিবাহ করিলে।

এই মেয়েটীকে সর্ব্বতোভাবে তুমি একটী লোপামুদ্রা করিয়া গড়িয়া তোল, ইহাই আমি চাহি। অগস্ত্য কোনও ঋষিকন্যাকে বিবাহ করেন নাই, যাহার আবাল্য সংস্কার এবং কৌলিক ঐতিহ্য তপোজীবনের ধারাবাহী। কিন্তু তিনি উপদেশবলে দৃষ্টান্তবলে রাজকন্যাকে ঋষিপত্নীর যোগ্যা করিয়া তুলিয়াছিলেন। তোমার পত্নী সম্পর্কেও এই কথা সত্য হইতে পারে। তুমি উপদেশের শক্তি অপেক্ষা দৃষ্টান্তের শক্তিতে অধিক বিশ্বাস করিও। তোমার পত্নী তোমার ভিতরে যেই সকল গুণের সমাবেশ দেখিবে নিজের ভিতরে তাহাদের উন্মেষের জন্য সহজে ইচ্ছুকা হইবে। ইচ্ছা প্রবল হইলে সে অনুশীলনরতা হইবে।

স্ত্রীকে তোমার শক্তিতে পরিণত কর, তোমার দুর্ব্বলতার

উৎস হইতে দিও না। নারী শুধু নরকের দ্বারই নহে, নারী স্থলবিশেষে স্বর্গেরই তোরণ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭৫)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর

১৫ই শ্রাবণ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

উদ্বাস্তু হইয়া সরকারী শিবিরে স্থান লইতে বাধ্য হইয়াছ বলিয়াই কদাচ বিশ্বাস করিও না যে, তোমরা অমানুষ হইয়া গিয়াছ। তোমরা শ্রমকুণ্ঠ বলিয়া আরামপিয়াসী বলিয়া যাঁহারা অপবাদ দিতেছেন, তাঁহারা নিজেরাই তোমাদিগকে এমন স্থানে প্রেরণ করিয়াছেন, যেখানে শ্রম করিয়া জীবিকার্জ্জনের পথ নাই, যেখানে মাটি নিষ্করুণ, জলহীন ও বায়ু মরুতুল্য উষ্ণ। যেখানে তোমরা শ্রম করিতে আগ্রহী, সেখানেও দেখা গিয়াছে অন্য শ্রমিক নিয়োগ করা হইতেছে। চারিদিক দেখিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, তোমাদিগকে পিষিয়া মারিবার জন্য একটা অতীব গুপ্ত ষড়যন্ত্র চলিতেছে এবং সেই ষড়যন্ত্রের ভিতরে এমন ক্ষমতার অধিকারীরা রহিয়াছেন, যাঁহারা ইচ্ছা করিলেই অন্যরূপ করিতে পারিতেন।

কিন্তু এই সকল চক্রান্তকে বিফল করিয়া দিয়া তোমরা মানুষের

মতন সরল মেরুদণ্ডে দাঁড়াইবে, এই পণ কর। কোনও রাজনৈতিক দল বা উপদলের দাবার বোড়ে না হইয়া তোমরা নিজেদের স্বাধীন বুদ্ধি এবং স্বতন্ত্র বিচারের দ্বারা কর্ত্তব্য-নির্ণয় কর। তোমাদের দুঃখ তোমাদেরই ঘুচাইতে হইবে, ক্ষমতাধিকারী দল বা ক্ষমতাহীন দলের রাজনৈতিক নেতারা তোমাদের ভরসার স্থল নহেন। তোমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, তোমরা আত্মবিশ্বাসে ভরপূর হও। সকল দুর্ভাগ্য মোচন তোমরা নিজ ভুজবলে করিবার জন্য তৈরী হও। চিরকাল তোমরা উদ্বাস্তু হইয়া থাকিবে না, তোমাদিগকে আত্মপৌরুষের পরিচয় দিতে হইবে।

নেতাদের গুণ এবং গরিমা সম্পর্কে যে সকল মিথ্যা এবং অতিরঞ্জিত উক্তি করিয়া সত্য ইতিহাসকে অপমানিত করিবার চেষ্টা হইতেছে, তোমরা এক জনেও সেই সকল মিথ্যা প্রলাপোক্তিতে কর্ণপাত করিও না। তাহাদিগকে নিন্দা করিয়া সময় নষ্ট করিয়াও লাভ নাই। তোমাদের বর্ত্তমান দুর্ভাগ্যের জন্য তোমরা দায়ী নহ, যাহারা দায়ী, তাহারা তোমাদের দুর্ভাগ্য দূর করিবার ক্ষমতা যে রাখেন না, তাহা এতগুলি বৎসরে চূড়ান্ত ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। লোক দেখাইবার জন্য ফাঁকা বুলি ঝাড়িয়া এবং আন্তরিকতা-বর্জ্জিত সাহায্য-সহায়তা দিবার অভিনয় করিয়া জগতে কদাচ কেহ এত বড় সমস্যার সমাধান করিতে পারিবে না। তোমরা নিজেদের সমস্যার সমাধান-চিন্তা নিজেরা কর এবং অপরাজেয় পৌরুষের বলে দুঃখসাগর উত্তীর্ণ হও।

মনে রাখিও, ভগবানে অফুরন্ত বিশ্বাস তোমাদের দুর্গম দুস্তর এই বন্ধুর পথের প্রধান পাথেয়। ভগবানে বিশ্বাস নিমেষের জন্যও হারাইও না।

আর একটী পাথেয় তোমাদের প্রেম। শুধু একা একজনের সমস্যার সমাধান যেন কদাচ তোমাদের লক্ষ্য না হয়। সকলের সকল সমস্যার সমাধানের মধ্য দিয়া তোমাদের প্রত্যেকের প্রতিটি সমস্যার সমাধান হইবে, এই বিশ্বাস, এই আগ্রহ, এই আকাঙ্ক্ষা, এই রুচি, এই দুর্ল্লভ মনোভঙ্গী রাখিও। একাকী একজনের জন্য কিছু করিব, এই হীনবুদ্ধি হইতেই দেশের ও জাতির বর্ত্তমান অধঃপতন আসিয়াছে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭৬)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর

১৫ই শ্রাবণ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সর্ব্বশক্তি একটী কাজে একই সময়ে সকলে মিলিয়া লাগাইবে, ইহা এক সুমহৎ অনুশীলন। ছোট-বড় প্রত্যেক কাজেই তোমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের সহায়ক হইও। এক কথায় সকলে মিলিয়া একটী কাজে আদানূন খাইয়া লাগিয়া পড়া একটা অসাধারণ

ব্যাপার কিন্তু তাহা মানুষেরই সাধ্য এবং মানুষেরই যোগ্য। কেন তোমরা আমার এই উপদেশটীর অর্থ এত কালেও বুঝিতে পারিতেছ না, তাহা আমার কাছে আশ্চর্য্য লাগিতেছে।

কাজের মধ্য হইতে জাহিরী-বুদ্ধি ও বাহাদুরীকে যতটা দূরে রাখিতে পার, তাহাই করিও। কাজ করিল অন্যে, যশ লুটিলাম আমি, ইহা এক মারাত্মক প্রবঞ্চনা। ইহা কেবল পরকে প্রবঞ্চনাই নহে, আত্মপ্রবঞ্চনাও। কাজ করিলাম কম, কৃতিত্বের দাবী করিলাম হাজার ঝুড়ি, ইহাকে পকেটকাটার সামিল মনে করিবে। কাজ করিলাম না, কেবল কথাই বলিলাম, অথবা যতটুকু করিলাম, তাহার হাজার গুণ বকিলাম, ইহা লজ্জাকর কদভ্যাস। বিজ্ঞাপনীয় প্রদর্শনীকে কাজ বলিয়া কদাচ ভ্রম করিও না।

সংসারে শান্তি নাই, সুবিচার নাই, সংসারে সুখ নাই, আত্মপ্রসাদ নাই, আছে কেবল দায়িত্ব আর দুর্ভোগ, এই জন্য তাড়াতাড়ি মরিয়া যাইতে চাহ। কিন্তু ইহা বোকামি। মরিবার সময় নির্দ্দিষ্ট করাই আছে, কেহ কেহ তপোবলে তাহাকে কিছুকাল, দুই চারি মাস বা দশ বিশ বছর, ঠেকাইয়া রাখিতে পারেন, কিন্তু মৃত্যু হইবেই হইবে। সুতরাং যখন মরিবার, বীরের মতন মরিবে, যতদিন বাঁচিবার, বীরের মত বাঁচিতে হইবে। জীবনে দুঃখ আছে বলিয়া এত হা-হুতাশ করিবে কেন?

তোমাদের গ্রামে পর পর দুই তিনটী উপার্জ্জক যুবক অকালে মহাপ্রয়াণ করিল। বৈষয়িক সম্পদহীন দুই তিনটী সদ্যোবিধবা

অকূল পাথারে ভাসিল। ইহাদের শিশু পুত্রকন্যাগুলি ইহাদের গলদেশে জল-ভরা কলসীর ন্যায় ঝুলিতেছে। চতুর্দ্দিকের তরঙ্গ-তাড়নে একাকিনী নিজেকেই রক্ষা করা সুকঠিন, এই অবস্থায় ইহাদিগকে ক্ষুধা-তৃষ্ণা রূপ হাঙ্গর-কুমীরের হাত হইতে নিজ পুত্রকন্যাগুলিকে সামলাইবার জন্যই প্রাণান্ত হইতে হইতেছে। আমাদের সকলের মিলিয়া অবিলম্বে উপায় বাহির করা উচিত, যাহাতে ইহারা ডুবিয়া না যায়। আশ্রয়হীনা যুবতী বিধবারা সমাজের গুরুতর সমস্যা। অবিলম্বে ইহাদের হাতে সদ্‌ভাবে উপার্জ্জনের উপায় তুলিয়া ধরিতে হইবে, তাহা সামান্য হইলেও ভেলার মত তাহাদের নীর-নিমজ্জন নিবারণ করিয়া রাখিবে। কোনও প্রকারে এখন সদ্‌ভাবে বাঁচিয়া থাকিতে পারিলে দুদিন পরে ইহারাই হয় ত' আবার আরও দুইদশটী অনাথার আশ্রয় হইতে পারে। নিরুপায়া যুবতী বিধবা সমাজের এক দারুণ দায়, তাহাকে গুপ্ত পাপ ও অন্যায় পথ হইতে রক্ষা করিবার জন্য সদুপায়ে অন্নার্জ্জন তাহার জন্য সুগম করিয়া দিতে হইবে। তোমরা সকলে তৎপর হও।

তোমাদের চতুর্দ্দিকে হাজার রকমের কাজ পড়িয়া রহিয়াছে। অথচ তোমরা কাজ খুঁজিয়া পাইতেছ না। হাতী মারিব, গণ্ডার মারিব বলিয়া উচ্চরব না করিয়া, ছোট ছোট তুচ্ছ তুচ্ছ কাজ করিয়াই সময়ের সদ্ব্যবহার করিব, এই আগ্রহ তোমাদের আসা প্রয়োজন। জলে নামিতেছ না বলিয়াই তোমরা জানিতে পারিতেছ

না যে, সাঁতার কাটিবার শক্তি তোমাদের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। তাহা জলেও নহে, আকাশেও নহে। কাজে নামিয়া কাজের অনুশীলন কর। অনুশীলনে শক্তি বাড়ে। কাজ করিতে করিতে একদা তোমরা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাইবে যে, তোমরা কেমন অমিত শক্তিধর।

নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে বাংলার বাহিরে সুদূর প্রদেশে তোমাদের যে সকল পরিচিত ব্যক্তি ছিটকাইয়া গিয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদের সকলের ঠিকানা সংগ্রহ কর এবং চিঠিপত্রাদি দ্বারা তাঁহাদিগকে জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইবার প্রেরণা যোগাইতে থাক। ভারতের যে কোনও প্রদেশের সন্তানেরা যদি গৃহচ্যুত, স্থানচ্যুত, বৃত্তিচ্যুত, প্রতিষ্ঠাচ্যুত ও আদর্শচ্যুত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে-প্রদেশে ভিক্ষুকের মত, নিরাশ্রয়ের মত, যাযাবরের মত অস্থির ভাবে কেবল ঘুরিতেই থাকে, তবে তাহাতে ভারতের কল্যাণ নাই।

বাঙ্গালীর চিহ্ন যদি ভারতের মানচিত্র হইতে মুছিয়া যায়, তবে তাহাতে ভারতের গৌরব বা মহিমা কিছুমাত্র বাড়িবে না। সুতরাং ভারত-প্রীতির দিক হইতেই তোমাদিগকে বাঙ্গালী-প্রীণন করিতে হইবে। ইহাতে মূর্খ এবং ঈর্ষ্যাকাতর চক্ষুগুলি যদি টাটায়, তবে টাটাউক। তোমরা সেই দিকে দৃষ্টি দিও না। যতক্ষণ তোমরা সকল প্রদেশবাসীর মধ্যে মৈত্রী-ভাবনার বিস্তারক, ততক্ষণই তোমরা বাঙ্গালী, এই কথাটী সর্ব্বদা মনে রাখিয়া অসহায় বিতাড়িত ভবিষ্যৎহীন দুঃস্থ বাঙ্গালীগুলিকে বাঁচিবার পথে দৃঢ়পদে চলিবার

জন্য প্রেরণা দিবে। ব্যক্তিবিশেষ, কর্ত্তাবিশেষ, নেতাবিশেষ, রাজনৈতিক দল-বিশেষ বা কোনও প্রদেশের অধিবাসী-বিশেষের প্রতি বিন্দুমাত্র দ্বেষ না নিয়া তোমাদের এই কাজটী করিতে হইবে। অন্তরে যাহাদের দ্বেষ নাই, তাঁহাদিগকে অকারণে প্রাদেশিকতা-বিষে আচ্ছন্ন বলিয়া কেহ মিথ্যা অপবাদ রটনা করিবে বলিয়াই তোমরা কর্ত্তব্যকার্য্যে উদাসীন থাকিতে পার না। সর্ব্বজাতির প্রতি প্রেমই তোমার নিজজাতির প্রতি প্রেমে তোমাকে উদ্বুদ্ধ করুক। নিজজাতির প্রতি প্রেম তোমার যদি খাঁটি জি[illegible] হয়, তাহা হইলে সর্ব্বজাতির প্রতি প্রেম তোমার আসিতে বাধ্য। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

অষ্টাদশ খণ্ড সমাপ্ত

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের আবাল্য সাধনা তরুণ ও কিশোরদের মধ্যে সংযমের সাধনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

কারণ,

ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ, সংযমী, বীর জাতিরই ভিতরে আধ্যাত্মিক ও ঐহিক উভয়বিধ উন্নতি সমভাবে সম্ভব হইতে পারে। তাঁহার রচিত "সরল ব্রহ্মচর্য্য", "সংযম সাধনা", "জীবনের প্রথম প্রভাত", "অসংযমের মূলোচ্ছেদ" প্রভৃতি প্রত্যেক মাতাপিতার কর্ত্তব্য নিজ নিজ পুত্রের হাতে তুলিয়া ধরা। তাঁহার রচিত "কুমারীর পবিত্রতা" প্রত্যেক কুমারীর হাতে দান করুন। তাঁহার রচিত "বিধবার-জীবনযজ্ঞ" প্রতি বিধবার অবশ্য-পাঠ্য। তাঁহার রচিত "সধবার সংযম", "বিবাহিতের জীবন সাধনা" ও "বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য" প্রতি বিবাহিত নরনারীর অবশ্য পাঠ্য।

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশ-বাণী সমূহ

"অখণ্ড-সংহিতা"

নামে বহুখণ্ডে প্রকাশিত হইয়া মানবজীবনের ঐহিক, পারত্রিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক অসংখ্য সমস্যার সমাধান করিয়াছে। ভারতের বিগত কয়েক শত বৎসরের মধ্যে রচিত ধর্ম্ম-সাহিত্যে ইহার তুল্য মহাগ্রন্থ বিরল। জীবনের যে-কোনও সমস্যাতেই আকুল হইয়া থাকেন না কেন, পথের সন্ধান ইহাতে পাইবেন।

অযাচক আশ্রম, ডি-৪৬/১৯বি, স্বরূপানন্দ স্ট্রীট,
বারাণসী -২২১০১০

ISBN 978-93-94394-06-3
9 789394 394063

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের আবাল্য সাধনা
তরুণ ও কিশোরদের মধ্যে সংযমের
সাধনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

কারণ,

ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ, সংযমী, বীর জাতিরই ভিতরে আধ্যাত্মিক ও ঐহিক উভয়বিধ উন্নতি সমভাবে সম্ভব হইতে পারে। তাঁহার রচিত **"সরল ব্রহ্মচর্য্য", "সংযম সাধনা", "জীবনের প্রথম প্রভাত", "অসংযমের মূলোচ্ছেদ"** প্রভৃতি প্রত্যেক মাতাপিতার কর্ত্তব্য নিজ নিজ পুত্রের হাতে তুলিয়া ধরা। তাঁহার রচিত **"কুমারীর পবিত্রতা"** প্রত্যেক কুমারীর হাতে দান করুন। তাঁহার রচিত **"বিধবার-জীবনযজ্ঞ"** প্রতি বিধবার অবশ্য-পাঠ্য। তাঁহার রচিত **"সধবার সংযম", "বিবাহিতের জীবন সাধনা' ও "বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য"** প্রতি বিবাহিত নরনারীর অবশ্য পাঠ্য।

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের
শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশ-বাণী সমূহ

"অখণ্ড-সংহিতা"

নামে বহুখণ্ডে প্রকাশিত হইয়া মানবজীবনের ঐহিক, পারত্রিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক অসংখ্য সমস্যার সমাধান করিয়াছে। ভারতের বিগত কয়েক শত বৎসরের মধ্যে রচিত ধর্ম্ম-সাহিত্যে ইহার তুল্য মহাগ্রন্থ বিরল। জীবনের যে-কোনও সমস্যাতেই আকুল হইয়া থাকেন না কেন, পথের সন্ধান ইহাতে পাইবেন।

**অযাচক আশ্রম, ডি-৪৬/১৯বি, স্বরূপানন্দ স্ট্রীট,
বারাণসী -২২১০১০**

ISBN 978-93-94394-06-3

9 789394 394063

ধৃতং প্রেম্না

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

অষ্টাদশ খণ্ড